চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক
জাগরণ
গৌরবের ৬৬ তম বছর
THE FIRST DAILY OF TRIPURA
অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

নিশ্চিন্তের প্রতীক
Sister masala
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিস্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 30 May, 2020 ■ আগরতলা, ৩০ মে ২০২০ ইং ■ ১৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৭বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

৬৫ দিন পর ১৭০ যাত্রী নিয়ে আগরতলায় নামল বিমান, উড়ে গেল ১৬৭ জনকে নিয়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ মে।। অবশেষে আগরতলার জন্য বিমানে যাত্রী পরিষেবা শুরু হয়েছে। দীর্ঘ ৬৫ দিন পর আগরতলার মহারাজা বীরবিক্রম বিমানবন্দরে কলকাতা থেকে যাত্রী নিয়ে বিমান অবতরণ করেছে। আজ শুক্রবার কলকাতা থেকে ১৬৬ জন যাত্রী এসেছেন। তেমনি আগরতলা থেকে ১৬৭ জন যাত্রী কলকাতা উড়ে গেছেন। এদিন বিমানবন্দরে কোভিড-১৯ মোকাবিলায় সমস্ত ব্যবস্থা করা হয়েছিল। স্বাস্থ্য বিধি মেনে আজ কলকাতা ফেরত ৩৫ জনের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। তাছাড়া, উভয়দিকের প্রত্যেক যাত্রীর থার্মাল স্ক্রিনিং করা হয়েছে। কলকাতা ফেরত প্রত্যেক যাত্রীকে ১৪ দিনের জন্য বাড়িতে একান্তবাসের নিয়ম মেনে চলার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

এদিন এমবিবি বিমানবন্দর ম্যানেজার ভিকে শেঠ বলেন, দীর্ঘ সময় পর আগরতলায় যাত্রী নিয়ে বিমান এসেছে। আজ ইন্ডিগোর বিমানে ১৬৬ জন কলকাতা থেকে এসেছেন এবং ১৬৭ জন যাত্রী কলকাতার উদ্দেশে রওয়ানা দিয়েছেন। তিনি বলেন, ১ জুন থেকে বিমানের সংখ্যা আরও বাড়বে। তাঁর দাবি, কোভিড-১৯ মোকাবিলায় বিমানবন্দর নতুন নির্দেশিকা মেনে প্রস্তুত করা হয়েছে। আজ যাত্রীর স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য বিমানবন্দরে স্বাস্থ্য কর্মীদের টিম উপস্থিত ছিল। তিনি বলেন, কলকাতা যাঁরা ফিরেছেন তাঁদের নমুনা সংগ্রহের পাশাপাশি থার্মাল স্ক্রিনিং করা হয়েছে। শেঠ জানান, আজ ৩৫ জনের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া, বিমান সংস্থা ফেস শিল্ড এবং স্যানিটাইজার দিয়েছে প্রত্যেক যাত্রীকে।

কলকাতা ফেরত জনৈক ছাত্রী বলেন, ১১ মাস পর বাড়ি ফিরে ভীষণ ভালো লাগছে। বিমানবন্দরে করোনা-র জন্য নেওয়া সমস্ত ব্যবস্থা খুবই সন্তোষজনক বলে মন্তব্য করেন তিনি।

১৬৬ জন যাত্রী নিয়ে শুক্রবার আগরতলায় অবতরণ করে ইন্ডিগোর একটি বিমান। ছবি নিজস্ব।

বাংলাদেশ থেকে আসা ৮ জন সহ ১০ জনের দেহে করোনার সন্ধান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ মে।। বাংলাদেশ থেকে ফেরত আসা রাজ্যের আট জনের দেহে করোনার সন্ধান মিলেছে। সেই সাথে গুরুগ্রাম থেকে আসা একজন ও বিএসএফের ৮৬ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের এক জওয়ানের দেহেও করোনার সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। সবমিলিয়ে শুক্রবার নতুন করে ১০ জনের দেহে করোনার সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব শুক্রবার রাতে এক ট্যুইট বার্তায় এই ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি আরও জানিয়েছেন, এদিন মোট ৯১৫ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। এর মধ্যে ১০ জনের কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজেটিভ এসেছে। তবে বিমানবন্দরের সমস্ত যাত্রীদের নুমনা নেগেটিভ এসেছে। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, প্রত্যেককে সুরক্ষিত রাখার জন্য রাজ্য সরকার সমস্ত ধরনের ব্যবস্থা নিয়েছে।

রাজ্যে বর্তমানে সক্রিয় করোনা আক্রান্ত রোগী রয়েছেন ৭০ জন। এদের মধ্যে শহীদ ভগৎ সিং যুব আবাসের কোভিড কেয়ার সেন্টারে ৬৯ জন এবং ১ জন এজিএমসি-তে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। আজ মহাকরণে প্রেস কনফারেন্স হলে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ ত্রিপুরার কোভিড-১৯ সংক্রমণজনিত সর্বশেষ অবস্থা তুলে ধরে সাংবাদিকদের এ তথ্য জানিয়েছেড।

তিনি জানান, রাজ্যে বর্তমানে ফেসিলিটেশন কোয়ারেন্টাইনে ৫১০ জন এবং হোম কোয়ারেন্টিনে ১০৭৭১ জন রয়েছেন। আজ পর্যন্ত মোট নমুনা সংগ্রহ করাহয়েছে ২৬৯৩৮ জনের। মোট নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ২৫৪০৩ জনের। এদের মধ্যে রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে ২৫৪ জনের। সক্রিয় আছেন ৮২ জন। সুস্থ হয়ে ছাড়া পেয়েছেন ১৭১ জন। প্রতি ১০ লক্ষ জনসংখ্যায় রাজ্যে নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ৬৩৫৫ জনের। আজ নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে ১৪৪১ জনের। আজ ৪ জন করোন আক্রান্ত রোগী সুস্থ হওয়ার পর শহীদ ভগৎ সিং কোভিড কেয়ার সেন্টার থেকে ছাড়া পেয়েছেন। শিক্ষামন্ত্রী জানান, আজ চুড়াইবাড়ি চেকপোস্ট দিয়ে ৩৩৬ জন রাজ্যে প্রবেশ করেছেন। ননহটস্পট এলাকা থেকে যাত্রীবাহী গাড়ি এসেছে ৩৫ টি। হটস্পট এলাকা থেকে যাত্রীবাহী গাড়ি এসেছে ৪ টি। ননহটস্পট এলাকা থেকে ট্রাক এসেছে ৩১৯ টি।

হটস্পট এলাকা থেকে ট্রাক এসেছে ২৮ টি। এখানে ফেসিলিটেশন কোয়ারেন্টাইনে ২৮ জন এবং হোম কোয়ারেন্টাইনে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যের ৪৬ জন কুয়েত থেকে গুয়াহাটিতে পৌঁছেছেন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ মে।। বিদেশ মন্ত্রকের সহায়তায় ত্রিপুরার ৪৬ জন আজ কুয়েত থেকে গুয়াহাটিতে পৌঁছেছেন। তাদের আনার জন্য ২ টি বাস আজ গুয়াহাটিতে পাঠানো হয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ এই সংবাদ জানিয়েছেন। তিনি আরও জানান, আগরতলায় ফিরে এলে তাদেরকে পশ্চিম জেলার ফেসিলিটেশন কোয়ারেন্টাইনে রাখা হবে। আজ কলকাতা থেকে ১৭০ জন বিমানে আগরতলায় এসেছেন ।

তিনি জানান, আজ জয়পুর থেকে ২৬ জন, বিজওয়াড়া ও তামিলনাড়ু ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

দুই বাইকের সংঘর্ষে নিহত এক যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ মে।। লকডাউন চলাকালীন সময়েও রাজ্যে পথ দুর্ঘটনা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে। শুক্রবার রানীর বাজার থানা এলাকায় আসাম আগরতলা জাতীয় সড়কে দুই বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে এক যুবকের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। মৃত যুবকের নাম রবীন্দ্র দেববর্মা।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন দুটি বাইক দ্রুত বেগে আসছিল। সামনাসামনি আসার পর বাইকের চালকরা নিয়ন্ত্রণ রক্ষা করতে পারেনি। ফলে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

হাইকোর্টে ২১ জুন পর্যন্ত শুনানি হবে শুধু জরুরি মামলায়, রোস্টার মেনে কাজ করবেন কর্মচারীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ মে।। আপাতত ত্রিপুরায় আদালতগুলিতে স্বাভাবিক কাজকর্ম শুরু হচ্ছে না। ২১ জুন পর্যন্ত কেবল মাত্র জরুরি ভিত্তিতে মামলার শুনানি হবে। তাছাড়া, রোস্টার মেনেই কর্মচারীরা আদালতে যাবেন। করোনা প্রকোপের কারণেই ত্রিপুরা হাইকোর্ট এই সিদ্ধান্ত রূপায়ণের সময়সীমা বৃদ্ধি করেছে।

আজ শুক্রবার ত্রিপুরা হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল এক নির্দেশিকা জারি করে বলেছেন, ত্রিপুরা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি এবং সহ-বিচারপতিরা বিবেচনা করেছেন, করোনা পরিস্থিতিতে আদালতে চলমান পদ্ধতি বহাল রাখা হোক। সে-মোতাবেক ২১ জুন পর্যন্ত চলমান পদ্ধতি বহাল থাকবে। তাতে, ৮ জুন থেকে ২১ জুন পর্যন্ত জরুরি মামলায় বিশেষ বেঞ্চে শুনানি হবে। তেমনি, আদালতের কর্মচারীরাও চলমান পদ্ধতি মেনে রোস্টার ভিত্তিতে কাজ করবেন। ত্রিপুরা হাইকোর্টের এই নির্দেশে স্বাভাবিকভাবে নিম্ন আদালতেও তা কার্যকর হবে।

সেন্টার ফর গুড গভর্নেন্স স্থাপনের সিদ্ধান্ত মন্ত্রিসভায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ মে।। রাজ্যে সেন্টার ফর গুড গভর্নেন্স স্থাপন করার জন্য অনুমোদন দিয়েছে রাজ্য মন্ত্রিসভা। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে গৃহীত এই সিদ্ধান্তের কথা জানান শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ। আজ সন্ধ্যায় মহাকরণে সাংবাদিক সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী জানান, রাজ্য প্রশাসনের মান আরও উন্নত করতে এবং প্রশাসনিক সংস্কারের জন্যই এই সেন্টার স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। সিপার্ডে এই সেন্টারটি স্থাপন করা হবে। এই ধরণের সেন্টার বর্তমানে গুজরাট, তেলেঙ্গানা, উড়িষ্যা, আসাম এই ৪ টি রাজ্যে রয়েছে।

জাতীয়স্তরে মূল সেন্টারটি রয়েছে হায়দ্রাবাদে। শিক্ষামন্ত্রী আরও জানান, বর্তমানে রাজ্য সরকার প্রথম থেকেই সুশাসনের উপর গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে। সেই লক্ষ্যে ক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নাগরিক কেন্দ্রিক প্রশাসনিক সরকার গড়ে তোলা প্রয়োজন মনে করে রাজ্য মন্ত্রিসভা এই ধরণের সেন্টার স্থাপনের অনুমোদন দিয়েছে। এই সেন্টারের মাধ্যমে দেশের বা অন্যান্য রাজ্যের সরকারি, বেসরকারি এবং একাডেমী ক্ষেত্রে সুশাসন কী ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মহিলারা উন্নয়নের কাজে যুক্ত হলে উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে ঃ উপমুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ মে।। উন্নয়নের কাজে মহিলাদের আরও বেশি করে মুক্ত করতে পারলে রাজ্যের উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে। আজ উত্তর চড়িলাম গ্রাম পঞ্চায়েতের রেগার কাজ দেখাশোনায় মহিলা মেইটদের দায়িত্ব দেওয়ার অনুষ্ঠানে উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা একথা বলেন। রাজ্যের নয়টি পঞ্চায়েতে জি আর এস-এর সঙ্গে স্বসহায়ক দলের মহিলারাও রেগার কাজ দেখাশোনা করেন। প্রাথমিকভাবে নয়টি পঞ্চায়েত নিয়ে এই পাইলট প্রজেক্টের কাজ শুরু হয়েছে।

পরবর্তী সময়ে রাজ্যের সবগুলি পঞ্চায়েতে মহিলা মেইটদের এই দায়িত্ব দেয়া হবে। উত্তর চড়িলাম গ্রাম পঞ্চায়েতে উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা আজ রেগার বিভিন্ন কাজও পরিদর্শন করেন। সেখানে তিনি বলেন, স্থানীয় স্বসহায়ক দল থেকে তিনজন মহিলাকে রেগার কাজ দেখাশোনা করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। এর উদ্দেশ্যে মহিলাদের সম্পদ সৃষ্টির কাজে যুক্ত করা। এই পাইলট প্রজেক্টের মাধ্যমে মা বোনেরা নিজেদের এ্রাকার ও গ্রামের উন্নতির কাজে যুক্ত হবেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও স্বসহাকয় দলকে আরও গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলেছেন। মহিলারা উন্নয়নের কাজে যুক্ত হলে রাজ্যের উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে বলে উপমুখ্যমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন।

এই পাইলট প্রজেক্ট অনুযায়ী প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েতে স্বসহায়ক দল থেকে তিনজন মহিলা মেইট নির্বাচন করা হবে। তারা রেগার কাজে শ্রমিকদের হাজিরা দেখাশোনা করবেন। কাজের পরিমাপ, মাস্টাররোল, রক্ষণাবেক্ষণ, জবকার্ড পরীক্ষা প্রভৃতি কাজের দায়িত্ব নেবেন। প্রতি ৩০ জন বা তার বেশি শ্রমিকের জন্য একজন ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সোনামুড়ায় তিনমাসের মধ্যেই আসবে জাহাজ জানালেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ মে।। গোমতি নদী দিয়ে নৌ পরিবহণের স্বপ্ন দেখেছিলাম, তা শীঘ্রই সফল হবে। শুক্রবার দৃঢ়তার সাথে এ কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তাঁর কথায়, ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে এক ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। তাতে সোনামুড়া-দাউদকান্দি নৌ পরিবহণ শুরু হবে। করোনা মহামারির মধ্যেও এই চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য দুই দেশের প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান মুখ্যমন্ত্রী।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, তিন-চার মাসের মধ্যেই পরীক্ষামূলকভাবে সোনামুড়া পর্যন্ত জাহাজ চলাচল করবে। এ-বিষয়ে কেন্দ্রীয় জাহাজমন্ত্রকের সচিব সঞ্জীব রঞ্জন মুখ্যমন্ত্রীকে জানিয়েছেন, তিন মাসের মধ্যে একটি অস্থায়ী জেটি তৈরি করা হবে সোনামুড়ায়। এর পর শুখা মরশুমে গোমতি নদীর ড্রেজিং করা হবে। যার মাধ্যমে বছরজুড়ে জাহাজের আসা-যাওয়া অব্যাহত থাকবে। তাঁর দাবি, ন্যূনতম ৫০ টন ওজনের পণ্য নিয়ে জাহাজ চলাচল করতে পারবে। তিনি বলেন, সোনামুড়া-দাউদকান্দি এই ৯৩ কিলোমিটার রুটের মধ্যে রয়েছে ২৩টি সেতু। ওই সেতুর জন্য সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে, আশঙ্কা প্রকাশ করেন তিনি। তবে, ড্রেজিং হয়ে গেলে সেই সমস্যা থাকবে না বলে তিনি আশা ব্যক্ত করেন।

প্রসঙ্গত, সম্প্রতি ঢাকায় এক ঐতিহাসিক স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে স্বীকৃতি পায় সোনামুড়া-দাউদকান্দি প্রটোকল রুট। ফলে ইন্দো-বাংলা প্রটোকল (আইবিপি) রুটের সংখ্যা ৮ থেকে বাড়িয়ে ১০ করা হয়েছে এবং বিদ্যমান রুটে নতুন স্থানও যুক্ত করা হয়েছে। এতে প্রথমেই গোমতি নদীর সোনামুড়া-দাউদকান্দি (৯৩ কিমি) আইবিপি-র ৯ম ও ১০ম রুট হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এটি ত্রিপুরা এবং সংলগ্ন রাজ্যগুলির সাথে ভারত-বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কেন্দ্রগুলির যোগাযোগ বৃদ্ধি করবে এবং উভয় দেশের নদী-দূরবর্তী অঞ্চলেও সহায়তা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মোবাইল চুরি করে লক্ষাধিক টাকা লুট, গ্রেফতার তিন যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার,, ২৯ মে।। মোবাইল ফোন চুরি করে লক্ষাধিক টাকা হাতিয়ে নেওয়ার ঘটনায় পুলিশ তিন যুবককে গ্রেফতার করেছে। গত ২৯ এপ্রিল থানায় এ-সংক্রান্ত অভিযোগ জানানো হয়েছিল। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার শান্তিরবাজারে এক মহিলার মোবাইল ফোন চুরি করে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে লক্ষাধিক টাকা হাতিয়ে নেওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।

এ-বিষয়ে রেখারানি মজুমদার শান্তিরবাজার থানায় সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। তিনি জানান, গত ২৯ এপ্রিল বাড়িতে অগ্নিসংযোগের ঘটনা

শান্তিরবাজার

ঘটেছিল। আগুন নেভানোর সুযোগে ঘরে ঢুকে তিন যুবক ব্যাংক পাসবুক ও মোবাইল ফোন হাতিয়ে নিয়ে যায়। পুলিশ জানিয়েছে, মোবাইলে ওটিপি সংগ্রহ করে তিন যুবক মিলে ওই মহিলার ব্যাংক একাউন্ট থেকে ১ লক্ষ ৪ হাজার টাকা তুলে নেয়। বিষয়টি মহিলার নজরে আসতে অভিযুক্ত তিন যুবকের বিরুদ্ধে শান্তিরবাজার থানায় সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করেন ওই মহিলা।

ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ অভিযুক্ত তিন যুবককে আটক করেছে। অভিযুক্তরা বিপ্লব দেবনাথ, সবুজ নম ও আকাশ মজুমদারের বিরুদ্ধে ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৪৩৬, ৩৮০ এবং ১২০(বি) ও আইটি অ্যাক্ট ৬৬বি, ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কাঞ্চনপুরে মিজোরামের সশস্ত্র উদ্বাস্তুরা পাট্টাপ্রাপ্ত স্থানীয় বাসিন্দাদের জমি জবর দখল করে নিচ্ছে, উত্তেজনা চরমে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাঞ্চনপুর, ২৯ মে।। রাতারাতি ঘর তৈরি করে কাঞ্চনপুর মহকুমার কাংরাই এলাকায় পাট্টাপ্রাপ্ত জমি দখল করে নিচ্ছে মিজোরামের রিয়াং সম্প্রদায়ের কিছু লোক। ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা কাঞ্চনপুরে উত্তেজনার পরিবেশ বিরাজ করছে। শতশত লোকা একজোট হয়ে মারমুখী অবস্থায় চলে আসে।

সুত্রের খবর, কাঞ্চনপুর মহকুমার কাংরাই এডিসি ভিলেজের ধনঞ্জয় পাড়া এলাকায় বনাধিকার আইনে প্রাপ্ত পাট্টার জমিতে জম্পুই হিলের কিছু মিজো যুবকরা গতকাল এসে জায়গায় জায়গায় টংঘর তৈরি করছে। জানা যায়, অনেক সুপারি গাছও কেটে নষ্ট করে দিয়েছে। এনিয়ে কাংরাই এলাকার বাসিন্দা রাজেন্দ্র রিয়াং, ধনচড়ায় রিয়াং, হেমেন্দ্র রিয়াং, রামজয় রিয়াং পাট্টা জমির মালিকরা আজ কাঞ্চনপুর মহকুমা শাসকের অফিসে লিখিত অভিযোগ তুলে দেন।

জানা গিয়েছে, মিজো কনভেনশনের কিছু লোক এবং ওয়াইএম এর যুবকরা এসে এই পাট্টার জায়গাতে রাতারাতি টংঘর তৈরি করছে এবং রিয়াং সম্প্রদায়ের লোকেরা বাধা দিতে গেলে তাদেরকে বিভিন্ন ধরনের অস্ত্র দেখিয়ে ভয় দেখানো হয়েছে। সূত্রের খবর ১৯৯৭ সালে মিজোরাম থেকে আসা কাঞ্চনপুর ও পানিসাগর মহকুমায় উদ্বাস্তু পরিবারদের জন্য জায়গা নির্ধারণ করতে প্রশাসনের প্রতিনিধি দল আজ যান আনন্দবাজার সিসিআরএফ। জাম্পুইহিলের নীচের এলাকাগুলিতে বড়ছড়া, পুর্বকাংরাই,পুর্ব হাজা ছড়াতে চলছে টংঘর বানিয়ে জায়গা নির্ধারণ বাতিল ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কাঞ্চনপুরে কাংরাইয়ে মিজোরামের উদ্বাস্তুরা পথ অবরোধ করে মহকুমা শাসকের কাছে জমির প্লট দাবি করে। ছবি নিজস্ব।

কর্মচ্যুতির দু'মাস পূর্তি, ১ জুন রাজ্যব্যাপী মানবশৃঙ্খল কর্মসূচির ডাক ১০৩২৩ এর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ মে।। ত্রিপুরায় চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের কর্মচ্যুতির দুই মাস পূর্তিতে আগামী ১ জুন রাজ্যব্যাপী মানবশৃঙ্খল কর্মসূচির ডাক দিয়েছে অল ত্রিপুরা সরকারি ১০৩২৩ অ্যাডহক পে শিক্ষক কর্মচারী সংগঠন। ওইদিন সারা রাজ্যে সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত দু ঘণ্টাব্যাপী চলবে মানবশৃঙ্খল কর্মসূচি। আজ শুক্রবার সাংবাদিক সম্মেলনে এই ঘোষণা করেছেন সংগঠনের সভাপতি বিমলকৃষ্ণ সাহা।

এদিন তিনি বলেন, আগামী ১ জুন চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের কর্মচ্যুতির দু মাস পূর্ণ হবে। কিন্তু, ত্রিপুরা সরকার এখনও তাঁদের সমস্যার স্থায়ী সমাধানে কোনও পদক্ষেপ নেয়নি। তাই সংগঠন আবারও আন্দোলনমুখি হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তিনি বলেন, ওইদিন আগরতলা সহ সমস্ত জেলা সদরে কর্মচ্যুত শিক্ষকদের একই সময়ে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে সব ভেদাভেদ ভুলে দলমত নির্বিশেষে বাঁচার তাগিদে মানবশৃঙ্খল কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের আহ্বান জানাচ্ছি। তাঁর কথায়, সারা ত্রিপুরায় ওই কর্মসূচি সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত দু ঘণ্টাব্যাপী চলবে।

তাঁর দাবি, চাকরিচ্যুত শিক্ষকরা তাঁদের অধিকার রক্ষায় ধারাবাহিকভাবে যে কর্মসূচি পালন করে চলেছেন এই মানবশৃঙ্খল তারই অঙ্গ। তিনি বলেন, আমরা শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক কর্মসূচি হাতে নিয়েছি। তাই অংশগ্রহণকারী সকল শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পানীয় জলের বোতল, ছাতা, মাস্ক এবং স্যানিটাইজার সাথে করে নিয়ে আসার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

প্রসঙ্গত, আগরতলায় মানবশৃঙ্খলটি রবীন্দ্র ভবনের সামনে শুরু হয়ে ওরিয়েন্ট চৌমুহনি, জ্যাকসন গেইট, কামান চৌমুহনি, সূর্য চৌমুহনি, পোস্ট অফিস চৌমুহনি এবং সিটি সেন্টারের সামনে গিয়ে সমাপ্ত হবে বলে তাঁরা স্থির করেছেন।

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৮ ◘ সংখ্যা ২২৬ ◘ ৩০ মে ২০২০ ইং ◘ ১৬ জ্যৈষ্ঠ ◘ শনিবার ◘ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

দুর্দিনের ঘনঘটা বাংলায়

বড়ই দুঃসময় পশ্চিমবঙ্গের। করোনা সংক্রমনের বিরুদ্ধে লড়াই করিতে গিয়া এখন এই রাজ্যটি বিপর্য্যস্ত দিশাহারা। তাহার উপর ঘূর্ণিঝড় আমফানের ব্যাপক ধংসলীলায় পশ্চিম বাংলায় অভাবনীয় ক্ষতি সাধিত হইয়াছে। করোনা আর আমফানের নজীরবিহীন ধ্বংসলীলা পশ্চিমবঙ্গকে একেবারে মাটিতে শুইয়া দিয়াছে। সহজে যে উঠিয়া দাঁড়াইবার সুযোগ নাই তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পরিয়াছেন পশ্চিমবঙ্গের অগ্নিকন্যা তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী। এত ভয়ানক সংকট যে আসিয়াছে তাহা নিয়া পশ্চিমবঙ্গের মানুষ দিশাহারা বা অসহায়। আমফানের নজীরবিহীন ধ্বংসলীলা স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী সরজমিনে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে এক হাজার কোটি টাকার প্যাকেজও ঘোষণা করিয়াছেন। অর্থ বরাদ্দ করিলেই এই বিপুল ক্ষয়ক্ষতি রাতারাতি মেরামত করা যায় না। পশ্চিমবঙ্গে এই ক্ষতি মোকাবেলা করিতে গিয়া চোখে সর্ষে ফুল দেখিতেছেন। একেবারে দিশাহারা অবস্থা মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর।

মমতা যে পরিস্থিতি সামাল দিতে পারিতেছেন না তাহা স্পষ্ট হইয়াছে। একদিকে পরিযায়ী শ্রমিকরা রাজ্যে ফিরিবার ঢল চলিতেছে। ফলে করোনার মোকাবেলা আরও দুর্বিসহ হইয়া উঠিয়াছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নবান্ন হইতে সাংবাদিক সম্মেলন করিয়া রাজ্যের অক্ষমতার কথা জানাইয়া দিলেন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে কথোপকথনের উল্লেখ করিয়া রাজ্যের অক্ষমতার কথা মমতাকে জানাইয়া দেন। বুধবার মমতা ব্যানার্জী প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে বলেন, 'আমি আর কি করতে পারি। সর্বনাশা এই পরিস্থিতিকে প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ চাইব। প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপের অর্থ হইল কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সঁপিয়া দেওয়া। কিন্তু, পরোয়া না করিয়া মমতা বলেন প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে বলিব, প্লিজ করোনা যেন না বাড়ে, সিরিয়াসলি দেখুন। মমতাকে আরও বিপদগ্রস্ত করিয়া তোলে বহিঃরাজ্য হইতে আসা পরিযায়ী শ্রমিকরা। তাহাদের সংখ্যা বিশাল। তাহাদের করোনা পরীক্ষা না করিয়াই যেভাবে পরিস্থিতি মোকাবেলা করিতে হইতেছে তাহা আত্মঘাতী প্রবণতা ছাড়া কি হইতে পারে? কেন্দ্রের বিরুদ্ধে যাহারা সবচাইতে বেশী সরব। তাহাদের মধ্যে মমতা ব্যানার্জী অন্যতম। সেই মমতাই এখন কেন্দ্রের সাহায্যের জন্য আর্তনাদ করিতেছেন। কিন্তু, কেন্দ্রীয় সরকার সেই ডাকে কতখানি সাড়া দিবেন তাহাই দেখিবার বিষয়। কোনও সময়ই কেন্দ্র সমস্যা কাতর রাজ্যকে নিজের হাতে তুলিয়া নেয় না। এখানে একটি ছোট্ট উদাহরণ তুলিয়া ধরা যাইতে পারে। এই ত্রিপুরায় ভয়াবহ নজীর বিহীন ভ্রাতৃঘাতি দাঙ্গায় রক্তস্রোত বহিয়াছে। শতশত মানুষের প্রাণ বলি হইয়াছে। তখন ক্ষমতায় বামফ্রন্ট, মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন চক্রবর্তী সেই দাঙ্গার সময় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বিমানে সেনা বাহিনী পাঠাইয়া ছিলেন। সব রকম সাহায্য দিয়াছেন বাম সরকারকে। তখন শক্তিশালী বিরোধী দল কংগ্রেস। দাঙ্গার আগেই কংগ্রেস রাষ্ট্রপতির শাসনের দাবীতে আন্দোলনরত ছিল। কিন্তু, দাঙ্গা সেই সম্ভাবনায় জল ঢালিয়া দিল। রাষ্ট্রপতির শাসন বা কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপকে দূরের কথা বরং দাঙ্গা থামাইতে স্বাভাবিক অবস্থা কায়েম করিতে কেন্দ্র রাজ্যের বাম সরকারকে সর্বোত সাহায্য দিয়াছে।

বিপদগ্রস্ত রাজ্য পশ্চিমবঙ্গকে সহানুভূতির ঢেউয়ে ভাসাইয়া দিয়াছে কেন্দ্র। যদি শুধুমাত্র করোনার ঠ্যালাই থাকিত তাহা হইলে অন্য কথা। কিন্তু, সেখানে আমফান ঝড়ের ব্যাপক ধ্বংসলীলা ইত্যাদিই রাজ্যকে একেবারে দিশাহারা করিয়া তুলিয়াছে। মমতার সামনে বিপদ আর বিপদ। ঝড়ের কারণে সামাজিক দূরত্বও বজায় রাখা যায় না। একের পর এক করোনা আক্রান্ত ধরা পড়িতেছে। কিভাবে রাজ্যটি উঠিয়া দাঁড়াইবে তাহাই এখন বড় কথা। সেই ব্রিটিশ আধিপত্য চলাকালে নবাব সিরাজদৌল্লা বলিয়াছেন বাংলায় দুর্দিনের ঘনঘটা। আজও ভয়ংকর দুর্দিন গ্রাস করিয়াছে পশ্চিমবঙ্গকে।

ত্রিপুরায় বেকার সমস্যা কেন?

হরিগোপাল দেবনাথ

প্রায় আটত্রিশ লাখ মানুষের প্রিয় বাসভূমি ত্রিপুরা। এই আটত্রিশ লাখ লোকের প্রায় এক -তৃতীয়াংশ হচ্ছেন তারা, যারা নিজেদের আদিবাসী বলে দাবি করেছেন, তাদেরই একটা অংশ আবার নিজেদের ইন্ডিজেনাস্ বলেও পরিচয় দিতে গর্ববোধ করেন। আবার ভারতের সংবিধান অনুসারে তারা হচ্ছেন তপশীলী উপজাতি-ভুক্ত, সংক্ষেপে যাদের এসটি বলা হয়ে থাকে। সংরক্ষণ-নীতি অনুসারে এই এসটি বা ও এসসি (তপশীলী জাতিভুক্ত) -রা সংরক্ষণ কোটায় পড়েন বলে নিয়োগ বা প্রমোশনের ক্ষেত্রে কিছুটা 'ছাড়'পান। যাক, সব কিছু মিলেই দেখা যাচ্ছে, বর্তমানে এ রাজ্যে প্রায় সাত লাখেরও উপরে রয়েছেন যারা হচ্ছেন "শিক্ষিত-বেকার" বলে আধুনিক সমাজ-ব্যবস্থায় আখ্যায়িত। রাজ্যের মোট আটত্রিশ লাখ লোকের মধ্যে সাতলাখ বেকার---সংখ্যাটা নেহাৎ তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখবার মত আদৌ নয়। প্রায় শতকরা ১৯ -এর মত। আবহমানকাল ধরে ত্রিপুরা অর্থনৈতিক,সামাজিক ও সাংস্কৃতিক, এমন কি শিক্ষাগত দিক থেকেও একটি পেছিয়ে পড়া রাজ্য বললে বোধহয় ভুল হবে না। কেননা, যদিও একালের সাক্ষরতার মাপদণ্ডে এ রাজ্য এগিয়ে রয়েছে বলে কাগজে -পত্রে প্রমাণিত, তথাপি সত্যটাতো আড়াল করা যাচ্ছে না। বহুদিন ধরেই এই রাজ্যে অবস্থিত কেন্দ্রীয় বিশ্ববদ্যালয় চলছে একজন উপাচার্য -বিহীনভাবে, কারণ রাজ্যের বাইরে থেকে মনোমত ব্যক্তিকে আনা যাচ্ছে না। এ পর্যন্ত ত্রিপুরা থেকে এ মাটির সন্তান আই এএস আছেন কিনা জানা নেই, হয়তো বা আই পিএস বা আই এফএস থাকলেও থাকতে পারেন। এরাজ্যের মেডিক্যাল কলেজগুলোতে ও ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজগুলোতেও প্রিন্সিপাল বা বিশেষ প্রফেসরগণ সম্ভবত বাইরে থেকেই আনা হয়ে থাকে, যেহেতু এ রাজ্যে এখনও তা প্রয়োজনমতো সৃষ্টি করতে পারছে না। ভারতের অন্যান্য রাজ্যে যে হারে উচ্চতম ক্যাটাগরির শিক্ষায় শিক্ষিতরা তৈরি হন, সেদিক থেকে আমরা অনেকটাই পিছিয়ে, শুধু এটুকুই আমার এ প্রসঙ্গে বক্তব্য, এর অতিরিক্ত একটুও নয়।

দ্বিতীয়তঃ এ যাবৎ এ রাজ্যে লাভজনক অর্থাৎ রাজ্যের বাইরে থেকে অর্থ আমদানী করতে পারে, এমন কোন শিল্প কারখানা কিছুই গড়ে তোলা হয়নি, যদিও তা গড়ার পক্ষে বিপুল সম্ভাবনা পূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদের যথেষ্ট যোগান ছিল। রাজ্যের কৃষিখাতের অবস্থা তো আরও নড়বড়ে। শোচনীয়, যা বলতেই লজ্জা বোধ হয়। পাহাড়ী নদী ও ছড়া সমূহ রাজ্যের সমস্ত নীচু ও সমতল অঞ্চলে মাকড়সার জালের মত বিস্তৃত রয়েছে। ত্রিপুরার মাটি চাষ-বাসের পক্ষে বন্ধ্যা বা অনুকুল নয়, এমনও নয়। তাসত্ত্বেও আমাদের রাজ্যে বহিঃ রাজ্য থেকে আমদানী করতে হয়---চাল, আটা, নানাজাতের ডাল, ভোজ্য তেল, চিনি, গুড়, মশলাপাতি, মাছ, ডিম, এমনকি সব্জী পর্যন্ত। এসব কিছুর নিরিখে কী বলা যায়? এ রাজ্যে পুরোপুরিভাবে কেন্দ্রীয় অনুদান তথা কৃপাদৃষ্টির ওপর নির্ভরশীল —এর উন্নয়ন তো নয়ই, অস্তিত্ব রক্ষাও নির্ভর করছে— কেন্দ্রীয় সরকারের দায় বা মর্জির ওপর। কারণ, এরাজ্যের বাৎসরিক বাজেটের ২০ শতাংশ নিজস্ব আয়ের সংস্থান নেই। এ রাজ্যে কর্মসংস্থানের প্রসঙ্গ উঠলেই বেশিরভাগ মানুষের চিন্তাটা ঘোরপাক খেতে শুরু করে চতুর্থ বা তৃতীয় শ্রেণির সরকারি চাকুরির কথা ভেবে, উচিৎ হয়তো দ্বিতীয় শ্রেণির পদ নিয়ে, এর বেশি নয়। তো, এমতাবস্থায় সীমিত পরিধিতে সরকারি চাকরিতে নিয়োগপত্র ইস্যু করেই যদি কর্মসংস্থানের কথা ভাব হচ্ছে, তাহলে সমাধানটা আসবে কোত্থেকে, সমাধান হবেই বা কীভাবে, এসব ভাবন বিষয় নয় কি? গত ১৯৪৯ সাল থেকে এযাবৎ প্রায় সাতটে দশক কাল অতিক্রান্ত হয়ে গেল রাজ্যের, যে ত্রিপুরা পৃথিবীর বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে এক অঙ্গরাজ্য। সাত দশক ধরে এ রাজ্যে দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী শাসক গোষ্ঠীরা রাজ্যের মসনদে বসেছেন। এখন আবার কেন্দ্রেও রাজ্যে একই শ্রীরাম পন্থী শাসকেরা গদীনসীন—এক কথায় ডাবল -ইঞ্জিনে চালিত হচ্ছে রাজ্যটি, কিন্তু, অবস্থা বিশেষের হের ফের হচ্ছে বা হয়েছে কোনটাই নজরে আসছেনা।

প্রসঙ্গক্রমে একটা প্রশ্ন আমাকে খুবই ভাবিয়ে তোলে। প্রশ্নটি হল, বিশেষ করে এ রাজ্য নিয়েই বলছি, আমাদের রাজ্যে শিক্ষাগত যোগত্যার দিক থেকে বিভিন্ন ক্যাটাগরির প্রায় সাত লাখ বেকারই রয়েছেন ধরে নিলুম। তারা সবাই যদি কর্মরত হতেন, তাহলে তাদের সকলের মাসিক ন্যুনত আয় কত হতে পারত? ধরা যাক, গড়ে প্রতিজনের মাসিক আয় ন্যুনতম দশ হাজার টাকা। তাহলে সাত লক্ষের মোট আয়ের পরিমাণ দাঁড়াল (১০,০০০ X ৭,০০০০০) টাকা অর্থাৎ ৭০০,০০০০০০ টাকা। অর্থাৎ গড়ে তাদের দৈনিক আয়টা দাঁড়াচ্ছে প্রায় ২৩, ৩৩৩৩৩টাকা। এ হিসেটি যদিও আমার কল্পনাবিলাস মাত্র তথাপি বলব এ রাজ্যের আয় হিসেবে প্রতিরোজ ২৩ লাখ টাকা রাজ্যবাসী বঞ্চিত হচ্ছেন আর এত বিরাট সংখ্যার প্রতিটি বেকার তরুণ বা তরুণীও বঞ্চিত হচ্ছেন এ তো নেহাৎ হেলাফেলার বিষয় নয়। আমার প্রশ্ন তাঁদেরই কাছে, যাঁরা ত্রিপুরা রাজ্যের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তাভাবনা করছেন। আর এতো গেল শুধু শিক্ষিত বেকারদের কথা, তাদের আমরা গণনায় ধরে রেখেছি। এর বাইরেও তো রয়েছে আরও বড় সংখ্যার প্রচ্ছন্ন বেকারগণ, যারা কাজ নেই তো কোন একটা নিয়ে অবাঞ্ছিত রূপে ও আনাগ্রহী হয়ে লেগে রয়েছেন, গাল গল্প বা ঘোরাঘুরি করে সময় পাত করে চলে ছেন দিনের পরদিন। তারপরও প্রায় সোয়া একলাখ বেকার রয়েছেন, যারা বয়সত্তীর্ণ বলে বাতিলদের তালিকাভুক্ত হয়ে গেছেন। এছাড়াও রয়েছে আরও কয়েক হাজার যারা সরকারি চাকুরিতে নিযুক্তি পেয়েও হারিয়ে ফেলেন। সবার কথা একসঙ্গে হিসেবে আনতে গেলে সুস্ত মনে কি ভোজন-নিদ্রার সুকটা নির্বিঘ্নে উপভোগ করা সম্ভব? সহৃদয় পাঠকবর্ঘ একবার অন্তত ভাবুন। এতো গেল শুধু আমাদের এই ক্ষুদ্রাবয়বের রাজ্যটির কথা। এভাবে সমগ্র ভারতেরকথা হিসেব করলে তারপর কি মস্তিষ্ক বিকৃতির উপক্রম হবারও সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাবে? অথচ, এটাই আজ বাস্তব চিত্র--- এরকমটাই রাজ্যের চিত্র—এরকমটা সারা দেশটার চিত্র। আমরা আমাদের প্রবৃদ্ধি, মাথাপিছু গড় আয়, জিডিপি, জিএসটি, আয়কর, আদায়, এশিয়ার বৃহত্তম ক্রিকেট স্টেডিয়ামের উদ্বোধনীতে এককোটি টাকা ব্যয় করে বিদেশী অতিথিকে সম্মান জানাবার, উচ্চতম প্রতীকী স্তম্ভ নির্মান করে দেশ নেতার প্রতিশ্রদ্ধা জানাবার কাল্পনিক চরিত্র নিয়ে মন্দির নির্মাণ ইত্যাদির গর্ববোধ করছি।

যাহোক, এবার আমরা মূল সমস্যায় ফিরে আসব। কথা হচ্ছে এই ভয়াবহ বেকার সমস্যা, যেটা উত্তুঙ্গ হিমালয় পর্বতের উচ্চতম শৃঙ্গের চেয়েও কষ্টসাধ্য বলে আমাদের ধারণা হচ্ছে, এর পেছনে প্রকৃত কারণ কী? আমাদের খুঁজে বের করতে হবে কোথায় সে রহস্য লুকনো রয়েছে।

ঘটনা যা অতীতে ঘটে গেছে। বর্তমানে ঘটে চলেছে ও ভবিষ্যতেও ঘটবে এমনই আশঙ্কা খরার যথেষ্ট যুক্তি রয়েছে —এসব-কিছুর পেছনেই অবশ্য কারণ বিদ্যমান। তার সেই কারণ, সোজা কথায় বলতে হবে, আমাদের দেশ -নেতৃবৃন্দ তথা পরিচালকদের সদ্ভাবনা,সচিন্তা, দূরদর্শিতা, বিচক্ষণতা ও যথাযথ পরিকল্পনা গ্রহণ শক্তির অভাব। আর এই যে সব ত্রুটি বা অবগুণ গুলোর এখানে উল্লেখ করা হল, সবগুলোর পেছনে একটাই মূল কারণ যে দেশ নেতাদের (অতীতেরও বর্তমানের) পরিপূর্ণ নির্ভরযোগ্য আত্ম নির্ভরতা সম্পন্ন মননশীললতার অভাব। আর এজন্যে দায়ী তাদের বিচারশীলতার অপরিপক্কতা, আত্মম্ভরিতা, ক্ষমতালোলুপতাও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সম্পন্ন দায়িত্ব জ্ঞানের বিভ্রাট। দেশ ও বিদেশের বিদগ্ধজন মণ্ডলী দ্বারা আমাদের নেতৃবর্গ শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিত। সেই নেতৃবর্গের চরিত্র মাহাত্ম নিয়ে কথা বলার ধৃষ্টতা প্রদর্শনের সপক্ষে এবারে কয়েকটি কথা বলতেই হবে।

প্রথমতঃ বলব,দীর্ঘ কয়েক শতাব্দী ধরে আমাদের দেশ বিদেশী শাসকদের দ্বারা পরাধীন থাকা অবস্থায় নিদারুণভাবে শোষিতও লাঞ্ছিত হতে হতে দেশবাসীর কিয়দংশের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদা বোধ ও সর্বোপরি নৈতিক চেতনাবোধ প্রায় তলানিতে নেমে গিয়েছিল। সর্বশেষে ব্রিটিশদের নির্মম শোষণ আর নিষ্ঠুর পীড়নে দেশবাসী অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন বলেই দেশে ব্রিটিশ বিরোধী একটা পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল। গড়ে উঠে ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলন। আর এই আন্দোলন চলাকালীন সময়ে আমাদের দেশীয় পুঁজিপতি, শিল্পপতি, ব্যবসায়ীবৃন্দ, জমিদার ও অভিজাত শ্রেণির হিন্দু, মুসলিম সব বনেদী পরিবারের গণ্য মান্যরা এগিয়ে এসেছিলেন। তবে তাদের মানসিকতা বহিছিল অন্যখাতে। অর্থাৎ গান্ধীজীর নেতৃত্বে যখন স্বদেশী আন্দোলন, বিদেশী বর্জন ইত্যাদি আন্দোলন চলছিল, তখন বিত্তবানদের উদারহস্ত বেরিয়ে এল, আন্দোলনের সপক্ষে—উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশের তৈরি পণ্যদ্রব্য বর্জন করে পুঁজিখাটলে তাঁদের সবাই গ্রহণ করতে আকৃষ্ট হলে, আমাদের পুঁজিপাতিদের পুঁজিখাটলে তাদের সুদ-মুনাফা বাড়বে, শিল্পপতিদের কারখানাজাত দ্রব্য বাজার মাত্র করার সুযোগপাবে এমন স্ব মানাসিকতা। ফলে দেশের রাজনীতিকরা ধীরে ধীরে টাটা বিড়লা, মোদি প্রমুখেদের পুতুলে পরিণত হয়ে গেছলেন। এমনকি গান্ধীজী স্বয়ং বিড়লার (জে ডি, বিড়লা) অতিয্য গ্রহণে খুশী হয়েছিলেন। আমাদের সংবিদান রচনার কমিটিতেও ছিলেন প্রধানত তিন গোষ্ঠীর শোষকরা, যথা (১) সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ প্রতিনিধিরা (২) দেশী পুঁজি পতিরা (৩) দেশী পুঁজিপতিদের ক্রীড়ানক দ্বারা চালিত শাসক দলের প্রতিভূরা। ওইসব পুঁজিপতি ও প্রতোপশোলীদের মাস্তিষ্ক চালনাতেই তৎকালীন রাজনীতিকরা শোষণ বিরোধী আন্দোলনের পরিবর্তে আন্দোলন চালাচ্ছিলেন ব্রিটিশ বিরোধীতা করে। আর এই সুযোগটাই ব্রিটিশরা লুফে নেয় ও হিন্দু মুসলিম ঐক্যে ফাটল ধরিয়ে দিয়ে দেশভাগের ফন্দিটা মুসলিমদের নেতৃবৃন্দের অনেকের মগজে ঢুকিয়ে দেয়। এক্ষেত্রে নিরপেক্ষ ও বিচক্ষণ চিন্তাবিদদের অভিমত হল এই যে তখন ব্রিটিশ বিরোধী স্লোগানের পিরবর্তে শোষণ বিরোধী স্লোগান বজায় থাকলে দেশভাগ হতনা, ব্রিটিশ শাসকরাও চাপে পড়ে চলে যেতে বাধ্য থাকত আর সর্বোপরি ভারতীয় পুঁজিপিতদের দাপট খর্ব হত। আর তা না হবার যা ফল তাই হল। এখনও ভারতের শাসকদেল বাছাই করতে ফুঁজিপতিদেরই কারসাজি চলে একই করনে ভারতে আজও শোষণ অব্যাহত থাকায় বেকারত্ব মুদ্রাস্ফীতি আর্থিক মন্দা। বস্তুতঃ আমাদের রাজ্য এই ত্রিপুরা দুর্বৃত্ত পনার ফাঁদে পড়েই আজকের এই দুর্দশার সম্মুখীন হয়েছে। নতুবা, ত্রিপুরায় আবহমান কাল থেকে যে সব প্রাকৃতিক সম্পদ সম্ভার রয়েছে, এর সঠিক উপযোগ ঘটাতে পারলে এখনও শুধু স্বয়ংম্ভর হবে, তা নয়, প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পাদশালী অর্থাৎ সারপ্লাস বা উসম্পদ উদ্‌বৃত্ত অঞ্চলে পরিণত হতে পারবে। শুধু সঠিক পরিকল্পনা ও সদ্‌ভাবনার একান্ত প্রয়োজন। অথচ রাজ্যের ও কেন্দ্রে ডান,বাম, রাম —সব নেতারাই সেই ব্রিটিশের ডিভাইজ অ্যান্ড রুল পলিসি দিয়ে এ রাজ্যে দশকের পর দশক ধরে মৌরসী ভোগ বিলাস চালাচ্ছেন আর এর দুর্ভোগের শিকার হচ্ছেন পাহাড়ী বাঙালী রাজ্যবাসী।

উপড়ে যাওয়া গাছ পুনঃস্থাপনের আর্জি জানিয়ে ফিরহাদকে চিঠি সঙ্গীতশিল্পীর

কলকাতা, ২৯মে (হি. স.): আমফানের তাণ্ডবে গোড়া থেকে উপড়ে গেছে বহু গাছ। সেই গাছ গুলিকে পুনরায় স্থাপনের করার আর্জি জানিয়ে পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম কে চিঠি দিলেন কিংবদন্তি সংগীতশিল্পী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়। এই বিষয়ে ইতিমধ্যেই চর্চা শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছেন ফিরহাদ। সুপার সাইক্লোন আমফান বিধ্বস্ত করে দিয়েছে শহর কলকাতাকে। রবীন্দ্র সরোবরেই ভেঙে পড়েছিল দেড়শ টি গাছ।

এই নিয়ে চিঠিতে সন্ধ্যা দেবী লেখেন, 'আমফানের তাণ্ডবে লন্ডভন্ড হয়েছে গোটা এলাকা। তাই আমরা চাই এই গাছ গুলোকে যাতে পুনরায় স্থাপন করা যায়।' সন্ধ্যা দেবী আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেন, যদি এই গাছকে পুনরায় রোপণ করা না যায় তাহলে নতুন চারা বসালে সেগুলো বড়ো হতে ৫০-৬০ বছর লেগে যাবে। ততদিনে পরিবেশ দূষিত হতে থাকবে অনেক বেশি। তাই সামনের বর্ষাতেই গাছ গুলিকে পুনরায় রোপণ করার আর্জি জানান তিনি।ফিরহাদ হাকিম জানিয়েছেন, এই পুরো বিষয়টি নিয়েই চর্চা চলছে এবং বিশেষজ্ঞদের সাথে আলোচনা হয়েছে। আগামী শনিবার এই নিয়ে বৈঠক রয়েছে পুরসভায়। এব্যাপারে উদ্ভিদ বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, পড়ে যাওয়া গাছ নতুন করে রোপণ করা সম্ভব, তবে পুরোপুরি সাফল্য আসে না। বিশেষ করে যে সব গাছের গুঁড়ি শক্ত, সেগুলি নতুন করে বসালেও সচরাচর বাঁচে না। তবে পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, কয়েক বছর আগে রবীন্দ্র সরোবরে ৪১টি ঝড়ে পড়ে যাওয়া গাছ তিনটি পর্যায়ে নতুন করে লাগানো হয়েছিল। সেগুলির সব ক'টিই বেঁচে আছে। তার মধ্যে ফলের গাছও ছিল।

ইচ্ছামত বিচরণ চলবে না,পরিযায়ীদের রাস্তা আটকালেন বাসিন্দারা

কলকাতা, ২৯ মে (হি. স.) : পরিযায়ী শ্রমিক ঠেকাতে এলাকার বাসিন্দারা বৃহস্পতিবার রাতে বারাসাত স্টেডিয়ামের গেটে বিক্ষোভ দেখান। এর পাশাপাশি বাসিন্দারা স্টেডিয়াম থেকে যাতায়তের সব রাস্তা বাঁশ দিয়ে বন্ধ করে দেন।

লকডাউনে দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা পরিযায়ী শ্রমিকেরা এবার ফিরে আসছেন। কিন্তু এখনই তাঁদের নিজ নিজ বাড়িতে ফিরতে দেওয়া হচ্ছে না। সবাইকে বাধ্যতামূলক ভাবে ১৪ দিনের জন্য কোনও সরকারি কোয়ারেন্টিনে পাঠানো হচ্ছে। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বারাসাত শহরে যে স্টেডিয়াম রয়েছে সেখানেও এই ধরনেরই একটি কোয়েরেন্টিন সেন্টার তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু বৃহস্পতিবার রাতে স্টেডিয়ামের আশেপাশে উত্তেজনা দেখা দেয়। বাসিন্দাদের অভিযোগ, স্টেডিয়ামে যে সব পরিযায়ী শ্রমিকে রয়েছেন তাঁরা নিজেদের খুশিমতো ইচ্ছামত বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। আর তার জেরে আশেপাশের এলাকায় মারণ ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। কার্যত নভেল করোনাকে ঠেকাবার জন্য কোয়েরেন্টিনে যে সব বিধি মেনে চলার তার কিছুই ওই পরিযায়ী শ্রমিকেরা মানছেন না বলে অভিযোগ তোলেন ওই এলাকার বাসিন্দারা। সেই কারনেই বিক্ষোভও দেখান তাঁরা। বিক্ষোভের খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে যান বারাসত পুলিশ জেলার আধিকারিকেরা। তাঁরা কথা বলেন বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে। এরপর স্টেডিয়ামের সব গেটে কড়া পাহারার ব্যবস্থা করা হবে। লক্ষ্য রাখা হবে যাতে কোয়ারেন্টিনে থাকা কোনও পরিযায়ী শ্রমিক যাতে আর বাইরে যেতে না পারেন। সেই কথা শুনে এলাকার বাসিন্দারা বিক্ষোভ তুলে নিলেও স্টেডিয়ামের মূল গেট ছাড়া বাকি সব গেটের দিকে যাওয়ার রাস্তাগুলি বাঁশ দিয়ে আটকে দেন। এদিন সকাল থেকেই জেলার যে সব পরিযায়ী শ্রমিকেরা ফিরতে শুরু করেছেন তাঁদের স্টেডিয়ামে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে থার্মাল টেস্টের জন্য। সেখানে যাদের উপসর্গ ধরা পড়ছে তাঁদের স্টেডিয়ামের কোয়ারেন্টিনে রেখে বাকিদের বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে ১৪দিনের জন্য হোম কোয়ারেন্টিনে থাকার জন্য।

চম্পারনের জর্দালু আমের স্বাদ নিন তবেই জানবেন সুগন্ধ ও মিষ্টি

আর কে সিনহা

বিহারের চম্পারন জেলা নিয়ে (এখন তো পূর্ব চম্পারন ও পশ্চিম চম্পারন দু''টি জেলা হয়ে গিয়েছে) যখনই কথা হয়, তৎক্ষণাৎ সেখানকার নীল চাষীদের স্বার্থে মহাত্মা গান্ধীর নীল বিদ্রোহের কথা মাথায় চলে আসে। নীল বিদ্রোহ নিয়ে এখনও পড়াশোনা করছে গোটা দেশ। ওই চম্পারন এখন অন্য একটি কারণে দেশে জায়গা করে নিতে চলেছে। আসলে গোটা দেশ এখন সেখানকার সুস্বাদু আমের স্বাদ গ্রহণ করবে। এখানকার সুস্বাদু আমের স্বাদ ও সুগন্ধ অনন্য। এই আম খাওয়ার পর একবার তো মুখে আসবেই, ''এর থেকে ভালো আম কখনও খায়নি।'' একথাও সত্য যে, সমগ্র দেশবাসী দশহরী, ল্যাংড়া, মালদহ, চৌসা, মালিহাবাদী, সাহারানপুরী, বাদামী, তোতাপরী, কেসর প্রভৃতি প্রজাতির আমের সঙ্গে পরিচিত হলেও, বিহারের বাইরে চম্পারনের আমের সম্পর্কে মানুষ বিশেষ কিছু জানেই না। যদিও, এখন এই সুস্বাদু আমের স্বাদে গোটা দেশ পরিচিত লাভ করবে। ডাক বিভাগের সৌজনেই এটা সম্ভব হচ্ছে।

সাধারণ মানুষের বাড়িতে এবার ''সুস্বাদু আম'' ও ''শাহী লিচু'' পৌঁছে দেবে বিহারের ডাক বিভাগ। যদিও, বিহারের মুজফরপুরের শাহী লিচু সম্পর্কে ভালোভাবেই অবগত গোটা দেশ।

এবার সুস্বাদু আমের পালা। আসলে ভারত সরকার, ডাক বিভাগ ও বিহার সরকারের উদ্যানতত্ত্ব বিভাগ সাধারণ মানুষের বাড়িতে ''শাহী লিচু''

ও ''সুস্বাদু আম'' পৌঁছে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বিহার পোস্টাল সার্কেল বিহার সরকারের উদ্যানতত্ত্ব বিভাগের সঙ্গে ''শাহী লিচু'' ও ''সুস্বাদু আম'' ভালোভাবে প্যাকিং করে সুরক্ষিতভাবে সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনা নিয়েছে। এরফলে দু''টি উপকার হবে। প্রথমত, আম ও লিচু পিপাসুরা উপকৃত হবে। বাড়িতে বসে সুস্বাদু আম পাওয়ার থেকে ভালো আর কী হতে পারে। সে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করবে। দ্বিতীয়ত, করোনা-প্রকোপের জন্য লাগু হওয়া লকডাউনের কারণে আম ও লিচু উৎপাদকরা তাঁদের ফল বিক্রি করার জন্য বাজার পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া তথা পরিবহণের সমস্যায় পড়বেন না। এখন তো নিজেদের ফল বাজারে নিয়ে যাওয়ার জন্য তাঁদের প্রচুর সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়।

এই পরিস্থিতিতে আম ও লিচু বিক্রি করা বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠেছে। এজন্যই সমস্ত ধরনের মানুষের চাহিদা পূরণের জন্য ও কঠোর পরিশ্রমী কৃষকদের ফল বিক্রি করার জন্য এই সরকারি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

যদিও, এই ধরনের উদ্যোগ কয়েক দশক আগেই হওয়া উচিত ছিল। আপনি যদি নিজেদের পণ্যের প্রচারই করবেন না এবং গ্রাহকদের কাছে তা পৌঁছে না দেন, তাহলে জনগন কীভাবে সে সম্পর্কে অবগত হবে। আশা করা হচ্ছে অনন্য স্বাদের জন্য সমগ্র বিশ্বে প্রসিদ্ধ হয়ে উঠবে জর্দালু আম। চম্পারন ছাড়াও ভাগলপুরে এই আম পাওয়া যায়। প্রাথমিকভাবে পাটনা ও ভাগলপুরের মানুষজন এই সুবিধা পাবেন। ধীরে ধীরে বিস্তার হবে। এখন বিমান পরিষেবা চালু হয়েছে, পাটনা থেকে দেশের অন্যান্য প্রান্তেও নিয়ে যাওয়া যেতে পারে। বিহার এবং পূর্ব উত্তর প্রদেশ তো এই আমের ভক্ত।

আমের মরশুমে সমস্ত পূর্বাঞ্চলীয়রা এই আম আনন্দ করে খান। এবারও সুস্বাদু আম না খেয়ে থাকতে পারবেন না তাঁরা। বিহারের বিভিন্ন প্রান্তে এই আম খাওয়ার প্রতিযোগিতাও হয়। শতাধিক প্রতিযোগী অংশ নেন। থালায় থাকে প্রচুর আম, পাশেই পড়ে থাকে খোসা। প্রত্যেকের মনে একটাই কথা, যত বেশি আম খাওয়া যায়। যদিও, আম খাও-পুরস্কার পাও এমন প্রতিযোগিতা দেশের অন্যান্য রাজ্যেও হয়। কিন্তু, এ বছর করোনার জন্য সমস্ত মজা ভেস্তে যাচ্ছে। এরই মধ্যে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে জর্দালু আমের চাহিদা সম্পর্কে জানা যাচ্ছে। অনেকেই এই আম সম্পর্কে জানতে পারছেন।

সর্বশেষ এই উদ্যোগের ফলে কৃষকরা উপকৃত হবেন।

নইলে মোটা টাকা মধ্যস্থতাকারীদের পকেটে চলে যায়। মানুষজনও কম দামে নিজেদের বাড়িতেই এই আমের স্বাদ নিতে পারবেন। জর্দালু আম সবাইকে মোহিত করে। এই আমের স্বাদ কিছুটা ভিন্ন তো বটে। আমি নিজে বিহারের বাসিন্দা, এজন্যই একথা বলছি তা মোটেও নয়। আপনি নিজেও এই আম খেলে প্রশংসা করবেন। মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের নির্দেশে জর্দালু আম প্রতিবছর দেশের রাষ্ট্রপতি, উপ-রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রী, সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী-সহ বিশিষ্ট নাগরিকদের কাছে পাঠানো হয়। যখন এই জর্দালু আমের স্বাদ দেশের প্রতিটি সাধারণ নাগরিকই পাবেন, তখন সবারই ভালো লাগবে।

মনে করা হয় দশহরী আমের উৎপত্তি লখনউয়ের নিকটবর্তী দশহরী গ্রাম থেকে। তাই ওই আমকে দশহরী বলা হয়। এই আম অত্যন্ত মিষ্টি হয়। আবার মহারাষ্ট্রের আলফান্সো আমের স্বাদ ও মিষ্টি দুর্দান্ত হয়। পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের মালদহ সম্পর্কে কথা না বললে সব কথা অসম্পূর্ন থেকে যায়।

পশ্চিমবঙ্গের গঙ্গার তীরে মালদহ থেকে উৎপন্ন হয় গঙ্গা তীরেই পূর্ব ও পশ্চিমে ছড়িয়ে পড়েছে। ভাগলপুরের সবৌর নামক স্থান এবং পাটনার দিঘার দুধিয়া মালদহ তো অত্যন্ত সুস্বাদু।

পাতলা কাগজের মতো খোসা, সরু আম অনন্য। মনে হয় যেন আইসক্রিম খাচ্ছি। পাটনার দিঘা অঞ্চলে সদাকত আশ্রমে ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি, দেশরত্ন ও ভারতরত্ন ডা. রাজেন্দ্র প্রসাদ একটি ছোট বাড়িতে থাকতেন। দু''বার রাষ্ট্রপতি হওয়ার পর পুনরায় সেখানেই ফিরে আসেন, সেখানেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ওই স্থানে আজও তাঁর হাতে রোপণ করা দুধিয়া মালদহের বাগান রয়েছে, যা এখনও সুগন্ধ ছড়াচ্ছে। কিন্তু, একবার জর্দালু আমের স্বাদ নিয়ে তো দেখুন। আপনারা মেনেই নেবেন স্বাদ ও সুগন্ধের বিচারে অন্যান্য আমের তুলনায় অনন্য জর্দালু আম।

(লেখক প্রবীণ সম্পাদক, কলামিস্ট ও প্রাক্তন সাংসদ)

রেডক্রস সোসাইটির উদ্যোগে আয়োজিত রক্তদান শিবির ঘুরে দেশেন বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন এবং বিধায়ক আশীষ কুমার সাহা। ছবি ঃ নিজস্ব

বাংলাদেশে একদিনে সর্বোচ্চ আড়াই হাজার রোগী শনাক্ত, মৃত্যু ২৩

মনির হোসেন,ঢাকা,মে ২৯।। বাংলাদেশে গত ২৪ ঘণ্টায় মহামারি করোনাভাইরাসে (কোভিড-১৯) আক্রান্ত হয়ে আরও ২৩ জন মারা গেছেন।এতে ভাইরাসটিতে মৃতের সংখ্যা দাঁড়াল ৫৮২ জনে। গত ২৪ ঘণ্টায় করোনায় আক্রান্ত হিসেবে শনাক্ত হয়েছেন দুই হাজার ৫২৩ জন। যা একদিনে সর্বোচ্চ শনাক্তের রেকর্ড। এতে মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়াল ৪২ হাজার ৮৪৪।

শুক্রবার (২৯ মে) দুপুরে স্বাস্থ্য অধিদফতরের করোনাভাইরাস বিষয়ক নিয়মিত হেলথ বুলেটিনে এ তথ্য জানানো হয়। বুলেটিন পড়েন অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (মহাপরিচালকের দায়িত্বপ্রাপ্ত) অধ্যাপক ডা. নাসিমা সুলতানা।তিনি জানান, করোনাভাইরাস শনাক্তে গত ২৪ ঘণ্টায় ১২ হাজার ৯৮২টি নমুনা সংগ্রহ করা হয়। পরীক্ষা করা হয় ১১ হাজার ৩০১টি নমুনা।এ নিয়ে দেশে মোট নমুনা পরীক্ষা করা হলো দুই লাখ ৮৭ হাজার ৬৭টি। নতুন নমুনা পরীক্ষায় করোনার উপস্থিতি পাওয়া গেছে আরও দুই হাজার ৫২৩ জনের দেহে, যা একদিনে সর্বোচ্চ শনাক্তের রেকর্ড। টানা দ্বিতীয় দিনের মতো শনাক্ত রোগীর সংখ্যা দুই হাজার ছাড়াল। ফলে দেশে মোট আক্রান্ত হয়েছেন ৪২ হাজার ৮৪৪ জন। আক্রান্তদের মধ্যে মৃত্যু হয়েছে আরও ২৩ জনের। ফলে মৃতের সংখ্যা দাঁড়াল ৫৮২ জনে।গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন আরও ৫৯০ জন।এ নিয়ে সুস্থ হয়ে ওঠা রোগীর সংখ্যা দাঁড়াল নয় হাজার ১৫ জনে।

নতুন করে যারা মারা গেছেন, তাদের ১৯ জন পুরুষ, চারজন নারী। এদের মধ্যে ঢাকা বিভাগের ১০ জন, চট্টগ্রাম বিভাগের নয়জন, রংপুর বিভাগের দুজন, সিলেট বিভাগের একজন এবং বরিশাল বিভাগের একজন রয়েছেন। এলাকাভেদে ঢাকা শহরে চারজন, ঢাকা জেলায় একজন, নারায়ণগঞ্জে দুজন, মুন্সিগঞ্জে একজন, মানিকগঞ্জে একজন, কিশোরগঞ্জে একজন, চট্টগ্রাম শহরে ছয়জন, কুমিল্লায় একজন, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় একজন, ফেনীতে একজন, রংপুরে দুজন, সিলেটে একজন ও ভোলায় একজন মারা গেছেন। বয়সের দিক থেকে ১১ থেকে ২০ বছরের একজন, ২১ থেকে ৩০ বছরের একজন, ত্রিশোর্ধ দুজন, চল্লিশোর্ধ পাঁচজন, পঞ্চাশোর্ধ পাঁচজন, ষাটোর্ধ ছয়জন, সত্তরোর্ধ দুজন এবং ৮১ থেকে ৯০ বছর বয়সী একজন রয়েছেন।

গত বৃহস্পতিবারের (২৮ মে) বুলেটিনে জানানো হয়, করোনায় আক্রান্ত হয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় ১৫ জন মারা গেছেন। নয় হাজার ৩১০টি নমুনা পরীক্ষায় করোনার উপস্থিতি পাওয়া গেছে আরও দুই হাজার ২৯ জনের দেহে, যা একদিনে সর্বোচ্চ শনাক্তের রেকর্ড। সে হিসাবে আগের ২৪ ঘণ্টার তুলনায় গত ২৪ ঘণ্টায় মৃত্যুর সংখ্যাও যেমন বেড়েছে, তেমনি শনাক্তের সংখ্যা হয়েছে নতুন রেকর্ড। দেশে একদিনে সর্বোচ্চ মৃত্যুর রেকর্ড আছে ২৮ জনের। এ তথ্য জানানো হয় গত ২২ মে'র বুলেটিনে।

শুক্রবারের বুলেটিনে বলা হয়, গত ২৪ ঘণ্টায় নমুনা পরীক্ষার তুলনায় শনাক্তের হার ২২ দশমিক ৩৩ শতাংশ। এখন পর্যন্ত শনাক্ত বিবেচনায় সুস্থতার হার ২১ দশমিক ০৪ শতাংশ এবং মৃত্যুর হার ১ দশমিক ৩৬ শতাংশ।গত ২৪ ঘণ্টায় আইসোলেশনে নেয়া হয়েছে আরও ৩২৮ জনকে এবং বর্তমানে আইসোলেশনে রয়েছেন পাঁচ হাজার ১৪০ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় আইসোলেশন থেকে ছাড় পেয়েছেন ১৭২ জন এবং এ পর্যন্ত ছাড় পেয়েছেন দুই হাজার ৮১০ জন।সারাদেশে আইসোলেশন শয্যা আছে ১৩ হাজার ২৮৪টি। এর মধ্যে রাজধানী ঢাকায় সাত হাজার ২৫০টি এবং ঢাকার বাইরে আছে ছয় হাজার ৩৪টি।সারাদেশে আইসিইউ শয্যা আছে ৩৯১টি এবং ডায়ালাইসিস ইউনিট আছে ১০৬টি।

গত ২৪ ঘণ্টায় হোম ও প্রাতিষ্ঠানিক মিলিয়ে কোয়ারেন্টাইনে নেয়া হয়েছে চার হাজার ৯০০ জনকে। এ পর্যন্ত কোয়ারেন্টাইনে নেয়া হয়েছে দুই লাখ ৮০ হাজার পাঁচজনকে। গত ২৪ ঘণ্টায় কোয়ারেন্টাইন থেকে ছাড় পেয়েছেন দুই হাজার ৯১৮ জন। এ পর্যন্ত মোট ছাড় পেয়েছেন দুই লাখ ১৯ হাজার ৭৭০ জন। বর্তমানে হোম ও প্রাতিষ্ঠানিক মিলিয়ে কোয়ারেন্টাইনে রয়েছেন ৬০ হাজার ২৭৫ জন।

দেশের বিভিন্ন জেলা-উপজেলা পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনের জন্য ৬২৯টি প্রতিষ্ঠান প্রস্তুত রয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে সেবা দেয়া যাবে ৩১ হাজার ৯৯১ জনকে।বরাবরের মতোই বুলেটিনে করোনাভাইরাস সংক্রমণের ঝুঁকি এড়াতে সবাইকে স্বাস্থ্য অধিদফতর ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পরামর্শ-নির্দেশনা মেনে চলার অনুরোধ জানানো হয়।

চীনের উহান শহর থেকে গত ডিসেম্বরে ছড়ানো করোনাভাইরাসের প্রকোপে গোটা বিশ্ব মৃত্যুপুরীতে পরিণত হয়েছে। এ ভাইরাসে বিশ্বজুড়ে এখন পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা প্রায় সোয়া ৫৯ লাখে দাঁড়িয়েছে। মৃতের সংখ্যা ছাড়িয়েছে তিন লাখ ৬২ হাজার। তবে ২৬ লাখের মতো রোগী ইতোমধ্যে সুস্থ হয়েছেন। বাংলাদেশে করোনাভাইরাস প্রথম শনাক্ত হয় গত ৮ মার্চ।

হাইলাকান্দিতে কোভিড-১৯ আক্রান্ত বিমানযাত্রী -সহ দুই

হাইলাকান্দি (অসম), ২৯ মে (হি.স.) : দক্ষিণ অসমের হাইলাকান্দিতে এক বিমান যাত্রীর শরীরে মহামারি কোভিড-১৯ পজিটিভ ধরা পড়েছে। গত ২৬ মে দিল্লি থেকে শিলচরের কুম্ভিরগ্রাম বিমানবন্দরে অবতরণ করেছিলেন তিনি। তিনি হাইলাকান্দি জেলার বাহাদুরপুর গ্রামের আকসার আহমেদ চৌধুরী। আকসার নামের যুবক লকডাউনে দিল্লিতে আটকে পড়েছিলেন।

বিমান পরিষেবা চালু হলে ২৬ মে দিল্লি থেকে উড়ানে শিলচরে আসেন তিনি। এর পর হাইলাকান্দির ডায়েটে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে রাখা হয়েছিল তাঁকে। তাঁর সোয়াব সংগ্রহ করে পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছিল শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ল্যাবে। শুক্রবার তার নমুনার ফলাফল পজিটিভ এলে তাকে কোয়ারেন্টাইন সেন্টার থেকে হাইলাকান্দি এসকে রায় সিভিল হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।

এদিকে আজ হাইলাকান্দির রিংকু শুক্লবৈদ্য নামের আরেকজন যুবকের শরীরে করোনা সংক্রমণ ধরা পড়ে।ওই যুবক চেন্নাই থেকে ট্রেনে করে হাইলাকান্দি এসেছিলেন। তাকে লালাবাজারের পি কে বালিকা বিদ্যালয়ে কোয়ারেন্টাইন করা হয়েছিল।

উল্লেখ্য, আজ হাইলাকান্দিতে আক্রান্তদের এই প্রথম শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের পরিবর্তে এসকে রায় সিভিল হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

বাংলাদেশে করোনায় গণপরিবহন চালুর বিরোধিতায় বিএনপি

মনির হোসেন,ঢাকা,মে ২৯।। অফিস, আদালত এবং গণপরিবহন পুনরায় চালুর সরকারি পদক্ষেপের তীব্র বিরোধিতা করে বিএনপি বলছে, এটি করোনাভাইরাস প্রাদুর্ভাবকে মারাত্মক ঝুঁকিতে ফেলবে।বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী বলেন, 'অফিস-আদালত, গণপরিবহন চালু করা যেন মৃত্যুর মিছিলকেই আলিঙ্গন করা। মানুষের জীবন বাঁচাতে যখন লকডাউন, আইসোলেশন ও ঘরবন্দী থাকার কথা তখনই মৃত্যুদূত করোনাকে আমন্ত্রণ জানাতে জানালা-দরজা খুলে দিয়েছে সরকার।' শুক্রবার দুপুরে নয়া পল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক ভিডিও কনফারেন্সে তিনি এ কথা বলেন।বিএনপি নেতা হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, সরকার যেভাবে করোনাভাইরাস নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছে তা দেশের মানুষের জন্য বিপদ ডেকে আনবে।লকডাউন প্রত্যাহারের সাথে সাথে কারাগার এবং কক্সবাজারের রোহিঙ্গা শিবিরগুলো করোনাভাইরাস সংক্রমণের হটস্পটে পরিণত হতে পারে বলে তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন। বিএনপি নেতা অভিযোগ করেন, দেশ-বিদেশের বিশেজ্ঞদের মতামতকে অগ্রাহ্য করে সরকার লকডাউন তুলে দিয়ে সবকিছু খুলে দিচ্ছে।তিনি বলেন, চারদিকে নিঃস্ব মানুষের হাহাকার, বিপন্ন মানুষের আর্তনাদ। মানুষ চিকিৎসার অভাবে এক কঠিন সময় পার করছে।রিজভী বলেন, করোনাভাইরাস প্রাদুর্ভাবের মধ্যেও সরকার বিএনপি নেতা-কর্মীদের গুম অথবা 'মিথ্যা' মামলায় গ্রেপ্তার করছে।তিনি বলেন, যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় সরকারের ব্যর্থতা এবং জনগণের বাকস্বাধীনতা নিয়ে কথা বলছেন তাদের দমন করার জন্য ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলার হিড়িক চলছে।

রিজভী বলেন, গত দুই মাসে ভিন্ন মতামত প্রকাশ করায় প্রায় পাঁচ শতাধিক সাংবাদিক এবং অনলাইন এক্টিভিস্টকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

হাইলাকান্দির কোভিড হাসপাতাল পরিদর্শন সংসদ ডা. রাজদীপের

হাইলাকান্দি (অসম), ২৯ মে (হি.স.) : স্বাস্থ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মার নির্দেশে হাইলাকান্দি কোভিড হাসপাতাল পরিদর্শন করেছেন শিলচরের সাংসদ ডা. রাজদীপ রায়। শুক্রবার থেকে হাইলাকান্দির এস কে রায় অসামরিক হাসপাতালে করোনার চিকিৎসা আরম্ভ হয়েছে। কোভিড-১৯ হাসপাতাল হিসেবে হাইলাকান্দি জেলার একমাত্র শতশয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল সন্তোষ কুমার রায় অসামরিক হাসপাতালকে ঘোষণা করা হয়েছে। বরাক উপত্যকার তিন জেলা সহ মিজোরামে করোনা পজিটিভ রোগীদের চিকিৎসা হচ্ছে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। ইদানীং এই সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার ফলে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসা সামলানো কার্যত বেসামাল হয়ে পড়েছে। তাই হাইলাকান্দির এস কে রায় হাসপাতালকে করোনা হাসপাতালে রূপান্তরিত করা হয়েছে। রাজ্য সরকার প্রতিটি জেলা সদরের হাসপাতালকে কোভিড হাসপাতালে রূপান্তরিত করার পরিকল্পনা নিয়েছে। যার ফলে হাইলাকান্দির এস কে রায় অসামরিক হাসপাতালের নাম কোভিড-১৯ হাসপাতালের তালিকায় ঢুকে পড়েছে। যদিও এই হাসপাতালে দীর্ঘদিন ধরে নেই উন্নতমানের চিকিৎসা পরিষেবা। তবে কোভিড হাসপাতাল ঘোষণা হলেও এই হাসপাতালে ওপিডি সহ অন্যান্য চিকিৎসা পরিষেবা যথারীতি বহাল থাকবে। অবশ্য কোভিড বিভাগ আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করেনি এখনও। আর কোভিড হাসপাতাল ঘোষণা হওয়ায় রাজ্যের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মার নির্দেশে শুক্রবার এস কে রায় অসামরিক হাসপাতাল এসে পরিদর্শন করেছেন শিলচরের সাংসদ ডা. রাজদীপ রায়।

হাইলাকান্দি এস কে রায় অসামরিক হাসপাতাল পরিদর্শনের সময় সাংসদের সঙ্গে ছিলেন জেলাশাসক মেঘনিধি দাহাল, স্বাস্থ্য বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত অতিরিক্ত জেলাশাসক এলদাদ লালথাকুম ফাইরেম, হাসপাতালের সুপার ডা. সুদীপ চক্রবর্তী সহ হাসপাতালের চিকিৎসক ও এনএইচএম আধিকারিকরা। তাঁদের সঙ্গে নিয়ে গোটা হাসপাতাল ঘুরে

এরপর ছয়ের পৃষ্ঠায়

বাংলাদেশে ভার্চুয়াল আদালতে ২০ হাজার ৯৩৮ জনের জামিন

মনির হোসেন,ঢাকা,মে ২৯।। বাংলাদেশে ভার্চুয়াল আদালতে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ১০ কার্যদিবসে ২০ হাজার ৯৩৮ জন জামিন পেয়েছেন। বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের স্পেশাল অফিসার মো. সাইফুর রহমান জানান, ১১ মে থেকে ১০ কার্যদিবসে ৩৩ হাজার ২৮৭টি শুনানি অনুষ্ঠিত হয়েছে।গত ১১ মে একজন জামিন লাভ করেন। ১২ মে ১৪৪ জন জামিন পান। ২০ মে সর্বোচ্চ ৭ হাজার ৬৩১টি জামিন শুনানি অনুষ্ঠিত হয় এবং ৪ হাজার ৪৮৪ জন জামিন লাভ করেন। সর্বশেষ ২৮ মে ৩ হাজার ৮২টি শুনানি শেষে ১ হাজার ৪৭৭ জন জামিন লাভ করেন।

মহামারি করোনার প্রাদুর্ভাব ছড়িয়ে পড়া ঠেকাতে আদালতের কার্যক্রম ২৬ মার্চ থেকে বন্ধ ঘোষণা করা হয়। পরে ১১ মে থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বিচার কার্যক্রম চালু হয়।

করোনা মোকাবিলায় বাংলাদেশের প্রচেষ্টার সাথে কয়েকটি দেশের একাত্মতা প্রকাশ

মনির হোসেন,ঢাকা,মে ২৯।। করোনাভাইরাস মোকাবিলায় বাংলাদেশের প্রচেষ্টার সাথে তুরস্ক, নেপাল, প্যালেস্টাইন, ইরান, বসনিয়া ও হার্জেগভিনা এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতসহ বিশ্বের বেশ কয়েকটি দেশ একাত্মতা প্রকাশ করেছে।এসব দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা পবিত্র রমজান ও ঈদুল ফিতর উপলক্ষে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড় একে আবদুল মোমেনের সাথে টেলিফোনে শুভেচ্ছা বিনিময়কালে বা পাঠানো বার্তায় করোনাভাইরাসের বিষয়টি নিয়ে কথা বলেন। ড় মোমেনকে তুরস্কের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মেভলুত চাভুসগলু, নেপালের পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রদীপ কুমার গিয়াওয়ালি, প্যালেস্টাইনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী রিয়াদ আল মালিকি, ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোহাম্মদ জাভেদ জারিফ, বসনিয়া ও হার্জেগভিনার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড় বিশেরা তুর্কবিক এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শেখ আবদুল্লাহ বিন জায়েদ আল-নাহিয়ান ঈদের শুভেচ্ছা জানান বলে শুক্রবার জানিয়েছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

ড় মোমেনকে পাঠানো ঈদ বার্তায় করোনা মহামারি থেকে ইসলামি বিশ্বসহ সমগ্র মানবজাতির মুক্তি কামনা করেন ওইসব দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা।বাংলাদেশের জনগণের শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করে এসব দেশের সাথে বাংলাদেশের ঘনিষ্ঠ ও আন্তরিক সম্পর্ক আরও বৃদ্ধি পাবে বলে প্রত্যাশা করেন তারা। এছাড়া সম্প্রতি বাংলাদেশে ঘটে যাওয়া ঘূর্ণিঝড় আম্পানে নিহত ও ক্ষতিগ্রস্তদের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড় মোমেনকে এক শোক বার্তা পাঠিয়েছেন মালদ্বীপের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুল্লা শহিদ।এতে আম্পন মোকাবিলায় বাংলাদেশ সরকারের নেয়া বিভিন্ন পদক্ষেপের প্রশংসা করে তিনি বলেন, বর্তমান করোনা মহমারির মধ্যে এ ধরনের দুর্যোগ বাংলাদেশের চ্যালেঞ্জ আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।

শুল্কায়ন সময় হ্রাসে রেকর্ড গড়েছে বাংলাদেশের বৃহত্তম স্থলবন্দর বেনাপোল

মনির হোসেন,ঢাকা,মে ২৯।। মাত্র ১০ মিনিটে শুল্কায়ন আর ৯ মিনিটে রিলিজ অর্ডার। শুল্কায়ন সময় হ্রাসে নতুন এ রেকর্ড গড়েছে বাংলাদেশের বৃহত্তম স্থলবন্দর বেনাপোলের কাস্টম হাউস।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) জানায়, গত ১৯ মে ভারত থেকে ২১ রেল ওয়াগন বোঝাই ৭৭৫ মেট্রিক টন ধানের বীজ বেনাপোল বন্দর দিয়ে আমদানি করা হয়। সম্ভাব্য খাদ্য সংকট রোধে বীজগুলো দ্রুত কৃষকের হাতে পৌঁছাতে দ্রুত শুল্কায়নে নজিরবিহীন পদক্ষেপ নেন বেনাপোল কাস্টমস কমিশনার বেলাল হোসাইন চৌধুরী। এনবিআরের কেন্দ্রীয় কাস্টমস সফটওয়্যার এসাইকুডা ওয়ার্লরে তথ্য মতে, ধান বীজের ওয়াগনগুলো ১৯ মে সন্ধ্যা ৭টা ১৯ মিনিটে বেনাপোল রেলস্টেশনে পৌঁছে। রাত ১১টা ২৭ মিনিটে সিঅ্যান্ডএফ এজেন্ট সারথি এন্টারপ্রাইজ সিস্টেমে বিল অব এন্টি রেজিস্ট্রেশন করে। ১১টা ৩৬ মিনিটে রাজস্ব কর্মকর্তা নঈম মীরন শুল্কায়ন অনুমোদন করেন। পরে সিঅ্যান্ডএফ এজেন্ট সোনালী ব্যাংকে শুল্ককর জমা দিলে ১১টা ৪৬ মিনিটে সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা মিজানুর রহমান রিলিজ অর্ডার প্রিন্টেড করেন।সর্বসাকুল্যে ১৯ মিনিটে শুল্কায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন হয়।

নঈম মীরন বলেন, 'সমগ্র আমদানি প্রক্রিয়ায় এটুকুই কাস্টমসের কাজ। শেষ ৯ মিনিট সময় সিঅ্যান্ডএফ এজেন্ট টাকা জমা দিতে নিয়েছেন। সব ঠিক থাকলে ৫ মিনিটেও আমরা শুল্কায়ন করার দক্ষতা অর্জন করেছি। কাগজপত্র ঠিক থাকলে কেবল রেল কার্গো নয়, সব ধরনের চালানই দ্রুত শুল্কায়ন করা যায়।'আমদানি চালান বৃত্তান্তে দেখা গেছে, ভারত থেকে দুটি চালানে ধানের বীজ আমদানি হয়। ঢাকার গুলশানের ক্রপসায়েন্স লিমিটেড ভারতের বায়ো সায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড থেকে এসব বীজ কেনে। বীজের শুল্ককর আসে ৭৫ লাখ ৩৩ হাজার ৫০৮ টাকা।

এনবিআর জানায়, রেল কার্গোতে আমদানি করলে দ্রুত শুল্কায়ন ও খালাস হয়। সময় ও খরচ সাশ্রয়ের সাথে পণ্য নষ্ট হয় না। পার্কিং সিন্ডিকেট মাঝপথে ট্রাক আটকে চাঁদাবাজি করতে পারে না। রেল কার্গোতে লকডাউন ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে আমদানি করায় করোনা ঝুঁকিও থাকে না।ট্রাক ও রেল কার্গোর তুলনা করে দেখা যায়, বর্তমানে রেল কার্গো মাত্র সাড়ে ৩ ঘণ্টায় ভারত থেকে বেনাপোলে পৌঁছে। এক ওয়াগনে চার ট্রাকের সমান পণ্য আনা যায়। রেল কার্গোতে মিথ্যা ঘোষণার সুযোগ কম। ভাড়া ট্রাকের তুলনায় অর্ধেকেরও কম। নেই আবশ্যিক পার্কিং, ট্রাক অপেক্ষা ও চাঁদাবাজি। দিনে ১০০ বগির একটি ট্রেন ৪০০ ট্রাকের সমান পণ্য আনতে পারে।

এনবিআরের দাবি, ট্রাকে ধানের বীজের এ চালানটি আমদানি হলে খালাস পর্যন্ত ৫-৬ দিন লাগত। ৫০টির বেশি ট্রাকের প্রয়োজন হতো। লাগত ৫০ জন চালক, একজন না এলে খালাস বন্ধ। সেই সাথে বন্দরে ও রাস্তায় যানজট সৃষ্টি হত। আর ট্রাকে একই চালানের ভাড়া দ্বিগুণেরও বেশি। এতে প্রান্তিক ভোক্তা কৃষকের ব্যয় প্রায় ২৫ শতাংশ বেড়ে যেত।

শিলচরে ধৃত ১৮ জন মায়ানমারের নাগরিক

শিলচর (অসম), ২৯ মে (হি.স.) : লকডাউনের মধ্যে কাছাড় জেলা সদর শিলচরে ধরা পড়েছে ১৮ জন মায়ানমারের নাগরিক। ট্যুরিস্ট ভিজা নিয়ে তাঁরা ভারতের বিভিন্ন স্থানে কাজের সন্ধানে এসেছিল। কিন্তু হঠাৎ করে দেশে লকডাউন জারি হয়ে যাওয়ায় বিপাকে পড়ে যায় তারা। লকডাউনে কিছুটা শিথিলতা আসতেই তারা অসমের বিভিন্ন স্থানে পৌঁছে যায়। এদের মধ্যে কাছাড় জেলায় এসে ফেঁসে যায় ১৮ জন। তারা জেলার বিভিন্ন কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে ১৪ দিন ছিল। ১৪ দিন পর কোয়ারেন্টাইন সেন্টার থেকে বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ আটক করে। কারণ তাদের ভিজার মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। আজ শুক্রবার শিলচরের রাঙ্গিরখাড়ি ফাঁড়ির পুলিশ তাদের ধরে হাজতে পাঠিয়েছে। ফাঁড়ি ইনচার্জ ভার্গব বরা জানান, প্রত্যেকের কাছেই ভারত ভ্রমণের ভিজা রয়েছে। তবে মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে। তিনি আরও জানান, তাঁরা কোয়ারেন্টাইন সেন্টার থেকে ছুটি পাওয়ার পর বেআইনি ভাবে ভারতে ভ্রমণের জন্য গ্রেফতার করা হয়েছে। আজ তাঁদের শিলচর সিজিএম কোর্টে হাজির করা হয়। কোর্টের নির্দেশে তাদের জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। এদিকে ধৃতরা জানিয়েছে, ভিজা নিয়ে তারা উত্তরপ্রদেশ, দিল্লি সহ অন্যান্য রাজ্যে কেউ কসমেটিক্স কোম্পানিতে, কেউ মজদুরের, কেউ নানা সামগ্রীর ফেরির কাজ করত। কিন্তু হঠাৎ করে লকজাউন জারি হয়ে যাওয়ায় তাদের কাজ চলে যায়। দেশে ফিরে যাওয়ার জন্য যে যেভাবে পারছে মায়ানমার সীমান্তের দিকে রওয়ানা দিয়েছে, বলেছে তারা।

করিমগঞ্জে নতুন আরও ছয়জন করোনা সংক্রমিত, জেলায় আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ৪০

করিমগঞ্জ (অসম), ২৯ মে (হি.স.) : করিমগঞ্জে নতুন আরও ছয়জনের শরীরে করোনা সংক্রমণের তথ্য পাওয়া গেছে। এ নিয়ে জেলায় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৪০। গোটা রাজ্যে আজ আক্রান্তের সংখ্যা ৫৫। স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মার টুইট অনুসারে রাজ্যে মোট আক্রান্তের সংখ্যা এখন পর্যন্ত ৯৩৫। প্রতিনিয়ত কোভিড-১৯ ভাইরাস পজিটিভের সংখ্যা ক্রমাগতভাবে বেড়েই চলছে অসমে। শুক্রবার করিমগঞ্জ জেলার চারটি কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে ৬ জনের শরীরে করোনা পজিটিভের লক্ষণ ধরা পড়েছে। রামকৃষ্ণনগরের জওহর নবোদয় বিদ্যালয়ে চেন্নাই থেকে আগত একান্তবাসের আবাসিক পাথারকান্দি টিলাবাড়ির রশিদ আহমেদ ও বৌঠাখালের জমিল আহমদ, সুতারকান্দি ট্রেড সেন্টারে মুম্বাই থেকে আগত একান্তবাসী কালিগঞ্জের আজিম উদ্দিন ও বিলাল উদ্দিন, নিলামবাজার কলেজে চেন্নাই থেকে আগত কোয়ারেন্টাইনে থাকা বারইগ্রামের মোহম্মদ সমির আহমদ, শহরের সোনাক্ষীতে প্রয়াগরাজ থেকে আসা বাগারগুলের অনিমা নাথ, এই ৬ জনের শরীরে করোনা পজিটিভের লক্ষণ ধরা পড়েছে। করোনা আক্রান্ত এই ৬ জনকে পরবর্তী চিকিৎসার জন্য আজই শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের কোভিড সেলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

এরপর ছয়ের পৃষ্ঠায়

লিবিয়ায় ২৬ বাংলাদেশি হত্যা: দোষীদের শাস্তি ও ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ দাবি

মনির হোসেন,ঢাকা,মে ২৯।। লিবিয়ায় গুলি করে হত্যা করা ২৬ বাংলাদেশি প্রবাসীর মরদেহ দেশে ফিরিয়ে আনতে এবং পুরো ঘটনার তদন্তসহ এর সঙ্গে জড়িতদের শাস্তি ও ক্ষতিপূরণ আদায়ের জন্য আন্তর্জাতিক অভিবাসী সংস্থা (আইওএম) ও লিবিয়ার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছে বাংলাদেশ দূতাবাস।সেই সঙ্গে লিবিয়ায় মানবপাচারে জড়িতদের সন্ধান এবং মানবপাচার ও হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িতদের যথাযথ শাস্তির দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ।

শুক্রবার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড় এ কে আব্দুল মোমেন এ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন।তিনি বলেন, 'এ ঘটনায় আহত ১১ বাংলাদেশি এখন সম্পূর্ণ ভালো আছেন ও তাদের উন্নত চিকিৎসা নিশ্চিত এবং তাদের কাছ থেকে ঘটনার বিশদ বিবরণসহ নিহতদের পরিচয় জানার চেষ্টা করছেন বাংলাদেশ মিশনের কর্মকর্তারা।'গত বৃহস্পতিবার লিবিয়ার দক্ষিণাঞ্চলীয় শহর মিজদাহে (ত্রিপলি হতে ১৮০ কিলোমিটার দক্ষিণে) কিছু মানবপাচারকারীর বন্দুক হামলায় কমপক্ষে ২৬ বাংলাদেশি নিহত ও ১১ জন আহত হয়েছেন।বৃহস্পতিবার রাতে ঘটনার বিষয়টি নিশ্চিত করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড় এ কে আব্দুল মোমেন এবং লিবিয়ায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত এসকে সেকেন্দার আলী।

বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমও এ ঘটনার খবর জানিয়ে দাবি করেছে, লিবিয়ার একটি পাচারকারী পরিবার মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে ৩০ অভিবাসীকে গুলি করে হত্যা করেছে।এসকে সেকেন্দার আলী বলেন, 'আহতদের মধ্যে ১১ জন এখন ঝুঁকিমুক্ত এবং তাদের ত্রিপলি মেডিকেল সেন্টারে স্থানান্তর করা হয়েছে।'এ ঘটনার পর লিবিয়ার একটি পরিবারে আশ্রয় নিয়ে বেঁচে যাওয়া এক বাংলাদেশির কাছ থেকে ফোনে ঘটনাটি জানতে পারে দূতাবাস।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুল মোমেন বলেন, 'বেঁচে যাওয়া ওই বাংলাদেশির সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করা সম্ভব হলে তিনি একজন লিবিয়ানের আশ্রয়ে আত্মগোপনে আছেন বলে জানান। তিনি দূতাবাসকে আরও জানান, ১৫ দিন আগে বেনগাজি থেকে মরুভূমি পাড়ি দিয়ে কাজের সন্ধানে মানবপাচারকারীরা এসব বাংলাদেশিকে ত্রিপলিতে নিয়ে আসার পথে মোট ৩৮ বাংলাদেশি মিজদাহ শহরের নিকট লিবিয়ান মিলিশিয়া বাহিনীর একদল দুষ্কৃতকারীর হাতে জিম্মি হন। মুক্তিপণ আদায়ের লক্ষ্যে জিম্মিকারীদের অমানবিক নির্যাতনের এক পর্যায়ে অপহৃত ব্যক্তিদের হাতে মূল অপহরণকারী লিবিয়ান নিহত হন। এর প্রতিশোধ নিতে লিবিয়ান মিলিশিয়া বাহিনী তাদের ওপর এলোপাতাড়ি গুলি চালায়। এতে আনুমানিক ২৬ বাংলাদেশি নিহত হয় এবং আরও ১১ বাংলাদেশি হাতে-পায়ে, বুকে-পিঠে গুলিবিদ্ধ হন।'

মন্ত্রী বলেন, 'মরদেহগুলো মিজদাহ হাসপাতালের মর্গে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং আহতদের পরবর্তীতে দূতাবাসের সহায়তায় উন্নততর চিকিৎসার জন্য ত্রিপলির বিভিন্ন হাসপাতালে আনা হয়েছে। গুরুতর আহত তিনজনের শরীর হতে গুলি বের করার জন্য অস্ত্রোপচারের ব্যবস্থা করা হয়েছে।'এ মর্মান্তিক ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করে তিনি জানান, আহতদের সুচিকিৎসা নিশ্চিতকরণে দূতাবাসকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানায়, এ ঘটনায় লিবিয়ার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মিজদাহের সুরক্ষা বিভাগকে অপরাধীদের গ্রেপ্তার এবং তাদের বিচারের আওতায় আনার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছে। আহতদের চিকিৎসা ব্যবস্থা, মানবপাচারে জড়িতদের বিবরণ এবং লিবিয়ান সরকারের এ ঘটনায় নেওয়া পদক্ষেপের বিস্তারিত প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে বাংলাদেশ দূতাবাস।

উল্লেখ্য, মিজদাহ শহরে এখন যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করছে এবং এ অঞ্চলটি দুটি শক্তিশালী পক্ষের যুদ্ধক্ষেত্রের মধ্যে রয়েছে। কিছু দিন আগে ত্রিপোলিভিত্তিক এবং ইউএন সমর্থিত জিএনএ সরকার অঞ্চলটি দখল করে নিলেও জেনারেল হাফতারের নেতৃত্বাধীন পূর্বভিত্তিক সরকারি বাহিনী দুই দিন আগেও শহরটিতে বোমাবর্ষণ করেছে। দুটি শক্তিশালী পক্ষ যুদ্ধরত থাকায় ওই এলাকায় জীবনযাত্রা স্বাভাবিক নয়।

এদিকে, অধিকাংশ দেশ তাদের দূতাবাস তিউনিসিয়াতে স্থানান্তর করলেও বাংলাদেশসহ মাত্র তিনটি দেশ প্রবাসীদের সেবা প্রদান করতে তাদের কার্যক্রম লিবিয়াতে অব্যাহত রেখেছে।

হরেকরকম

হরেকরকম

হরেকরকম

থাইরয়েড সুস্থ রাখার খাবার

থাইরয়েড নামক এই গলগ্রন্থি সুস্থ রাখতে চাই পুষ্টিকর খাবার।থাইরডের সমস্যা দেখা দেওয়ার অন্যতম কারণ খাদ্যাভ্যাসে অসচেতনতা। গলায় অবস্থিত থাইরয়েড গ্রন্থি থেকে তৈরি হরমোন শারীরিক বৃদ্ধি ও কর্মতৎপরতাকে প্রভাবিত করে। আর এই গলগ্রন্থি সুস্থ রাখতে চাই প্রয়োজনীয় পুষ্টি।স্বাস্থ্যবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে থাইয়েড প্রতিরোধক কয়েকটি খাবার সম্পর্কে জানানো হল। সামুদ্রিকশৈবাল ও সামুদ্রিক খাবার: থাইরয়েডের সমস্যা হওয়ার অন্যতম কারণ হল আয়োডিনের অভাব। থাইরয়েডের কার্যকারিতা বাড়াতে আয়োডিনের প্রয়োজন। আয়োডিনের চাহিদা পূরণ করতে সামুদ্রিক খাবার, সামুদ্রিক সবজি ইত্যাদি খাওয়া উপকারী। তবে অতিরিক্ত আয়োডিন খাওয়া ক্ষতির কারণ হতে পারে। তাই আয়োডিন পরিমিত গ্রহণ করতে হবে। গ্লুটেইন মুক্ত শস্য: গ্লুটেইন হল এক ধরনের প্রোটিন যা খাদ্যশস্যে থাকে। আটা বা ময়দা পানিতে গোলানোর পর যে আঠালো ভাব হয় তার প্রধান কারণ গ্লুটেইন।ওটস ও ভাত ইত্যাদি গম বা গ্লুটেইন ধর্মী

খাবারের চেয়ে থাইরয়েডের ক্ষেত্রে বেশি কার্যকর।মাশরুম: প্রাকৃতিকভাবে ভিটামিন ডি'য়ের সবচেয়ে ভালো উৎস হল সূর্যালোক। আর খাবারের দিক থেকে সবচেয়ে বেশি ভিটামিন ডি রয়েছে মাশরুমে। এটা ভিটামিনের সবচেয়ে ভালো ভেষজ উৎস যা থাইরয়েডের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে সহায়তা করে। এছাড়া ডিমের কুসুম সামুদ্রিক খাবার যেমন- টুনা ও স্যামন মাছ এবং দুগ্ধ-জাতীয় খাবারও এই ভিটামিনের ভালো উৎস। **যেসব খাবার এড়ানো উচিত** কিছু খাবার থাইরয়েড গ্রন্থির কার্যকারিতা নষ্ট করে। থাইরয়েডের সমস্যায় ভুগছেন এমন রোগীদের সয়া-জাতীয় খাবার যেমন- টফু, ব্রকলি, ফুলকপি, আঁশালো সবজি ইত্যাদি না খাওয়াই ভালো। তবে এইজাতীয় খাবার রান্না করে খেলে যৌগের প্রভাব খানিকটা কমে আসে। কিন্তু অতিরিক্ত পরিমাণে খাওয়া থাইরয়েডের কার্যকারিতায় প্রভাব রাখে। এছাড়াও, প্রক্রিয়াজাত খাবার, অ্যাল্কোহল ও অতিরিক্ত ক্যাফেইন-জাতীয় পানীয় গুরুতর ক্ষতি করতে পারে।

করোনাভাইরাস এবং ডায়াবেটিস রোগীর সতর্কতা

ডায়াবেটিসে আক্রান্তদের বেশি সতর্ক থাকতে হবে।বিষয়টা এমন নয় যে ডায়াবেটিসে আক্রান্তদের ভাইরাস সংক্রমণের ঝুঁকি বেশি। বরং অসুস্থ হয়ে পড়লে এসব রোগীদের খারাপ জটিলতা দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। বিশেষ করে যদি ডায়াবেটিস সু-নিয়ন্ত্রিত না হয়। এজন্য নিচের বিধিগুলো মেনে চলা উচিত

সামাজিক দূরুত্ব বজায় রাখা।

স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলা।

রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখা।

চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা।

ডায়াবেটিস এবং করোনভাইরাস

রক্তে উচ্চশর্করার হার রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল করে এবং সংক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই করার ক্ষমতা নষ্ট করে ফেলে।যাদের ডায়াবেটিসের সঙ্গে অন্যান্য রোগ যেমন হার্ট বা ফুসফুসজনিত বা কিডনিজনিত জটিলতা আছে তাদের জন্য করোনভাইরাস প্রাণঘাতী হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

সংক্রমণ এড়াতে যা করবেন

সর্বোত্তম উপায় হল যতটা পারেন বাড়িতে থাকুন।যদি বাইরে যেতেই হয় তবে অন্যান্য ব্যক্তিদের থেকে নিজেকে কমপক্ষে ৬ ফুট দূরে রাখুন এবং একটি কাপড়ের মাস্ক পরুন। বাইরে বেরোনোর সময় এবং বাড়ি ফিরে অবশ্যই হাত ধোবেন বা হ্যান্ডস্যানিটাইজার ব্যবহার করুন।ইন্সুলিন ইঞ্জেকশন নেওয়ার আগেও হাত ধুয়ে নিন এবং যে জায়গায় ইঞ্জেকশন দেবেন সে জায়গা পরিষ্কার করে নিন।বাড়ির প্রত্যেকেরই নিজের হাত প্রায়শই ধোয়া উচিত। বিশেষত পরিবারের জন্য রান্না করার আগে। কোনো বাসন বা অন্যান্য ব্যক্তিগত জিনিস ভাগ করা যাবে না। আর যদি বাড়ির কেউ অসুস্থ থাকে তবে তার কাছ থেকে যতদূর সম্ভব নিজের ঘরে থাকতে হবে।একান্তই একই ঘরে থাকতে হলে একটি কাপড়ের মাস্ক পরতে হবে।করোনাভাইরাসের সময়ে ডায়াবেটিস রোগীর পরিকল্পনা

ইন্সুলিন বা অন্যান্য প্রয়োজনীয় ওষুধ পর্যাপ্ত পরিমাণ বাসায় রাখা যাতে বার বার বাইরে যেতে না হয়।

রক্তে শর্করার পরিমাণ কমে গেলে হাতের কাছে মধু, চিনি-মিষ্টি বা ফলের রসের সহজলভ্যতা নিশ্চিত করতে হবে।

অনেক সময় ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলার দরকার হতে পারে। তাই তার ফোন নম্বর জোগাড় করে রাখতে হবে।

যখন ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলবেন, জিজ্ঞাসা করুন

কতবার রক্তের শর্করার পরীক্ষা করতে হবে।

অসুস্থ হলে আপনার ডায়াবেটিসের ওষুধ কীভাবে সমন্বয় করবেন।

ঠাণ্ডা বা ফ্লু'র কোন ওষুধগুলো আপনার পক্ষে নিরাপদ।

অসুস্থ হলে কী করবেন

যদি অসুস্থ বোধ করা শুরু করেন তবে বাড়িতে থাকুন। মানসিকভাবে শক্ত থাকুন।আপনার রক্তের শর্করা স্বাভাবিকভাবে যতবার পরীক্ষা করতেন তার চেয়ে বেশিবার পরীক্ষা করুন।কোভিড-১৯ ক্ষুধা হ্রাস করতে পারে এবং কম খাওয়ার কারণে শরীর দুর্বল করে ফেলতে পারে। অসুস্থ থাকাকালীন স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি তরল প্রয়োজন। পানি কাছাকাছি রাখুন এবং পান করুন।জ্বর বা কাশিজাতীয় ভাইরাসের লক্ষণগুলো থেকে মুক্তিদেয় এমন কিছু ওষুধ রক্তে শর্করার মাত্রাকে প্রভাবিত করতে পারে। উচ্চমাত্রায় অ্যাসপিরিন বা আইবুপ্রোফেন রক্তে শর্করার মাত্রা কমিয়ে দিতে পারে। অ্যাসিটামিনোফেনের কারণে শর্করার মান মনিটরে ভুল দেখাতে পারে।কাশি এবং সর্দির ওষুধগুলোতে চিনির পরিমাণ বেশি। যা রক্তে শর্করার মাত্রা বাড়িয়ে তুলতে পারে। এগুলো নেওয়ার আগে ডাক্তার বা ডায়াবেটিস বিশেষজ্ঞের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।যদি করোনাভাইরাসের লক্ষণগুলি যেমন- শুকনো কাশি, জ্বর, বা শ্বাসকষ্ট প্রকাশ পায় তবে ডাক্তারকে ফোন করুন। আপনার রক্তে সবর্শেষ শর্করার মান অন্যান্য রোগের কথা ডাক্তারকে খুলে বলুন।নিচের লক্ষণগুলো দেখা মাত্র রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে

ক্লান্তি, দুর্বলতা, শরীরে প্রচণ্ড ব্যথা

বমি বমিভাব বা বমি হওয়া

পেটের তীব্র ব্যথা

তীব্র শ্বাসকষ্ট

হাসপাতালে যাওয়ার সময় অবশ্যই রোগীর ডায়াবেটিস-সহ অন্যান্য রোগের কাগজপত্র মনে করে সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে।

করোনা: ব্যক্তির আচরণে পরিবর্তন আনতেই হবে

নতুন করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখার নীতি মেনে চলা ছাড়া এই মুহূর্তে মানুষের হাতে অন্য কোনো বিকল্প নেই। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ইংরেজি ভাষ্য 'সোশ্যাল ডিস্ট্যান্সিং'-এর বাংলা হিসেবে 'সামাজিক দূরত্ব' কথাটি ব্যবহার করা হচ্ছে হরদম। এই ভাষান্তর সাদাচোখে ঠিক থাকলেও তার যে প্রভাব পড়েছে, তা কিন্তু ভয়াবহ। অনেকে একে সত্যি সত্যি সামাজিক দূরত্ব বলে ভেবে নিয়েছে। কিন্তু সত্য হচ্ছে, এই সময়েই বৃহত্তর সমাজের একজন হিসেবে ভূমিকা নেওয়াটা সবচেয়ে জরুরি। কারণ, এই দুর্যোগে সামষ্টিক আচরণই নির্ধারণ করে দেবে মানুষের ভবিষ্যৎ।

করোনাভাইরাসের কারণে মানুষ ঘরবন্দী থাকতে বাধ্য হচ্ছে। রাষ্ট্রও অর্থনৈতিক ধসের ঝুঁকি মাথায় নিয়ে লকডাউনের মতো পদক্ষেপ নিয়েছে জনস্বাস্থ্যের কথা বিবেচনা করে। এতে প্রতিটি দেশের এক বিরাট অংশের মানুষ ভয়াবহ অর্থনৈতিক সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের মতো করে লকডাউন তুলে দেওয়ার আন্দোলন এখন অনেক দেশেই হচ্ছে বা হব হব করছে। বহু দেশেই এমন ধারার আন্দোলন বা জনরোষ সৃষ্টির আগেই প্রশাসন সবকিছু খুলে দিচ্ছে।

মানুষ কেন এত বড় ঝুঁকি মাথায় নিয়ে সবকিছু স্বাভাবিক দশায় ফিরে পেতে চাইছে? তারা কি অবুঝ? না, তারা অবুঝ নয়। তারা অর্থনৈতিকভাবে দুর্দশাগ্রস্ত। দীর্ঘদিন ঘরে বসে থাকার মানসিক ধকলটির কথাই উচ্চ ও উচ্চ-মধ্যবিত্তের মনে উঁকি দেয় আগে। আর মধ্য, নিম্ন-মধ্য বা নিম্নবিত্ত মানুষের মাথায় আগে আসে অর্থনৈতিক সংকটের বিষয়টি। এ কারণে দীর্ঘদিন লকডাউনে বসে থাকাটা তার পক্ষে সম্ভব হয় না। সে উদগ্রীব হয়ে কাজে যাওয়ার সুযোগের অপেক্ষায় থাকে। আবার রাষ্ট্র ও ব্যবসায়ী শ্রেণিও দ্রুততম সময়ে সব স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে নিতে চায়। কারণ, সে খুব ভালো করেই জানে, যে সংকট নিম্নবিত্তকে আক্রান্ত করার মধ্য দিয়ে তার বিস্তার ঘটাচ্ছে, তা তাকেও অনায়াসে গিলে ফেলার ক্ষমতা রাখে। শুধু সময়ের অপেক্ষা।

মোদ্দা কথা, সব স্থবির হয়ে থাক, এটা এক কথায় কেউই চায় না। সবাই চায় স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সঙ্গে সবগুলো ক্ষেত্র আগের মতো স্বাভাবিক হয়ে উঠুক। কারণ, এর সঙ্গে জড়িত অর্থনীতি। সব চালু না হলে না খেয়ে মরতে হতে পারে। কিন্তু সব চালু করলে যদি ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মরতে হয়? এ তো মহা ঝামেলা। এ তো সেই শাঁখের করাত, যার আছে দুদিকে ধার। এই ধার দুপাশকেই কাটতে থাকে। এমনকি সিদ্ধান্তহীনতায় বসে থাকলেও এ কাটতে থাকে। তাই তৃতীয় বিকল্পের দিকে তাকাতে হবে।

করোনাভাইরাসের কারণে সৃষ্ট পরিস্থিতি এই উপদেশ দিচ্ছে যে অর্থনীতি স্বাভাবিক দশায় ফেরাতে সব চালু করতে হবে। তবে কোনোভাবেই আগের উপায়ে নয়। অর্থাৎ, করোনাভাইরাস মানুষের আচরণ ও অভ্যাসে এক উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের দাবি নিয়ে হাজির হয়েছে। প্রতিটি সংকটই মানুষকে কিছু না কিছু শেখায়। আর মহামারির মতো এত বড় সংকট সাধারণত এক ধরনের অভ্যাসগত পরিবর্তনের দাবি নিয়ে হাজির হয়। আজকের মানুষের পরিচ্ছন্নতার যে স্বাভাবিক ধারণা, তা কিন্তু গড়ে উঠেছিল এমন সংকট মোকাবিলার মধ্য দিয়েই। এই বঙ্গে যেমন ডায়রিয়ার প্রকোপ ঠেকানোর কৌশল হিসেবেই যেখানে-সেখানে মলমূত্র ত্যাগের অভ্যাস পরিবর্তন কিংবা নিরাপদ পানি পানের অভ্যাস গড়ার বিষয়টি সামনে আসে। একই সঙ্গে খাবার গ্রহণের আগে হাত ধোয়ার যে অভ্যাস, তারও শুরু জীবাণু দ্বারা সৃষ্ট রোগের প্রকোপ ঠেকানোর কৌশল হিসেবেই।

বলার অপেক্ষা রাখে না, আজকের এই করোনাভাইরাসের প্রকোপ এমনই অভ্যাস বদলের ডাক নিয়ে হাজির হয়েছে। আর এই বদলটি ব্যক্তি পর্যায়ে হলে হবে না। কারণ, এ ভাইরাসের বিস্তার একটি বৈশ্বিক মহামারির সৃষ্টি করেছে। তাই এ অভ্যাস বদল হতে হবে সামষ্টিকভাবে। এ ক্ষেত্রে জনপরিসরে একজন মানুষের আচরণ কেমন হবে, অন্যের সঙ্গে ভাববিনিময়ের ক্ষেত্রে নতুন কৌশল কী হবে, বাস ও রেলস্টেশনের মতো জনসমাগমের স্থলে মানুষের মান-ব্যবহারটি কী হবে, জনসমাগমের এসব স্থলের নকশা কেমন হওয়া চাইএ সবকিছুই নির্ধারণ করে দেবে ভাইরাসটির সঙ্গে মানুষ কত দ্রুত সহাবস্থান করতে শিখছে তা। যেহেতু খুব দ্রুত এর সুনির্দিষ্ট চিকিৎসাপদ্ধতি আসছে না বা একটি ভ্যাকসিন পেতে এবং তা সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে নিয়ে যেতে এখনো অনেক সময় লাগবে, তাই যে দেশের মানুষ যত দ্রুত এই কৌশলগুলো নিজেদের মতো করে আবিষ্কার করবে, তত দ্রুতই সব স্বাভাবিক হয়ে উঠবে।

মার্কিন রোগতত্ত্ববিদেরা এরই মধ্যে বলেছেন, কোনো কার্যকর ভ্যাকসিন ও নির্দিষ্ট চিকিৎসাপদ্ধতি হাতে আসার আগেই সবকিছু চালু করতে হলে মানুষকে নিজেদের মধ্যকার সরাসরি যোগাযোগের হার কমিয়ে আনতে হবে। জর্জিয়া স্টেট ইউনিভার্সিটির রোগতত্ত্ববিদ ড় জেরার্ডো চাওয়েলের নেতৃত্বে পরিচালিত এ-সম্পর্কিত এক গবেষণায় পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, মানুষকে নিজেদের মধ্যকার সরাসরি যোগাযোগের পরিমাণ আগের চেয়ে ৬৫ শতাংশ কমিয়ে সব কাজ সমাধা করার কৌশল শিখতে হবে। তবেই রোগের বিস্তার নিয়ন্ত্রণে রেখে সব স্বাভাবিক করা যাবে।

বলার অপেক্ষা রাখে না, সরাসরি পারস্পরিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে এমন পরিবর্তন এক বিরাট আচরিক পরিবর্তনের দাবি জানায়। দাবিটি শুধু ব্যক্তি মানুষের আচরণগত পরিবর্তনের কথাই বলে না। এটি একই সঙ্গে যাবতীয় সামাজিক চুক্তির নবায়নের কথাও বলে। এটি ব্যক্তিকে সমষ্টির কথা আরও বেশি করে মনে করিয়ে দিচ্ছে। কারণ, শুধু নিজে সাবধান থাকার মধ্য দিয়ে এই সংকট থেকে বেরিয়ে আসা সম্ভব নয়। পরিবার, বন্ধু, প্রতিবেশী থেকে শুরু করে দিনে একবার মাত্র যার সঙ্গে দেখা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তার সুস্থ ও সতর্ক থাকার ওপরও নিজের স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয়টি নির্ভর করছে। এ কারণে ব্যক্তিক আচরণ নয়, সামষ্টিক আচরণই নির্ধারণ করবে সবকিছু কবে স্বাভাবিক হবে।

কোনো সরকারি ঘোষণার মাধ্যমে এই পরিস্থিতি থেকে নিস্তার মিলবে না। অর্থনীতি বাঁচাতে লকডাউন শিথিলের মতো সিদ্ধান্ত মড়কের দ্বিতীয় ঢেউয়ের কারণ হবে কি না, তা আদতেই নির্ধারণ করবে সমষ্টি। এ ক্ষেত্রে সত্যিকার অর্থে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীই চালকের ভূমিকায়। তাদের আমলে না নিয়ে, তাদের সুরক্ষার কথা বিবেচনা না করে কোনো সিদ্ধান্তের আরোপণ ভয়াবহ হতে পারে। অর্থনীতি ও স্বাস্থ্য সুরক্ষার মতো দুধারি তলোয়ারের হাত থেকে বাঁচতে হলে একটি অঞ্চলের জনসমষ্টি ও ওই অঞ্চলের প্রশাসন উভয়কেই দায়িত্ব নিতে হবে। প্রশাসনিক অঙ্গের মধ্য থেকে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বা জনস্বাস্থ্যসংশ্লিষ্ট সংস্থাকে দায়িত্ব নিয়ে জনসমষ্টিকে পরিবর্তিত পরিস্থিতির বাস্তবতা সম্পর্কে সচেতন করতে হবে (এই অঞ্চলে স্যানিটারি ল্যাট্রিনের ব্যবহার ও নিরাপদ পানি পানের বিষয়ে পরিচালিত সচেতনতার মতো করে)। ঠিক একইভাবে সমষ্টিকেও বুঝতে হবে, ব্যক্তি নয়, সামষ্টিক চিন্তা ও দায়িত্ববোধই একমাত্র সবাইকে রক্ষা করতে পারে। উভয় পক্ষে এ বোধ যত দ্রুত আসবে, ততই দ্রুত সব স্বাভাবিক হবে।

হার্ট অ্যাটাকের পর জীবনে যে পরিবর্তন জরুরি

হার্ট অ্যাটাকের শিকার হওয়া মানেই দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় বেশ কিছু পরিবর্তন আবশ্যক।তা করতে না পারার কারণে অনেকেই দ্বিতীয়বার এই গুরুতর শারীরিক সমস্যার শিকার হন।জীবনযাত্রায় প্রয়োজনীয় সেই পরিবর্তনগুলো আনতে পারলে দ্বিতীয়বার এমনটা হওয়া থেকে রক্ষা পাওয়া অসম্ভব নয়। আর আগেই থেকেই স্বাস্থ্যকর জীবনযাত্রা বজায় রাখলে হয়ত কখনই হার্ট অ্যাটাক হত না।হার্ট অ্যাটাক পরবর্তী স্বাস্থ্যকর জীবন গড়তে করণীয় বিষয়গুলো জানানো হলো স্বাস্থ্যবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদনের আলোকে।তবে মনে রাখতে হবে শুরু করতে হবে ধীরে এবং বাড়াতে হবে ক্রমানুসারে।

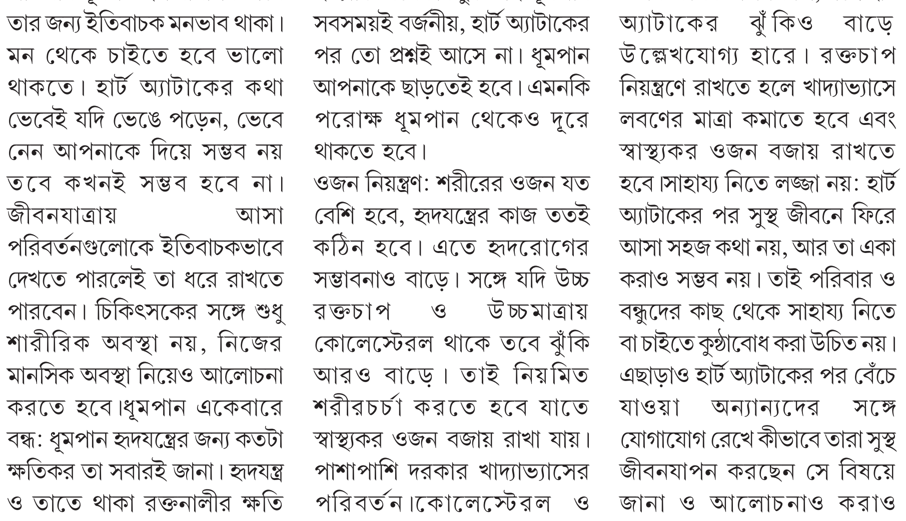

যত্নশীল খাদ্যাভ্যাস: দ্বিতীয়বার হার্ট অ্যাটাক হওয়া থেকে বাঁচতে হলে স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস গড়ে তোলার কোনো বিকল্প নেই। প্রথমেই আপনাকে জানতে হবে দিনে কতটুকু ক্যালরি গ্রহণ করছেন। এরপর জানতে হবে সুস্থ থাকতে হলে কতটুকু ক্যালরির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা উচিত। প্রযুক্তির এই যুগে অসংখ্য উপায় আছে ক্যালরি গ্রহণের মাত্রা প্রতিনিয়ত সামলে রাখার। যেসব খাবারে ক্যালরি বেশি কিন্তু পুষ্টি উপাদান তুলনামূলক কম সেগুলো বাদ দিতে হবে। সেই সঙ্গে বিদায় জানাতে হবে 'স্যাচুরেইটেড ফ্যাট', 'ট্রান্স ফ্যাট, সোডিয়াম বা লবণ, লাল মাংস এবং চিনিকে। প্রক্রিয়াজাত খাবার বাদ দিতে পারলে খুবই ভালো, কারণ এগুলোতে প্রচুর সোডিয়াম ও চিনি থাকে।কর্মচঞ্চল থাকা: হৃদরোগের আক্রান্তদের শারীরিক পরিশ্রমের মধ্যে থাকা সুস্থ মানুষের থেকেও জরুরি। এতে ওই রোগীর হৃদযন্ত্র শক্তিশালী হবে, কমবে রক্তচাপ ও কোলেস্টেরলের মাত্রা। সপ্তাহে কমপক্ষে ১৫০ মিনিট শরীরচর্চা নিশ্চিত করতে হবে, যা মধ্যে ৭৫ মিনিট হতে হবে সহনীয় মাত্রার ভারি ব্যায়াম। অবশ্যই সকল শরীরচর্চা চিকিৎসকের পরামর্শ মাফিক হতে হবে। হাঁটা, দৌড়ানো, ঘরের কাজ, মৃদু 'স্ট্রেচিং' সবই হতে পারে শরীরচর্চা।

শরীর ও মনের সম্পর্ক: সুস্বাস্থ্য পাওয়ার পূর্বশর্ত হল মানসিকভাবে তার জন্য ইতিবাচক মনভাব থাকা। মন থেকে চাইতে হবে ভালো থাকতে। হার্ট অ্যাটাকের কথা ভেবেই যদি ভেঙে পড়েন, ভেবে নেন আপনাকে দিয়ে সম্ভব নয় তবে কখনই সম্ভব হবে না। জীবনযাত্রায় আসা পরিবর্তনগুলোকে ইতিবাচকভাবে দেখতে পারলেই তা ধরে রাখতে পারবেন। চিকিৎসকের সঙ্গে শুধু শারীরিক অবস্থা নয়, নিজের মানসিক অবস্থা নিয়েও আলোচনা করতে হবে।ধূমপান একেবারে বন্ধ: ধূমপান হৃদযন্ত্রের জন্য কতটা ক্ষতিকর তা সবারই জানা। হৃদযন্ত্র ও তাতে থাকা রক্তনালীর ক্ষতি করে, অক্সিজেনসমৃদ্ধ রক্ত শরীরের অন্যান্য অঙ্গে পৌঁছাতে বাধা দেয় ইত্যাদি অনেককিছু। তাই ধূমপান সবসময়েই বর্জনীয়, হার্ট অ্যাটাকের পর তো প্রশ্নই আসে না। ধূমপান আপনাকে ছাড়তেই হবে। এমনকি পরোক্ষ ধূমপান থেকেও দূরে থাকতে হবে।

ওজন নিয়ন্ত্রণ: শরীরের ওজন যত বেশি হবে, হৃদযন্ত্রের কাজ ততই কঠিন হবে। এতে হৃদরোগের সম্ভাবনাও বাড়ে। সঙ্গে যদি উচ্চ রক্তচাপ ও উচ্চমাত্রায় কোলেস্টেরল থাকে তবে ঝুঁকি আরও বাড়ে। তাই নিয়মিত শরীরচর্চা করতে হবে যাতে স্বাস্থ্যকর ওজন বজায় রাখা যায়। পাশাপাশি দরকার খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন।কোলেস্টেরল ও রক্তচাপের দিকে নজর রাখা: উচ্চ রক্তচাপ থাকলে তা রক্তনালীর ওপর অনেক চাপ ফেলে, সঙ্গে হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকিও বাড়ে উল্লেখযোগ্য হারে। রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে হলে খাদ্যাভ্যাসে লবণের মাত্রা কমাতে হবে এবং স্বাস্থ্যকর ওজন বজায় রাখতে হবে।সাহায্য নিতে লজ্জা নয়: হার্ট অ্যাটাকের পর সুস্থ জীবনে ফিরে আসা সহজ কথা নয়, আর তা একা করাও সম্ভব নয়। তাই পরিবার ও বন্ধুদের কাছ থেকে সাহায্য নিতে বা চাইতে কুণ্ঠাবোধ করা উচিত নয়। এছাড়াও হার্ট অ্যাটাকের পর বেঁচে যাওয়া অন্যান্যদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে কীভাবে তারা সুস্থ জীবনযাপন করছেন সে বিষয়ে জানা ও আলোচনাও করাও মানসিকভাবে ভালো থাকতে সাহায্য করবে।

নতুন পৃথিবী

পোর্শিয়া নভোযান থেকে নামার পর অবাক হয়ে চাঁদের চারপাশটা দেখতে লাগল। দেখতে দেখতে খিদেও পেল বেশ। ওর আবার অপরিচিত জায়গায় গেলেই বেশি বেশি খিদে পায়। তাই একটা গাড়ি ভাড়া করে এগোতে লাগল রেস্তোরাঁর খোঁজে। চাঁদনী রেস্তোরাঁয় ঢুকতেই এক এলিয়েন বলল, 'চাঁদঁনিঁ রেঁস্তোঁরাঁয় স্বাঁগঁতঁ। আঁসুঁনঁ, বঁসুঁনঁ।'

পোর্শিয়া ভেতরে ঢুকে বসে মেনু দেখল। মেনুতে লেখা:

১. চাঁদের টুকরার স্যুপ
২. তারার কেক
৩. মঙ্গলের পোলাও
৪. চাঁদনী মসলার চাট

আরও অনেক আজব খাবারও ছিল সেখানে। পোর্শিয়া চাঁদের টুকরার স্যুপ খেল। স্বাদটা ভীষণ অদ্ভুত। খাওয়া হলে পোর্শিয়া একটা নদীর তীরে গেল। নদীটির নাম মুনাই। নদীর তীর ধরে হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত পোর্শিয়া গিয়ে দাঁড়াল চাঁদমনি দিঘির ঘাটে। সেখানে পা রাখতেই হঠাৎ পিছলে পড়ে গেল। এমন সময় কেউ তাকে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলল, 'কী রে, ওঠ, স্কুলে যাবি না?'

পোর্শিয়া দেখল, মহাকাশে ওদের ভাসমান কৃত্রিম গ্রহ থেকে দূরের ঘোলাটে পৃথিবীটা দেখা যাচ্ছে। ওর মনটা আবার খারাপ হয়ে গেল। আহা, কী সুন্দর ছিল পৃথিবীটা! আর ওই যে মায়াবী চাঁদটাও...!

এসইউসিআই-এর পক্ষ থেকে শুক্রবার পুর নিগমের মেয়রকে বিভিন্ন দাবিতে ডেপুটেশান দেওয়া হয়। ছবি ঃ নিজস্ব

বরাক উপত্যাকায় করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ১০৫, এসএমসিএইচ থেকে ছুটি আরও তিনজনের

শিলচর (অসম), ২৯ মে (হি.স.) : যতদিন যাচ্ছে বরাক উপত্যকায়ও বাড়ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। কোভিড-১৯-এর আক্রান্তের তালিকায় আজ শুক্রবার উপত্যকার আরও ১০ জনের নাম শামিল হয়েছে। প্রত্যেকেই ভিন রাজ্য থেকে আগত। শিলচরের বিভিন্ন কোয়ারেন্টাইন সেন্টার থেকে তাঁদের শনাক্ত করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার এক সঙ্গে ১৫ জন কোভিড-১৯ সংক্রমিত রোগী ধরা পড়ার বিপরীতে আজ শুক্রবার ১০ জন ধরা পড়েছেন। এ নিয়ে বরাক উপত্যকার সংখ্যা গিয়ে দাঁড়িয়েছে ১০৫-এ। আজ যাদের করোনা আক্রান্ত বলে শনাক্ত করা হয়েছে তারা প্রত্যেকই সরকারি কোয়ারেন্টাইনে ছিলেন।

এদিকে এখন পর্যন্ত শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল (এসএমসিএইচ) থেকে মোট ২০ জন সংক্রমণ মুক্ত হয়ে বাড়ি চলে গেছেন। এদের মধ্যে আজ শুক্রবার ৩ জনকে মেডিক্যাল কলেজ থেকে ছুটি দেওয়া হয়েছে। তবে তাদের প্রত্যেককে আরও ১৪ দিন হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকতে হবে।

আজকের ১০ জনকে নিয়ে গোটা বরাক উপত্যকায় করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১০৫-এ। নতুন আক্রান্তদের মধ্যে কাছাড় জেলার ২ জন, ৬ জন করিমগঞ্জ জেলার বাসিন্দা এবং ২ জন হাইলাকান্দির।

শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের রিপোর্টে কাছাড় জেলার আক্রান্তের তথ্য পাওয়া গেছে। তাঁরা হলেন চান্দপুরের আব্দুল্লা আহমেদ (২৬), তিনি মুম্বাই ভ্রমণ করেছেন; লালবাড়ির তাহির আহমেদ লস্কর (২৪), তিনিও মুম্বাই সফর করেছিলেন। এছাড়া করিমগঞ্জ জেলার ছয়জন যথাক্রমে রসিদ আহমেদ (২৮), মহম্মদ সমির আহমেদ (১৯), আজিম উদ্দিন (২৩), জামিল আহমেদ (১৬), বিলাল উদ্দিন (২০) এবং অনামিকা নাথ (৫৪)। হাইলাকান্দি জেলার দুই কোভিড-১৯ আক্রান্তরা আলগাপুর ভাটিকুপার রিংকু শুক্লবৈদ্য (২৯) এবং আলগাপুর বদরপুরের আকশর আহমেদ চৌধুরী (৩০)।

শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের কোভিড সেলে ১০৫ জন করোনা আক্রান্ত রোগীর মধ্যে ১ জনের মৃত্যু হয়েছে, তিনি হাইলাকান্দি জেলার ফইজুল হক। বর্তমানে শিলচর মেডিক্যাল কলেজের কোভিড ওয়ার্ডে ৮৪ জন চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ইতিমধ্যেই তিন জেলার ১৭ জন সুস্থ হয়ে বাড়ি চলে গেছেন।

এদিকে কাছাড় জেলায় কোভিড-১৯ আক্রান্তের সংখ্যা ৪৪ জনে পৌঁছেছে। এর মধ্যে একজন শোণিতপুর জেলার অন্তর্গত ঢেকিয়াজুলির ঠেলামারা কোচগাঁওয়ের বাসিন্দা, তিনি সুস্থ হয়ে ১৪ দিনের কোয়ারেন্টাইনে রয়েছেন।

বিপরীতে করিমগঞ্জ জেলার ৪৩ জন এবং হাইলাকান্দি জেলার ১৫ জন লোক আক্রান্ত হয়েছেন। অপরদিকে ত্রিপুরার ২ জন এবং ডিমা হাসাওয়ের এক জন আক্রান্তের তালিকায় যুক্ত করে বরাক উপত্যকার সংখ্যা গিয়ে দাঁড়িয়েছে ১০৫-এ। গত কয়েকদিনে যে ভাবে দ্রুত কোভিড-১৯ সংক্রমণে আক্রান্তের ঘটনায় উপত্যকার জনসাধারণের মধ্যে ত্রাসের সৃষ্টি হয়েছে। এদিকে তিন জেলার প্রশাসনের তরফে জনসাধারণের মধ্যে কোভিড-১৯-এর ভয়াবহতা নিয়ে সজাগতা আনতে ব্যস্ত।

এদিকে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে কোভিড-১৯ রোগীদের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে বিকল্প চিন্তাধার পথে হাঁটতে বাধ্য হচ্ছে কাছাড় জেলা প্রশাসন। পরিযায়ী শ্রমিকদের ফিরে আসা এবং লকডাউন শিথিল হওয়ার ফলে রোগীর সংখ্যা দিন প্রতিদিন বাড়ছে। পরিকাঠামো সমস্যা খতিয়ে দেখতে ইতিমধ্যেই বলা হয়েছে রাজ্য সরকারের তরফে। জেলাশাসক কীর্তি জল্লি এই উদ্দেশ্যে বৃহস্পতিবার শিলচর সতীন্দ্র মোহন দেব সিভিল হাসপাতাল পরিদর্শন করে পরিস্থিতির পর্যালোচনা করেছেন। তিনি করোনা রোগের বিরুদ্ধে সংগঠিত যুদ্ধে সকল প্রকারের হাতিয়ার প্রয়োগের আহ্বান জানিয়েছেন।

উল্লেখ্য কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেট সচিব রাজীব গৌবা, ভিডিও বৈঠকে প্রত্যেক রাজ্যকে করোনা হাসপাতাল এবং করোনা-শয্যার সংখ্যা বাড়াতে নির্দেশ দিয়েছেন। একই সঙ্গে হাসপাতাল, প্রশিক্ষিত চিকিৎসক এবং নার্সদের তৈরি রাখতে এবং ভেন্টিলেশন, অক্সিজেন সরবরাহের দিকে কড়া নজরদারি রাখার নির্দেশ জারি করেছেন। কন্টেনমেন্ট এলাকায় অধিক কড়াকড়ি বজায় রাখতেও বলেছেন গৌবা।

লাদাখে বাড়ছে করোনা-সংক্রমণ, নতুন করে আক্রান্ত ২০ জন

লাদাখ, ২৯ মে (হি.স.): কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল লাদাখে বেড়েই চলেছে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা। লাদাখে নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ২০ জন। নতুন করে ২০ জন আক্রান্ত হওয়ার পর লাদাখে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৩১। লাদাখের কমিশনার সেক্রেটারি স্বাস্থ্য রিগজিন সামফেল টুইট করে জানিয়েছেন, কার্গিল জেলায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ১৭ জন এবং লেহ জেলায় ৩ জন। সবমিলিয়ে মোট ২০ জনের শরীরে কোভিড-১৯ ভাইরাসের সন্ধান মিলেছে। ফলে কার্গিলে মোট আক্রান্তের সংখ্যা ২৬ এবং লেহ জেলায় ৫।

আইপিএস অফিসার থেকে রাজনৈতিক জগতে দক্ষ বিচরণ -অজিত যোগী

রায়পুর, ২৯ মে (হি.স.): দীর্ঘ রোগভোগের পর শুক্রবার জীবনাবসান হল ছত্তিশগড়ের প্রথম ও প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অজিত যোগীর। গত প্রায় তিন সপ্তাহ ধরে হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন তিনি। কিন্তু শেষ রক্ষা করা গেল না। শুক্রবার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন ছত্তিশগড়ের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা আদিবাসী নেতা অজিত যোগী।এদিন বিকেল ৩.৩০ মিনিট নাগাদ রায়পুরের শ্রী নারায়ণ হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন অজিত যোগী। প্রথম জীবনে এক জন আইপিএস অফিসার থেকে রাজনীতির আলিন্দে তাঁর দক্ষ বিচরণ থেকে শেষ জীবন।

এক জন আমলা থেকে রাজনীতিক হিসাবে ভারতীয় রাজনীতিতে অজিত যোগী'র অবদান অনস্বীকার্য। প্রথম জীবনে এক জন আইপিএস অফিসার ছিলেন যোগী। পরে আইএএস হন অত্যন্ত মেধাবী এই ছাত্র। যোগ দেন কংগ্রেস দলে। মধ্যপ্রদেশের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী অর্জুন সিং যোগীকে সক্রিয় রাজনীতিতে আনেন। রাজনীতিক মহলে অত্যন্ত ক্ষুরধার বুদ্ধিসম্পন্ন হিসেবে পরিচিত ছিলেন যোগী। ২০০০ সালের নভেম্বরে ছত্তিশগড় রাজ্য যখন তৈরি হয় সেই নতুন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হয়ে ছিলেন যোগী। ২০০৩-এর নভেম্বর পর্যন্ত ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব সামলান তিনি। বরাবরই নেহরু-গান্ধী পরিবারের আস্থাভাজন ছিলেন তিনি। পরে ২০০৩ সালে ছত্তিশগড়ে বিধানসভা ভোটের ঠিক আগে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় আহত হন যোগী। সেই থেকেই চলার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছিলেন তিনি। পায়ে বল ছিল না ঠিকই। কিন্তু অদম্য ইচ্ছাশক্তির কারণে সেই দুর্ঘটনাও একেবারে তাঁকে থামিয়ে দিতে পারেনি। সেই নির্বাচনে ১ লক্ষ ২০ হাজার ভোটে জেতেন তিনি। ব্যাটারি চালিত হুইল চেয়ারে বসে সংসদের অলিন্দ থেকে শুরু করে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিচরণ করতেন যোগী। সেই অবস্থাতেই সর্বভারতীয় কংগ্রেসের আদিবাসী সংগঠনের নেতাও ছিলেন তিনি। সর্বভারতীয় কংগ্রেসের মুখপাত্রের পদও সামলেছেন এই দুঁদে নেতা। কিন্তু তাঁর উত্থানের পথে বারবার বাধা হয়ে দাঁড়ায় তাঁর ছেলে অমিত যোগীর বিরুদ্ধে উপর্যুপরি দুর্নীতির অভিযোগ। ২০০৮-এ বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী রমণ সিংহের কাছে হেরে যান তিনি। ২০১৩ সালে সেই কারণেই কংগ্রেস তাঁকে মুখ্যমন্ত্রী প্রার্থী হিসাবে তুলে ধরতে চায়নি। বরং রাহুল গান্ধী তাঁকে রাজ্য সংগঠনে কিছুটা কোণঠাসা করে দিয়েছিলেন। ২০১৪ সালে লোকসভা নির্বাচনেও পরাজিত হন যোগী। এর পর ২০১৬ সালে কংগ্রেস ছেড়ে আলাদা দল গঠন করেন তিনি। দলের নাম দেন জনতা কংগ্রেস ছত্তিশগড় (জে)। তবে তাতে বিশেষ সুবিধা হয়নি। ২০১৮ সালের ভোটে কংগ্রেস বিপুল ব্যবধানে জিতে যায় ছত্তিশগড়ে। তাতে আরও অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছিলেন অজিত যোগী।

তবে তাঁর মৃত্যুতে কংগ্রেসের বহু নেতা এ দিন শোক প্রকাশ করেন। ঘরোয়া আলোচনায় শ্রদ্ধা জানান, আফসোসও করেন। কারণ, সর্বভারতীয় কংগ্রেসের গত তিন দশকের মধ্যে যোগীর মতো সদা হাস্যমুখ নেতা খুব কমই দেখা গেছে।

১৫ দিনের জন্য বাড়ানো উচিত লকডাউন : প্রমোদ সাওয়ান্ত

পানাজি, ২৯ মে (হি.স.): লকডাউন সত্ত্বেও ভারতে প্রতিদিনই হু হু করে বাড়ছে করোনাভাইরাসের আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা, বাড়ছে মৃত্যুও। আগামী ৩১ মে শেষ হচ্ছে চতুর্থ দফা লকডাউনের মেয়াদ। এমতাবস্থায় লকডাউন আরও ১৫ দিনের জন্য বাড়ানো উচিত বলে মন্তব্য করলেন গোয়ার মুখ্যমন্ত্রী প্রমোদ সাওয়ান্ত। শুক্রবার প্রমোদ সাওয়ান্ত জানিয়েছেন, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে আমার ফোনে কথা হয়েছে, এবং আমার মতে আরও ১৫ দিনের জন্য লকডাউন বাড়ানো উচিত। যদিও, রেস্তোরাঁ খোলা-সহ কিছু কিছু ক্ষেত্রে শিথিলতার দাবি জানিয়েছি আমরা। অনেকেই চাইছেন গোয়ায় যাতে ব্যামাগার খোলা হয়। গোয়ার মুখ্যমন্ত্রী প্রমোদ সাওয়ান্ত আরও জানিয়েছেন, আরও ১৫ দিনের জন্য লকডাউন অবশ্যই বাড়ানো উচিত। লকডাউন বাড়ানো উচিত, কারণ কোভিড-১৯ ভাইরাসের প্রকোপ বেড়েই চলেছে। প্রসঙ্গত, কিছু দিন আগে পর্যন্ত গোয়ায় করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা প্রায় থেমে গিয়েছিল। কিন্তু, নতুন করে আবারও আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে গোয়ায়।

অসমে আরও ৩০ জন করোনা সংক্রমিত সংখ্যা বেড়ে ৯১০, সুস্থ ১০৩ জন

গুয়াহাটি, ২৯ মে (হি.স.) : আজ শুক্রবার আরও নতুন ৩০ জনের শরীরে কোভিড-১৯ পজিটিভ সংক্রমণের খবর এসেছে। এ নিয়ে রাজ্যে কোভিড-১৯ সংক্রমণে আক্রান্তের সংখ্যা ৯১০ জনে বৃদ্ধি পেয়েছে। আক্রান্তদের মধ্যে ১৬ জন গোলাঘাট, ৬ জন করিমগঞ্জ, দুজন লখিমপুর, দুজন কাছাড়, দুজন হাইলাকান্দি এবং দুজন কারবি আংলং জেলার বাসিন্দা।

এ মুহূর্তে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত ৮০০ জনের চিকিৎসা চলছে। এছাড়া আরোগ্য লাভ করায় হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হয়েছে ১০৩ জনকে। মৃত্যুবরণ করেছেন চারজন। আজ টুইট করে এই খবর জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

বৃহস্পতিবার রাত ১১.৫৫ মিনিটে মন্ত্রী টুইট করে আরও ২৪ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন বলে জানিয়েছিলেন। তখনকার টুইটে জানিয়েছিলেন গোয়ালপাড়ার ১১, নলবাড়ির ৩, তিনসুকিয়ার ৩, ডিব্রুগড়ের ৩, ১ জন করে কামরূপ-নগাঁও-কারবি আংলং এবং ধুবড়ি জেলার বাসিন্দা। তখন একজন শনাক্ত করা হয়নি। গতকাল রাত পর্যন্ত একদিনে রাজ্যে ৯৭ জনকে নিয়ে মোট করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা দাড়িয়েছিল ৮৮০। আজ আরও নতুন ৩০ জনের পজিটিভ ফল আসায় এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯১০-এ। তবে গতকাল রাতে গুয়াহাটির মহেন্দ্রমোহন চৌধুরী হাসপাতাল থেকে ১৫ এবং শিলচর মেডিক্যাল কলেজ থেকে দুজনকে ছুটি দেওয়া হয়েছে। শিলচরের দুই সুস্থ রোগীর মধ্যে একজন পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা বলে জানা গেছে। এ নিয়ে রাজ্যে সুস্থ ১০৩ জন করোনা আক্রান্তকে ছুটি দেওয়া হয়েছে।

গত ২৭ মে একদিনে ১০১ জন কোভিড-১৯ সংক্রমণে আক্রান্ত হয়েছেন বলে তথ্য পাওয়া গিয়েছিল। এভাবে দৈনিক হিসাবে ২৬ মে ১৩৪, ২৫ মে ১৫৬, ২৪ মে ৩২, ২৩ মে ৮৭, ২২ মে ২২ জন এবং মাঝে একদিন বাদে ২০ মে ৩১, ১৯ মে ৪২ জনকে করোনায় আক্রান্ত বলে শনাক্ত করা হয়েছিল। গত এক সপ্তাহে ৬০০-এ বেশি রোগী কোভিড-১৯-এ আক্রান্ত হয়েছেন। প্রসঙ্গত গত ১৩ মে থেকে আজ পর্যন্ত মোটা ৮৩৭ জন আক্রান্ত হয়েছেন কোভিড-১৯ সংক্রমণে।

মহারাষ্ট্র থেকে ৭৬৫ জন পরিবহন শ্রমিক ফিরল বীরভূমে

রামপুরহাট, ২৯ মে (হি.স.): মহারাষ্ট্র থেকে ৭৬৫ জন পরিবহন শ্রমিক ফিরল বীরভূমে। বীরভূমে রামপুরহাটের স্টেশনে শ্রমিক ট্রেনে করে শ্রমিকরা নামতেই তীব্র চাঞ্চল্য দেখা যায়। রামপুরহাট স্টেশনে ৭৬৫ জন পরিযায়ী শ্রমিক আসার খবর জেলা প্রশাসনের কাছে আগে থাকতেই ছিল। রামপুরহাট স্টেশন চত্বরে অ্যাম্বুলেন্স বাস স্বাস্থ্য দফতরে টিম দমকলকর্মী এবং পুলিশ প্রশাসন হাজির হয়ে যায়। প্রত্যেককেই থার্মস্ক্যান চেকআপ করার পরে পুলিশের রিলিফ সেন্টারে পাঠানো হয়। জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে এদের মধ্যে প্রায় ৫০০ জন শ্রমিক মুর্শিদাবাদের। বাকি দুই শতাধিক শ্রমিক বীরভূমের নলহাটি রামপুরহাট এবং মাডগ্রাম এলাকার। বীরভূমের শ্রমিকদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার পরে তাদেরকে কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে পাঠানো হয়েছে।

চলন্ত ট্রেন থেকে শ্রমিকদের লাফ দেওয়ার ঘটনায় চাঞ্চল্য বাঁকুড়ায়

বাঁকুড়া, ২৯ মে (হি. স.) : ট্রেন বাঁকুড়া স্টেশনে না থেমে এগিয়ে চলেছে। তখন এক শ্রমিক দিলেন সেই চলন্ত ট্রেন থেকে ঝাঁপ। তা দেখে বেশ কয়েকজনে মিলে দিলেন ট্রেনের চেন টেনে। তারপর জনা ষাট শ্রমিক নেমে পড়লেন ট্রেন থেকে।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বাঁকুড়া স্টেশনে চাঞ্চল্যকর এই ঘটনা নিয়ে শুক্রবার রীতিমত বৈঠক করেন রেলকর্তারা। বড় দুর্ঘটনা ঘটে গেলে তার দায় রেলের ওপর বর্তাতো। এই ধরণের ঘটনা ভবিষ্যতে যাতে না হয়, তার জন্য পরবর্তীকালে পরিযায়ী শ্রমিকদের সতর্ক করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। উল্লেখ্য, আগামী কয়েকদিন বিভিন্ন অঞ্চল থেকে শ্রমিক স্পেশাল আসবে বাংলায়। গতকালের ঘটনায় যুক্ত শ্রমিকরা দক্ষিণ ভারত থেকে ট্রেনে উঠেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল বাংলায় নিজের বাড়ি ফেরা। জানতেন তাঁরা যে সেই ট্রেন যাবে বাঁকুড়ার ওপর দিয়েই। সেখান থেকে দুর্গাপুর একটুখানি। সেখানে পৌঁছাতে পারলেই মিলে যাবে নিজের জেলায় যাওয়ার বাস। কিন্তু তখনও তাঁরা জানতেন না বাঁকুড়ার ওপর দিয়ে এই ট্রেন গেলেও তা থামবে না বাঁকুড়া স্টেশনে।

বাঁকুড়া, পূর্ব বর্ধমান, হুগলি ও মুর্শিদাবাদ জেলার বেশ কিছু শ্রমিক দক্ষিণ ভারতে গিয়েছিলেন কাজের জন্য। লকডাউনের জেরে মার্চ মাস থেকেই তাঁদের কাজ সব বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু কিছুতেই তাঁরা ফিরতে পারছিলেন না। শেষে এখন ট্রেন চলতেই তাঁরা অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে ওই ট্রেনে উঠে পড়েছিলেন। কারণ তাঁরা শুনেছিলেন ওই ট্রেন যাবে বাংলায়।

খোঁজ নিয়ে তাঁরা জানতে পারেন যে ট্রেন বাঁকুড়া হয়েই যাবে। কিন্তু সেটি ছিল ননস্টপ, সোজা মালদা টাউন স্টেশনে যাচ্ছে তা জানতে পারেননি। তাই বাঁকুড়া স্টেশনে ট্রেনটির গতি আস্তে হলেও তা থামেনি। তা দেখেই এক শ্রমিক চলন্ত ট্রেন থেকে ঝাঁপ দেন। তা দেখেই অনেকেই ট্রেনের চেন টেনে দেন নামার জন্য।ট্রেন থেমে গেল মোট ৫৭জন শ্রমিক ট্রেন থেকে নেমে পড়েন। এই ঘটনায় মুহূর্তের মধ্যে শোরগোল পড়ে যায়। যারা ট্রেন থেকে চেন টেনে নেমে পড়েছিলেন তাঁদের বেশির ভাগই বাঁকুড়া জেলার সোনামুখীর বাসিন্দা। বাকিরা হুগলি, পূর্ব বর্ধমান, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলার বাসিন্দা। এরা দুর্গাপুর গিয়ে নিজেদের জেলায় যাওয়ার বাস ধরতেন।

পরে ট্রেনটি তার গন্তব্যের পথে রওয়ানা দিলেও স্থানীয় বাসিন্দারাই ৫৮ জন শ্রমিককে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। ওই

এরপর ছয়ের পৃষ্ঠায়

আমফান বিধ্বস্ত পশ্চিমবঙ্গ, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মদীকে চিঠি লিখলেন প্রিন্স চার্লস

নয়াদিল্লি, ২৯ মে (হি.স.) : কয়েকদিন আগেই সুপার সাইক্লোন আমফানে বিধ্বস্ত হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ ও ওড়িশা। আমফানে লক্ষ কোটি টাকার সম্পত্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে, হয়েছে প্রাণহানিও। এখনও বিপর্যয় কাটিয়ে স্বাভাবিক জীবন শুরু করা সম্ভব হয়নি রাজ্যের বহু অংশে। এই পরিস্থিতিতে শোক প্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে বার্তা দিলেন প্রিন্স চার্লস।

মোদীকে পাঠানো বার্তায় তিনি লিখেছেন, 'আমি ও আমার স্ত্রী আপনাকে জানাতে চাই যে আমরা গভীরভাবে দুঃখিত। পশ্চিমবঙ্গ ও ওড়িশায় যেভাবে মানুষের মৃত্যু হয়েছে ও ঝড় ধ্বংসলীলা চালিয়েছে, তাতে আমরা শোকাহত।' তিনি আরও লিখেছেন, 'একদিকে মহামারীর সঙ্গে এই বিপর্যয় যেভাবে আপনাকে ও দেশের মানুষকে সামলাতে হচ্ছে, তা আমরা অনুভব করতে পারছি। যাদের বাড়ি-ঘর ধ্বংস হয়ে গিয়েছে, তাদের প্রতি আমি সমবেদনা জানাই।'

সুপার সাইক্লোন আঘাত হেনেছে বাংলাদেশেও। যার জন্য বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকেও শোকাবার্তা পাঠিয়েছেন প্রিন্স চার্লস।

যোগীর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতির

নয়াদিল্লি, ২৯ মে (হি.স.): ছত্তিশগড়ের প্রথম ও প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অজিত যোগীর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করলেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। প্রয়াত এই প্রাক্তন কংগ্রেস নেতার প্রয়াণে শোক প্রকাশ করেছেন উপরাষ্ট্রপতি উপরাষ্ট্রপতি বেঙ্কাইয়া নাইডুও।

দীর্ঘ রোগভোগের শুক্রবার জীবনাবসান হল ছত্তিশগড়ের প্রথম ও প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা প্রাক্তন কংগ্রেস নেতা অজিত যোগীর। যোগীর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। তিনি ট্যুইটে লেখেন, 'ছত্তিশগড়ের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী অজিত যোগীর মৃত্যুর খবরে আমি মর্মাহত। একজন দক্ষ প্রশাসক যিনি রাজ্য এবং রাজ্যবাসীর উন্নতির জন্য কাজ করে গিয়েছেন। তাঁর পরিবার, আত্মীয় বন্ধুদের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি।' যোগীর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছেন উপরাষ্ট্রপতি বেঙ্কাইয়া নাইডু। তিনি বলেন, 'ছত্তিশগড়ের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী অজিত যোগীর মৃত্যুতে শোকাহত। তাঁর পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি। তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি।'

এছাড়াও শোক জানিয়েছেন, মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিংহ চহ্বান, রাজস্থানের মুখ্যন্ত্রী অশোক গেহলাট এবং প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুরেশ প্রভু। প্রসঙ্গত, দীর্ঘ রোগভোগের শুক্রবার জীবনাবসান হল ছত্তিশগড়ের প্রথম ও প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অজিত যোগীর। এদিন বিকেল ৩.৩০ মিনিট নাগাদ রায়পুরের শ্রী নারায়ণ হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন অজিত যোগী। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর। গত ৯ মে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল অজিত যোগীকে। হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার পর, কোমাচ্ছন্ন ছিলেন তিনি। সেদিন থেকেই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন অজিত যোগী। হাসপাতালের মেডিক্যাল ডিরেক্টর সুনীল খেমকা জানিয়েছেন, শুক্রবার বিকেল ৩.৩০ মিনিট শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন অজিত যোগী।অজিত যোগীর প্রয়াণে শোকস্তব্ধ দেশের রাজনৈতিক মহল।

পাকিস্তানে করোনা-আক্রান্ত বেড়ে ৬৪,০২৮, মৃত্যু ১,৩৩৪ জনের

ইসলামাবাদ, ২৯ মে (হি.স.): পাকিস্তানে বেড়েই চলেছে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত রোগী ও মৃত্যুর সংখ্যা। ২৯ মে, শুক্রবার দুপুর ১২.৩০ মিনিট পর্যন্ত পাকিস্তানে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৬৪,০২৮-এ পৌঁছেছে। পাকিস্তানের পঞ্জাব প্রদেশে এখনও পর্যন্ত সংক্রমিত হয়েছেন ২২,৯৬৪ জন, সিন্ধু প্রদেশে ২৫,৩০৯ জন (নতুন করে আক্রান্তের খবর নেই), খাইবার পাখতুনখাওয়া প্রদেশে ৮,৮৪২, বালোচিস্তানে ৩,৯২৮, ইসলামাবাদে ২,১০০, গিলগিট-বালতিস্তানে ৬৫৮, আজাদ কাশ্মীরে ২২৭।

সংক্রমণের পাশাপাশি মৃত্যুও ঠেকানো যাচ্ছে না পাকিস্তানে। শুক্রবার দুপুর পর্যন্ত পাকিস্তানে করোনায় মৃত্যু হয়েছে ১,৩৩৪ জনের। পাক স্বাস্থ্য দফতর সূত্রের খবর, সিন্ধু প্রদেশে ৩৯৬ জন প্রাণ হারিয়েছেন, পঞ্জাবে ৪১০, খাইবার পাখতুনখাওয়া প্রদেশে ৪৩২, বালোচিস্তানে ৬০, ইসলামাবাদে ২২, গিলগিট-বালতিস্তানে ৯ জন এবং আজাদ কাশ্মীরে ৫ জন মারা গিয়েছেন।

স্বাস্থ্য পরিষেবার আড়ালে হরির লুট, গুয়াহাটির ইএসআইসি মডেল হসপিটালে চলছে ভিজিল্যান্স তদন্ত

গুয়াহাটি, ২৯ মে (হি.স.) : স্বাস্থ্য পরিষেবার আড়ালে হরির লুট চলছে গুয়াহাটির বেলতলায় অবস্থিত কর্মচারী রাজ্য বিমা নিগম আদর্শ হাসপাতাল (ইএসআইসি মডেল হসপিটাল)-এ। তাই সংশ্লিষ্ট হাসপাতালে ভিজিল্যান্স তদন্ত শুরু হয়েছে। বেলতলায় ইএসআইসি মডেল হসপিটালের গুদামে ৩৫ লক্ষাধিক টাকার আয়ুর্বেদিক ওষুধ ব্যবহার না করে নষ্ট হচ্ছে। ফলে আসাম রিজিওনের মেডিক্যাল ভিজিল্যান্স সেল-এর আধিকারিক ডা. নম্রতা মহন্ত হাসপাতালের সুপারিনটেনডেন্ট ডা. কমল বরা-কে চিঠি দিয়ে নির্দিষ্ট কিছু প্রশ্নের জবাব চেয়েছেন।

১৯ মে (২০২০) তারিখে লেখা চিঠিতে ডা. নম্রতা মহন্ত লিখেছেন, গত ১৯ মার্চ তিনি বেলতলা ইএসআইসি হাসপাতাল পরিদর্শন করেছিলেন। সেদিন হাসপাতালের গুদামে ৩৫ লক্ষ ৫৫ হাজার ৩৯৪ টাকা মূল্যের আয়ুর্বেদিক ওষুধ মজুত রয়েছে দেখতে পান। ওই ওষুধগুলির অধিকাংশই মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গেছে এবং বাকিগুলির খুবই কম দিনের মধ্যে মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যাবে বলে তাঁর নজরে আসে। ব্যবহার না করে হাসপাতালের গুদামে কেন ওষুধ পড়ে রয়েছে, তার কারণ জানাতে হাসপাতাল সুপার-কে চিঠি দিয়েছেন ডা. নম্রতা মহন্ত।

তাছাড়া চিঠিতে ওষুধ কেনার প্রক্রিয়া, প্রয়োজনীয়তা, কবে নাগাদ কেনা হয়েছে এবং কার নির্দেশে ওই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে জরুরি ভিত্তিতে সে সবের প্রশ্নের উত্তর জানাতে বলেছেন ডা. নম্রতা মহন্ত।

প্রসঙ্গত, বেলতলায় অবস্থিত কর্মচারী রাজ্য বিমা নিগম আদর্শ হাসপাতাললে দীর্ঘদিন ধরেই অনিয়ম চলছে বলে অভিযোগ। হাসপাতালের আয়ুর্বেদিক বহির্বিভাগ (ওপিডি) বহু দিন আগে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কোনও আয়ুর্বেদিক ডাক্তারও নেই এখন। এর পরও বছরে ন্যূনতম ৩০ লক্ষ টাকার ওষুধ কিনে পচানো হচ্ছে। কেবল আয়ুর্বেদিক নয়, কোটি কোটি টাকার অ্যালোপ্যাথিক ওষুধ এবং চিকিৎসা সরঞ্জাম (ইকুইপমেন্টস) ক্রয়েও বিস্তর অনিয়ম হচ্ছে। এগুলির ব্যবহার কীভাবে এবং কোথায় হচ্ছে তা অনেকেই জানেন না। জানেন না আসাম রিজিওনের মেডিক্যাল ভিজিল্যান্স সেল-এর আধিকারিক ডা. নম্রতা মহন্তও। এছাড়া আরও অভিযোগ, আবাসিক রোগীদের খাবার সরবরাহেও অনিয়ম হচ্ছে দেদার। ইমার্জেন্সিতে ভাঙাচোরা রোগীর বিছানা, ছাদের জল পড়ে রোগীগের বিছানায়, ছয় মাস আগে কেনা এসি মেশিনগুলি বিকল, নতুন পাঁচটি জলের মেশিন (কেন্ট কোম্পানির) অকেজো, এ সব দেখে গেছেন ডা. নম্রতা।

প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, প্রাথমিক ভাবে আয়ুর্বেদিক ওষুধ ক্রয় সম্পর্কে ইএসআইসি মডেল হাসপাতালের সুপারিনটেনডেন্ট ডা. কমল বরা-কে চিঠি দিয়ে জবাব চেয়েছেন ভিজিল্যান্স আধিকারিক ডা. নম্রতা মহন্ত। পরবর্তীতে অন্য বিষয়ে পদক্ষেপ নেবেন তিনি। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, ২০১৮ সালের ২ জুন ওষুধ সরবরাহকারীর কাছে উতকোচের টাকা নিতে গেলে সিবিআইয়ের জালে হাতেনাতে ধরা পড়েছিলেন এই হাসপাতালের জনৈক ডাক্তার।

সাফল্য এসটিএফ-এর, মুর্শিদাবাদে পাকড়াও শীর্ষ জেএমবি জঙ্গি

কলকাতা, ২৯ মে (হি.স.): ফের বড়সড় সাফল্য পেল কলকাতা পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ)। নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন জামাতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশ (জেএমবি)-এর অন্যতম শীর্ষ সংগঠক আবদুল করিম ওরফে বড় করিমকে গ্রেফতার করল কলকাতা পুলিশের স্পেশ্যাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ)। এসটিএফ জানিয়েছে, মুর্শিদাবাদের সূতি থানা এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে আব্দুলকে। এসটিএফের গোয়েন্দাদের দাবি, এই মুহূর্তে জেএমবি-র তিন শীর্ষ নেতার মধ্যে একজন করিম। সংগঠনের অর্থ জোগাড় থেকে বিস্ফোরক সরবরাহ এবং 'লজিস্টিক' ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব ছিল তাঁর।

২০১৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কলকাতা পুলিশের এসটিএফ ধূলিয়ান মডিউলের অন্যতম চাঁই পয়গম্বর শেখ এবং জমিরুল ইসলামকে গ্রেফতার করে। সেই সময় তল্লাশি চালাতে গিয়ে সামশেরগঞ্জে আবদুল করিমের বাড়ি থেকে উদ্ধার হয় প্রায় ৫০ কিলোগ্রাম অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট-সহ বিভিন্ন ধরনের বিস্ফোরক। কিন্ত, গোয়েন্দাদের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে যায় করিম। ধরা পড়ে মডিউলের আরও এক সদস্য ছোট করিম। এরপর বিভিন্ন সময়ে ধূলিয়ান মডিউলের বিভিন্ন সদস্য পাকড়াও হয়েছে। কিন্তু, অধরা থেকে যায় বড় করিম। দীর্ঘদিন নিখোঁজ থাকার পর অবশেষে মুর্শিদাবাদ থেকে ধরা পড়ল করিম।

বাসে যত আসন ততজন যাত্রী নেওয়া যাবে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা,২৯ মে (হি. স.): বাসে যত গুলো আসন থাকবে ততজন যাত্রীর বেশি নেওয়া যাবে না। এদিন সরকারি ও বেসরকারি বাস গুলোর ক্ষেত্রে এমনটাই ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পাশাপাশি বাসে কেউ দাঁড়িয়ে যেতে পারবে না বলেও জানান তিনি।
এদিন নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী জানান, 'বাসে কত আসন তত যাত্রী। এর বেশি এক্সট্রা যাত্রী নেওয়া যাবে না। কেউ দাঁড়িয়ে যেতে পারবেন না।' পাশাপাশি কন্ডাকটরদের গায়ে কোনও ভাবেই হাত তোলা যাবে না বলে স্পষ্ট করেন তিনি। বলেন, 'কন্ডাক্টর এর গায়ে হাত দেওয়া যাবে না। অনেক সময় বাসের কন্টাকটারকে বাধ্য করা হয় আমাকে নিতে হবে বলে। কিন্তু এমন করা যাবে না। তাহলে বাস চলবেই না।'
পাশাপাশি মমতার পরামর্শ, 'বাসে যেখানে সেখানে হাত দেবেন না। গ্লাভস মাস্ক পড়তে হবে বাসে ওঠার আগে। বাস সবসময় জীবাণুমুক্ত করতে হবে। দরকার হলে বাড়ি থেকে কাগজ নিয়ে এসে বাসের সিটে রেখে বসতে হবে। সেই নির্দিষ্ট কাগজটি ডাস্টবিনে ফেলতে হবে।'

কোয়ারেন্টাইন সেন্টার তৈরি করাকে কেন্দ্র করে এবার বিক্ষোভ খোদ সিউড়ি শহরে

সিউড়ি, ২৯ মে (হি.স.) : কোয়ারেন্টাইন সেন্টারকে কেন্দ্র করে বারংবার উত্তপ্ত হতে দেখা গিয়েছে রাজ্যের বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলকে। গ্রামের বাসিন্দাদের বারংবার দাবি জনবসতিপূর্ণ এলাকায় কোন রকম ভাবে কোয়ারেন্টাইন সেন্টার করা যাবে না। আর এবার সেই বিক্ষোভের আগুণ ছড়িয়ে পড়ল খোদ শহরে। বীরভূমের সিউড়ি শহরে একটি কোয়ারেন্টাইন সেন্টার তৈরি করাকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার বিক্ষোভ দেখা যায়। চলে পথ অবরোধও।
কোয়ারেন্টাইন সেন্টার তৈরি করাকে কেন্দ্র করে বিক্ষোভের ঘটনা ঘটেছে শুক্রবার বীরভূমের সিউড়ি শহরের ১ নম্বর ওয়ার্ডের ১-এর পল্লী এলাকায়। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, এখানে সিউড়ি বেনীমাধব উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠের মধ্যেই রয়েছে একটি আদিবাসী হোস্টেল।সেই হোস্টেলকে কোয়ারেন্টাইন সেন্টার করার উদ্যোগ নিচ্ছে প্রশাসন। কিন্তু তারা এই জনবসতিপূর্ণ এলাকায় কোয়ারেন্টাইন সেন্টার তৈরি করতে দেবেন না।
এলাকার বাসিন্দাদের দাবি, 'প্রশাসনের আরও অনেক জায়গা রয়েছে সেখানে কোয়ারেন্টাইন সেন্টার করুক। এমন জনবসতিপূর্ণ এলাকায় কোয়ারেন্টাইন সেন্টার করলে আমাদের এবং আমাদের বাচ্চাদের অসুবিধা হবে। আমরা এখানে কোন ভাবেই কোয়ারেন্টাইন সেন্টার করতে দেব না।' কোয়ারেন্টাইন সেন্টার তৈরি করাকে কেন্দ্র করে এই বিক্ষোভের কারণে এলাকার বাসিন্দারা প্রায় আধঘন্টা পথ অবরোধ করেন। সিউড়ি থেকে রাজনগর যাওয়ার মূল রাস্তা তিনদিক থেকে বন্ধ করে দেওয়া হয়। এরপর পুলিশ গিয়ে এলাকার বাসিন্দাদের বুঝিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেন ও পথ অবরোধ তুলে দেন।
প্রসঙ্গত, বীরভূমে করোনা সংক্রমণ প্রথম থেকেই নিয়ন্ত্রণে ছিল। তবে ভিন রাজ্য থেকে পরিযায়ী শ্রমিকদের জেলায় ফেরার সাথে সাথেই তরতরিয়ে বাড়তে শুরু করেছে সংক্রমণ। সূত্র মারফত জানা গিয়েছে জেলায় এখনো পর্যন্ত সংক্রমনের সংখ্যা ছাড়িয়েছে ১০০। আর এই সংক্রমণ ঠেকাতে জেলা প্রশাসন নানান উদ্যোগ নিতে শুরু করেছে। যেমন ব্লকে ব্লকে কোয়ারেন্টাইন সেন্টার তৈরি করে পরিযায়ী শ্রমিকদের রাখা, পরিযায়ী শ্রমিকদের হাতে ভোট দেওয়ার মতো কালি দিয়ে চিহ্নিতকরণ করা ইত্যাদি। কিন্তু এই সকল পদক্ষেপ বিশেষ করে কোয়ারেন্টাইন সেন্টার তৈরি করা নিয়ে বারবার ধাক্কা খেতে হচ্ছে জেলা প্রশাসনকে। আর এবার সেই ধাক্কা খোদ সিউড়ি শহরেই।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

অসমের সাত জেলা বন্যার কবলে, পীড়িত ৩.৮১ লক্ষ, উদ্ধার অভিযানে এনডিআরএফ-এসডিআরএফ

গুয়াহাটি, ২৯ মে (হি.স.) : বিভীষিকার রূপ ধারণ করেছে অসমের বন্যা পরিস্থিতি। বন্যার কবলে পড়ে ইতিমধ্যে দুজনের অকাল মৃত্যু হয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় নদীবাঁধে ফাটল কিংবা ভেঙে যাওয়ায় পরিস্থিতি নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। বেশ কয়েকটি জায়গায় লাল সতর্কতা জারি করেছে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন। বানভাসি মানুষজনকে উদ্ধার করতে অভিযান চালিয়েছেন এনডিআরএফ এবং এসডিআরএফ-এর জওয়ানরা
এদিকে একেকটি গ্রাম সাগরে পরিণত হওয়ায় দুর্গতরা দিগবিদিগশূন্য ছুটোছুটি করছেন। নিরুপায় পশুকুলও। বেশ কয়েকটি জাতীয় সড়কের উপর দিয়ে জল বইছে। বন্যা পরিস্থিতির পর্যালোচনা করতে মুখ্যসচিব, পুলিশপ্রধান এবং বিভিন্ন বিভাগের শীর্ষকর্তাদের নিয়ে বৈঠক করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। করোনা উপদ্রবের মধ্যে আরেক দুর্যোগ মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। শুক্রবার গোয়ালপাড়ায় বন্যা ত্রাণ শিবিরে গিয়ে দুর্গতদের খোঁজ নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। কথা বলেছেন আশ্রিতদের সঙ্গে। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন খাদ্য ও সরবরাহ মন্ত্রী ফণীভূষণ চৌধুরী। গত চারদিনের বৃষ্টির ফলে সৃষ্ট প্রলয়ঙ্করী বন্যার কবলে পড়েছে রাজ্যের সাতটি জেলা। সেগুলি যথাক্রমে নলবাড়ি, গোয়ালপাড়া, নগাঁও, হোজাই, পশ্চিম কারবি আংলং, ডিব্রুগড় এবং তিনসুকিয়া। মোট ১১টি রাজস্ব সার্কলের ৩৫৬টি গ্রাম বন্যা কবলে পড়েছে। পীড়িত মানুষের সরকারি সংখ্যা ৩,৮১,৩২০, পশুকুলের মধ্যে বড় ৫২,৫৬১; ছোট ২১,৮৩৩। বন্যার জলে ভেসে গেছে একটি বড় গবাদি পশু, ছোট একটি। ২৪,৭৫৫ হেক্টর খেতের জমি প্লাবিত হয়েছে। জানিয়েছেন রাজ্য দুর্যোগ মোকাবিলা কর্তৃপক্ষ।

ফের ত্রিপুরা থেকে পালিয়ে পাথারকান্দি পুলিশের হাতে আটক যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ মে।। অসম-ত্রিপুরা আন্তঃরাজ্য সীমান্ত সিল। এমতাবস্থায় ত্রিপুরা থেকে পালিয়ে এসে পাথারকান্দিতে ধরা পড়েছে আরও এক শ্রমিক। ধৃতকে প্রথামিক স্বাস্থ্য পরীক্ষার পর একান্তবাসে পাঠিয়েছে পাথারকান্দি পুলিশ। নোভেল করোনার প্রাদুর্ভাবে জারিকৃত লকডাউনে ত্রিপুরায় আটকে পড়েছিল করিমিগঞ্জ জেলার রামকৃষ্ণনগর থানার অন্তর্গত ঘোলছড়া গ্রামের জনৈক আবদুল কাদিরের ছেলে মুফিনুল ইসলাম (২৬)।
মাঝে দু দিন বিরতির পর আজ শুক্রবার মুফিনুল ইসলামকে ধরেছে পাথারকান্দি থানার অধীন সোনাখিরা পুলিশ চেকপোস্টের পুলিশ। চেকপোস্টের ইনচার্জ সুখেশ দাস জানান, আজ দুপুরে ত্রিপুরা প্রশাসনের চোখে ধুলো দিয়ে গোপনে এই যুবক পায়ে হেঁটে আসছিল। কিন্তু এখানে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে গেছে। জিজ্ঞাসাবাদে সে উত্তর ত্রিপুরায় জনৈক ঠিকাদারের অধীনে শ্রমিকের কাজ করত। কিন্তু লকডাউনের ফলে কাজ বন্ধ হয়ে গেছে। তাছাড়া ঠিকাদারও কোনও টাকা দেননি। তাই অর্থাভাবে বাধ্য হয়ে পায়ে হেঁটে বাড়ির উদ্দেশে আসছিল। তবে রাস্তায় তাকে কেউ আটকায়নি বলে দাবি করেছে মুফিনুল।
এদিকে ধৃত মুফিনুল ইসলামকে পাথারকান্দির স্বাস্থ্য দফতরের হাতে সমঝে দিয়েছেন পুলিশ অফিসার। স্বাস্থ্য কর্মীরা তাকে প্রাথমিক পরীক্ষার পর ১৪ দিনের জন্য একান্তবাসে পাঠিয়ে দিয়েছেন বলে জানা গেছে।
প্রসঙ্গত, চলমান লকডাউনের সময়কালে করোনা ঠেকাতে অসম-ত্রিপুরা আন্তঃ রাজ্য সীমান্ত সিল করা হলেও গত কয়েকদিনে পাথারকান্দির সোনাখিরায় অবৈধ ভাবে এসে পুলিশের জালে ধরা পড়েছে মোট ৪৩ জন।

অজিত যোগীর মৃত্যুতে ছত্তিশগড়ে ৩দিনের রাষ্ট্রীয় শোক, অর্ধনমিত থাকবে জাতীয় পতাকা

রায়পুর, ২৯ মে (হি.স.): ছত্তিশগড়ের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অজিত যোগীর মৃত্যুতে রাজ্যে তিন দিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করা হয়েছে। আগামী তিন দিন অর্ধনমিত জাতীয় পতাকা থাকবে। অন্যদিকে, যোগীর মৃত্যুর খবর পাওয়ার পর থেকে রাজ্যজুড়ে লোকেরা তাকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বাঘেল প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অজিত যোগীর মৃত্যু রাজ্যের জন্য বড় রাজনৈতিক ক্ষয় হিসাবে বর্ণনা করেছেন। যোগীর মৃত্যুতে তিনি রাজ্যে তিনদিনের রাষ্ট্রীয় শোকের ঘোষণা করে বলেন, এই তিনদিন জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হবে এবং এই সময়ে কোনও সরকারী অনুষ্ঠান হবে না। প্রয়াত যোগীর শেষকৃত্য সম্পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সম্পন্ন করা হবে। মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বাঘেল অজিত যোগীর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে বলেছেন, তিনি সর্বদা রাজ্যের সকল মানুষের স্মৃতিতে বাঁচবেন। এদিকে, ছত্তিশগড়ের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রমন সিং বলেন, আজ রাজ্যের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী অজিত যোগীর মৃত্যুতে হৃদয় গভীর শোকাহত। তাঁর মৃত্যু রাষ্ট্রের অপূরণীয় ক্ষতি। তিনি এও বলেন, অজিত যোগীর সঙ্গে আজ, রাজ্যের এক রাজনৈতিক ইতিহাসেরও অন্ত হল। ঈশ্বর তাঁর বিদেহী আত্মাকে শান্তি ও শোকসন্তপ্তকে ধৈর্য্য দান করুন।

শ্রমিক এক্সপ্রেসের নামে করোনা এক্সপ্রেস চালাচ্ছে, কেন্দ্রকে কটাক্ষ মমতার

কলকাতা,২৯ মে(হি. স.): শ্রমিক এক্সপ্রেসের নামে করোনা এক্সপ্রেস চালাচ্ছে। কেন্দ্রকে নিশানা করে এমন ভাবেই ক্ষোভ উগরে দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার নবান্নে কেন্দ্রের একের পর এক শ্রমিক ট্রেন পাঠান নিয়ে তোপ ছোড়েন মুখ্যমন্ত্রী। এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমি মন থেকে চাই আমার শ্রমিক ভাই-বোনরা ফিরে আসুক। তার জন্যই আমরা ট্রেন চেয়েছি কেন্দ্রের থেকে। কিন্তু একটা সিটে কেন গাদাগাদি করে বসে আসবে। কেন তাদের জল খাওয়ার ব্যবস্থা করা হবে না। দরকার হলে বগি বাড়ান। রাজ্য সবকিছুর খরচা দিচ্ছে। অথচ যারা ৭২ঘন্টা ট্রাভেল করে আসছে তাদের পানীয় জল টুকুও দেওয়া হচ্ছে না। গাদাগাদি করে আসার ফলে যাদের সংক্রমণ ছিল না তাদের ও সংক্রমণ হচ্ছে।'

উপস্থিতির বিষয়টি মানবিকভাবে দেখতে হবে, আর্জি পঃবঙ্গ শিক্ষামন্ত্রীর

কলকাতা, ২৯ মে (হি স): করোনা আতঙ্কে ভুগছে গোটা বিশ্ব।করোনা সংক্রমণ এড়াতে দেশজুড়ে চলছে লকডাউন।আর লকডাউনের জেরে বন্ধ করা হয়েছে রাজ্যের স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়। তবে, শুক্রবার সাংবাদিক সম্মেলন করে "উপস্থিতির বিষয়টি মানবিকভাবে দেখতে হবে" বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কাছে আর্জি জানালেন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। এই প্রসঙ্গে শিক্ষা মন্ত্রী বলেন,"কলেজ খোলা নিয়ে সিদ্ধান্ত নেবে বিশ্ববিদ্যালয়।আমি প্রেসিডেন্সি, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে কথা বলেছি।সবাই পরিকল্পনামাফিক কাজ করছে।কিভাবে পরীক্ষা হতে পারে কোন পদ্ধতিতে পরীক্ষা হতে পারে সেই সিদ্ধান্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নেবে। বর্তমান পরিস্থিতিতে উপস্থিতির হারে শিথিলতা দিতে বলেছি।উপস্থিতির বিষয়টি মানবিকভাবে দেখতে হবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে। অবশ্যই মাস্ক পরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসতে হবে।থাকবে জীবাণুমুক্তকরণ যন্ত্রও"।

সেন্টার

● প্রথম পাতার পর

অবস্থায় রয়েছে তা নিয়ে পর্যালোচনা এবং অনুশীলন করা হবে। এছাড়াও এই সেন্টারের মাধ্যমে প্রশাসনের কোনো ফাঁকফোকর থাকলে তা চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। রাজ্যে এই সেন্টারটি পরিচালনার ক্ষেত্রে গুড গভর্নেন্সের জন্য একজন কনসালটেন্ট, ই-গর্ভনেন্সের জন্য একজন কনসালটেন্ট, একজন রিসার্চ অ্যাসিসটেন্ট, একজন ডাটা এন্ট্রি অপারেটর, এবং ১ জন পিয়ন নিয়োগ করা হবে। এই সেন্টার পরিচালনার জন্য রাজ্য সরকারের বার্ষিক ৭৭ লক্ষ ২০ হাজার টাকা ব্যয় হবে বলে শিক্ষামন্ত্রী সাংবাদিকদের জানান।

সাংবাদিক সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী আরও জানানন, এখন থেকে ত্রিপুরা জুডিশিয়াল সার্ভিস গ্রেড থ্রি পরীক্ষায় বাংলা/ককবরক বিষয়ে ১০০ নম্বরের প্রশ্নে পরীক্ষা নেয়া হবে। আগে টিপিএসসি'র মাধ্যমে ত্রিপুরা জুডিশিয়াল সার্ভিস গ্রেড থ্রি-তে ৫ টি বিষয়ে ৫০০ নম্বরের পরীক্ষা নেয়া হত। বিষয়গুলি ছিল ল পেপার-১ ১০০, ল পেপার -২ ১০০ নম্বরের, সাধারণ জ্ঞান ১০০ নম্বরের, মৌখিক ১০০ নম্বরের এবং ইংরেজী ১০০ নম্বরের,। যেহেতু বাংলা এবং ককবরক রাজ্যের সরকারী ভাষা তাই জুডিশিয়াল সার্ভিস রুলসের অষ্টম সংশোধনীর মাধযমে রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এখন থেকে ত্রিপুরা জুডিশিয়াল সার্ভিস গ্রেড থ্রি'র পরীক্ষাতে বাংলা/ককবরক বিষয়ে ১০০ নম্বরের সিলেবাস থাকবে। রাজ্যের ছেলে মেয়েদের সুবিধার্থেই এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে বলে শিক্ষামন্ত্রী সাংবাদিকদের জানান।

চরমে

● প্রথম পাতার পর

করার চেষ্টা। আজকের জায়গা পরিদর্শন স্থলে উপস্থিত ছিলেন মহকুমা শাসক চাদনী চন্দ্রন, এসডিপিও বিক্রম জিৎ শুক্লদাস। সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন উদ্বাস্তু জনগণের নেতৃত্বরাও।

মিজোরাম থেকে আসা উদ্বাস্তুদের জন্য প্লট দেখে ভানডারিমা হয়ে কনপুই দিয়ে পুলদুংসাই যাওয়ার সময় মিজোরা পথ অবরোধ করেন। মহাকুমা শাসক বলেন আগামী ৩ জুন কাঞ্চনপুর মহকুমা শাসকের অফিসে একটি বৈঠক করা হবে। ওই বৈঠকে এসে যা কিছু সমস্যা বলার জন্য। মিজোরা মহকুমা শাসকের কাছে প্লটের নাম্বার চেয়েছেন, মহকুমা শাসক বিরক্তের সাথে বলেন, অফিসে এসে দেখা করার জন্য। এদিকে, মিজোদের মারমুখী চরিত্রে রীতিমতো আতঙ্কে জুবুথুবু কাংরাই এলাকার জনগণ। এখনও সেখানকার পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে রয়েছে বলে সূত্র মারফত জানা গিয়েছে। তবে পুলিশ গোটা বিষয়টির উপর নজর রেখে চলেছে।

পৌঁছেছেন

● প্রথম পাতার পর

থেকে ৭৩ জন অর্থাৎ ৯৯ জন যাত্রী নিয়ে একটি ট্রেন লামডিং জংশনে পৌঁছেছে। আগামীকাল হাওড়া থেকে ১ টি ট্রেন আগরতলার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবে। আজ বিশ্রামগঞ্জ থেকে ১ টি ট্রেন ১৮০০ যাত্রী নিয়ে রাঁচি গেছে। আজ জিরানীয়া থেকে ১ টি ট্রেন গয়ার উদ্দেশ্যে ছেড়েছে। শিক্ষামন্ত্রী জানান, গতকাল ২ জন করোনা আক্রান্ত পজিটিভ রোগী পাওয়া যায়। তাদের বাড়ি গোমতী জেলায়। তারা মুম্বাই থেকে রাজ্যে আসেন। তাদের ট্রিটমেন্ট সেন্টারে ভর্তি করা হয়েছে।

যুবক

● প্রথম পাতার পর

তাতে এক যুবক গুরুতর ভাবে আহত হয়। তাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে রানির বাজার থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। ঘটনাস্থল থেকে দুর্ঘটনাগ্রস্ত দুটি বাইক উদ্ধার করে পুলিশ। এ ব্যাপারে রানীর বাজার থানায় সুনির্দিষ্ট মামলা হয়েছে। চালকদের দ্রুতগামীতা-ও অসাবধানতার কারণেই ভয়াবহ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বলে রাণীর বাজার থানার পুলিশ জানিয়েছে।

মোবাইল

● প্রথম পাতার পর

৬৬ডি এবং ৬৬সি ধারায় মামলা গ্রহণ করেছে পুলিশ। শান্তিরবাজার থানার ওসি সুব্রত চক্রবর্তী জানান, তাদের বিরুদ্ধে মামলা গ্রহণ করে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। তাঁর দাবি, প্রতারণার মামলায় এক মাসের মধ্যে সাফল্য মিলেছে। এ ধরনের প্রতারণা মূলক ঘটনাকে কেন্দ্র করে শান্তিরবাজার এলাকায় তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি উঠেছে।

সন্ধান

● প্রথম পাতার পর

রয়েছেন ৮৬ জন। সেখানে সেম্পল সংগ্রহ করা হয়েছে ১৩৭ জনের। তিনি জানান আজ চেন্নাই থেকে ১৫৭৮ জন আগরতলায় এসে পৌঁছেছেন। তাদের মধ্যে ৩২১ জনের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। তাছাড়া আজ আমেদাবাদ থেকে ১ টি ট্রেন ৩২৩ জন যাত্রী নিয়ে আগরতলায় পৌঁছেছে। এদের মধ্যে ৭০ জনের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে।

মহিলারা

● প্রথম পাতার পর

মেইট থাকবেন। মহিলা স্বসহায়ক দল থেকে মহিলা মেইট নির্বাচন করা হবে। এ ধরণের কাজে রাজ্যে মহিলাদের যুক্ত করা হলে গ্রামীণ অর্থনীতির পাশাপাশি মহিলাগণ আর্থিকভাবে সবল হবেন। অনুষ্ঠানে চড়িলাম ব্লকের বিডিওসহ আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

সংসদ ডা. রাজদীপের

তিনের পৃষ্ঠার পর --- দেখে যাবতীয় খুঁটিনাটি জেনে নেন চিকিৎসক-সাংসদ রাজদীপ রায়।
হাসপাতালের যে অংশে কোভিড পজিটিভ রোগীর চিকিৎসা চলবে সেখানে গিয়েও যাবতীয় পরিদর্শন করে পরে জেলাশাসক মেঘনিধি দাহাল ও হাসপাতালের সুপার ডা. সুদীপ চক্রবর্তী সহ অন্যান্যদের সঙ্গে বৈঠক করেন সাংসদ ডা. রাজদীপ রায়। সংসদ রায় এ ব্যাপারে স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে বিস্তারিত অবগত করবেন বলে জানা গেছে।

ঘটনায় চাঞ্চল্য বাঁকুড়ায়

তিনের পৃষ্ঠার পর — শ্রমিকদের আটক করার পরে স্থানীয় প্রশাসনের তরফে থার্মাল স্ক্রিনিংও করা হয়। পুলিশ সূত্রেই জানা গিয়েছে, ট্রেন থেকে ঝাঁপ দেওয়া শ্রমিক কার্যত বরাত জোরে বেঁচে গিয়েছে। তবে সামান্য আহত হয়েছে।
বাঁকুড়া স্টেশনের স্টেশন ম্যানেজার শান্তব্রত বিশ্বাস জানিয়েছেন, 'ওই যাত্রীদের মধ্যে একজনকেও স্টেশনের বাইরে বেরিয়ে যেতে দেওয়া হয়নি। প্রত্যেককেই ধরা পড়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারাই তাঁদের পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে।'

আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ৪০

তিনের পৃষ্ঠার পর — করিমগঞ্জ জেলার বিভিন্ন কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে প্রায় প্রতিদিনই করোনা আক্রান্ত ধরা পড়ায় স্বাভাবিক ভাবেই জেলার জনমনে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। জেলা প্রশাসন ও স্বাস্থ্য বিভাগের পক্ষ থেকে জেলাবাসীকে আতঙ্কিত না হওয়ার অভয় দেওয়া হলেও প্রশাসনিক তৎপড়তা দেখে জেলাবাসী নিশ্চিন্ত থাকতে পারছেন না। সমগ্র রাজ্যের সঙ্গে প্রান্তিক জেলায়ও আক্রান্তের সংখ্যা ভয়াবহ হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার সম্মিলিতভাবে এই মারণ ভাইরাস প্রতিরোধে দস্তুরমতো লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। সংক্রমণ মোকাবিলায় সবরকমের ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। তবুও সংক্রমণ প্রতিরোধে লাগাম টানা যাচ্ছে না।

সোনামুড়ায়

● প্রথম পাতার পর

করবে। এই রুটটি ১ থেকে ৮ পর্যন্ত বিদ্যমান সকল আইবিপি রুটকে সংযুক্ত করবে।

বর্তমান প্রটোকলের অধীনে বিদ্যমান ছয়টি পোর্ট অফ কল হলো ভারতের কলকাতা, হলদিয়া, করিমগঞ্জ (অসম), পাণ্ডু (অসম), শিলঘাট (অসম) এবং ধুবড়ি (অসম)। বাংলাদেশের পক্ষে নারায়ণগঞ্জ, খুলনা, মংলা, সিরাজগঞ্জ, আশুগঞ্জ ও পানগাঁও। এদিন স্বাক্ষরে ভারতের পক্ষ থেকে নতুন যুক্ত হওয়া পাঁচটি বন্দর হলো ধুলিয়ান, মাইয়া, কোলাঘাট, সোনামুড়া এবং যোগিগোপা (অসম)। আর বাংলাদেশের বন্দরগুলো যথাক্রমে রাজশাহী, সুলতানগঞ্জ, চিলমারি, দাউদকান্দি এবং বাহাদুরাবাদ। এছাড়াও এই সংযোজনের মাধ্যমে ভারতের ত্রিবেলি (ব্যান্ডেল) ও বদরপুর (অসম) এবং বাংলাদেশের ঘোড়াশাল ও মুক্তারপুর এই দু'টি বন্দর সম্প্রসারণের ফলে দুই দেশের পোর্ট অফ কলও সম্প্রসারিত হল। পোর্ট অফ কলের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ১১টি এবং দুইয়ে। এই ঐতিহাসিক চুক্তির ফলে দারুণ ভাবে উপকৃত হবে ত্রিপুরা।

আহ্বান সুদীপ বর্মনের

আটের পাতার পর উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক আশিস কুমার সাহা সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা। রক্তদান শিবিরের সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন বলেন এই সংকটময় মুহূর্তে রুটি ব্যাংক ফাউন্ডেশন রক্তদানের যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবি রাখে। বিধায়ক শ্রী বর্মন আরো বলেন রক্তের অভাবে রাজ্যে স্বাস্থ্য পরিষেবা মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। এই সংকটময় মুহুর্তে অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সহ সকলকে রক্তদানে এগিয়ে আসতে হবে। তিনি বলেন সকলকে মনে রাখতে হবে রক্ত কোন ল্যাবরেটরীতে তৈরি হয়না। বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি সাধিত হলেও রক্তের বিকল্প কোন কিছু এখনো পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি। একমাত্র রক্ত দানের মাধ্যমে রক্তের চাহিদা পূরণ করা সম্ভব। রক্তদান নিয়ে ধারণা এবং কুসংস্কার দূর করে সকলকে রক্তদানে উৎসাহিত করার জন্য তিনি আহ্বান জানিয়েছেন। রুটি ব্যাংক ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তারা জানান তারা ভবিষ্যতেও এ ধরনের সামাজিক কর্মসূচি অব্যাহত রাখবেন।

দাবী করল ডিওয়াইএফআই

আটের পাতার পর দিয়ে পিআর বাড়ি থানাতে নিয়ে আসে। সেদিন রাতেই হামলাকারীরা রাকেশ ও বিপ্লব পালের বিরুদ্ধে থানায় মিথ্যা মামলা করে এই মামলার ফলে বুধবারে পুলিশ আক্রান্ত রাকেশ বিশ্বাস ও বিপ্লব পালকে আদালতে তোলার পর চৌদ্দদিনের জেল হাজতবাসের নির্দেশ দেন। কিন্তু আক্রান্ত কারীদের বাড়িঘর মঙ্গলবার রাতে ঘেরাও করে রাখাতে থানায় মামলা দায়ের করতে না পারায় বুধবার সকালে রাকেশ বিশ্বাসের পরিবার ও বিপ্লব পালের পরিবার আক্রমনকারি বিমল পাল ও তার দল বলের নামধাম দিয়ে থানায় মামলা দায়ের করা পরেও তিন দিন অতিক্রান্ত হতে চলছে এখনো আক্রমনকারীরা অধরা। সিপিআইএম বিলোনিয়া বিভাগীয় কমিটির নেতৃত্বরা এ বিষয়ে জেলা ও মহকুমা প্রশাসন , পুলিশ প্রশাসনকে জানিয়েও কাজ হয়নি। হামলাকারীরা বহাল তবিয়তে আছে বলে অভিযোগে করেন ডিওয়াইএফ আই এর নেতৃত্বরা। ঘটনার তীব্র নিন্দা করে দোষীদের শাস্তির দাবী তোলেন।
এই দিনের সাংবাদিক সম্মেলনে ছিলেন ডিওয়াইএফ আই এর মহকুমা কমিটির সভাপতি ও সম্পাদক রিপু সাহা, মধুসূদন দত্ত, ছাত্র নেতা সুকান্ত মজুমদার।

দশ বছরের নাবালিকা হিমানী

আটের পাতার পর সমস্ত মায়া-মমতা ত্যাগ করে পরলোক গমন করেন। এই মানব কুলে জন্ম নিয়ে একেবারে একা হয়ে পড়েন বছর দশেকের অবুঝ নাবালিকা হিমানী। এই ত্রিভুবনে আপন বলতে আর কেউ ই তার রইল না।ধর্মীয় ক্রিয়া-কলাপ আচার-অনুষ্ঠান সম্পূর্ণভাবে বুঝে উঠার আগেই নিজের হাতে শেষ সম্বল জন্মদাত্রী মায়ের শ্রাদ্ধের কাজ টাও সম্পন্ন করতে হলে তাকে। কি হবে তার ভবিষ্যৎ হয়তো কিছুই বোঝার মত বয়স তার হয়নি। কয়েকজন এলাকাবাসীর সাথে মায়ের শ্রাদ্ধের জন্য চাঁদা তুলতে বেরিয়ে পরে বাজারে। বাজারের প্রতিটি দোকানদার ই কঠিন বাস্তবের এই হৃদয়বিদারক দৃশ্যটির সাক্ষী হলেন। খবর পেয়ে বুধবার বিশালগড় প্রেসক্লাবের সাংবাদিকরা ছুটে যান তার বাড়িতে। সেই সময় সামনে মায়ের শ্রাদ্ধের আয়োজন নিয়ে বসে আছে ছোট্ট হিমানী। পুরোহিত মশাই মন্ত্র উচ্চারণ করে যাচ্ছেন। বিশালগড় মহাকুমার এর সাংবাদিক সাধন দেবনাথ সমীর, ভৌমিক তাজুল ইসলাম, হারাধন দেবনাথ জ্যোতির্ময় সাহা এবং গৌতম ঘোষ তৎক্ষণাৎ মেয়েটির হাতে বিশালগড় প্রেস ক্লাবের তরফ থেকে তিন হাজার টাকার তুলে দেন। এবং এই পরিস্থিতিতে এই ছোট্ট মেয়েটির জন্য কি কি করা যায় সেইসব বিষয়ে স্থানীয় এলাকাবাসীর সঙ্গে কথা বলেন। এলাকাবাসীরা জানায় গতকাল চড়িলাম ব্লকের বিডিও এসে ব্যক্তিগত উদ্যোগে নাকি নগদ ২০০০ টাকা দিয়ে গেছেন।এবং আগামী দিনেও যতটুকু সাহায্য করা যায় উনি চেষ্টা করবেন প্রতিশ্রুতি দিয়ে যান।

প্রস্তুতি নিতে হবে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

আটের পাতার পর সেন্টারে যারা রয়েছেন তাদের চিকিৎসা সংক্রান্ত বিস্তারিত সংবাদ সম্পর্কে অবহিত হন। সেখানে তিনি কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে যারা রয়েছেন তাদের সাথে কথা বলেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে খোঁজ খবর নেন। মুখ্যমন্ত্রী তাদের বলেন সমস্ত রকমের পরিষেবা আপনারা পাবেন। যারা কোয়ারেন্টাইনে রয়েছেন তাদের পাশে সরকার রয়েছে। কোয়ারেন্টাইনে রয়েছেন বলে মন খারাপ করার কিছু নেই। কোভিড-১৯ মোকাবেলায় সমস্ত নির্দেশ মেনে চললেই আমরা এই সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসতে পারব। মুখ্যমন্ত্রী মেডিক্যাল অফিসারদের নির্দেশ দেন কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে যারা রয়েছেন তাদের চিকিৎসা সংক্রান্ত প্রতিদিনের রিপোর্ট যাতে সময়মত উর্দ্ধতন কর্তপক্ষের কাছে পাঠানো হয়। কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে যারা রয়েছেন তাদের রিপোর্ট না আসা পর্যন্ত তাদেরকে কোয়ারেন্টাইন সেন্টার থেকে যাতে ছাড়া না হয় এবং হোম কোয়ারেন্টাইনে রাখার ব্যবস্থা যাতে সঠিকভাবে করা হয় সে বিষয়েও নজর দিতে জেলার উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। বৈঠকের পর মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব মধুপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি পরিদর্শন করেন। সেখানে চিকিৎসারত রোগীদের সাথে মুখ্যমন্ত্রী মতবিনিময় করেন। কোভিড-১৯ মোকাবেলায় জনসাধারণকে সচেতন করতে মুখ্যমন্ত্রীর আজকের এই সফরের মূল উদ্দেশ্য হলেও সাম্পতিক ঝড়ে গকুলনগর এলাকায় যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে সে বিষয়েও তিনি খোঁজ খবর নেন।

সিপাহীজলা জেলার বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শনকালে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক, বিধায়ক সুভাষ চন্দ্র দাস, সিপাহীজলা জিলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত, সহ সভাধিপতি পিন্টু আইচ, বিভিন্ন প'ায়েত সমিতির চেয়ারম্যানগণ, গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের সচিব সৌম্যা গুপ্তা, অতিরিক্ত সচিব এস কে রাকেশ, মুখ্যমন্ত্রীর সচিব পি কে গোয়েল, রোগ প্রতিরোধ ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তা ডা. রাধা দেববর্মা, সিপাহীজলা জেলার জেলাশাসক সি কে জমাতিয়া, পুলিশ সুপার ক'ষ্ণেন্দ চক্রবর্তী, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জ্যোতির্মান দাস চৌধুরী, সোনামুড়া মহকুমার মহকুমা শাসক সুবত চক্রবর্তী, বিভিন্ন ব্লকের বিডিও এবং বিভিন্ন দপ্তরের পদস্থ আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন। চড়িলাম ব্লক পরিদর্শনকালে উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মাও মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন।
মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব আজ সন্ধ্যায় বিশালগড় পুর পরিষদ এলাকায় যারা বহির্রাজ্য থেকে এসেছেন তাদের বিষয়ে খোঁজ খবর নেন। তারা যেন সরকারি নিয়ম কানুন সঠিকভাবে মেনে চলেন সে বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন। কোভিড-১৯ সংক্রমণ বিষয়ে জনগণকে সচেতন করতে মুখ্যমন্ত্রী মহকুমা শাসককে ব্যাপক প্রচার করার পরামর্শ দেন। লকডাউনের পরিপ্রেক্ষিতে সুবিধাভোগীদের কাছে সরকারি সহায়তা সঠিকভাবে পৌঁছেছে কিনা, সরকারি কাজকর্ম পুনরায় শুরু হয়েছে কিনা প্রভ'তি বিষয়ে বিস্তারিত খোঁজ খবর নেন। বিশালগড় পুর পরিষদ সংলগ স্থানে আয়োজিত আলোচনায় পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন রূপালী দে, ভাইস চেয়ারপার্সন অ'ন পুরকায়স্থ, বিভিন্ন ওয়ার্ডের কাউন্সিলারগণ সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

সবচেয়ে দামি ক্লাব রিয়াল

শিরোপা হাতে রিয়াল মাদ্রিদ খেলোয়াড়দের উদযাপন। ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডকে পেছনে ফেলে ইউরোপের সবচেয়ে দামি ক্লাবের মুকুট পরেছে স্পেনের দল রিয়াল মাদ্রিদ। দলটির লা লিগার প্রতিদ্বন্দ্বী বার্সেলোনা রয়েছে এই তালিকার চতুর্থ স্থানে।ক্লাবগুলোর ২০১৬-১৭ এবং ২০১৭-১৮ মৌসুমের লাভ, সম্প্রচার সত্ত্ব, জনপ্রিয়তা, সম্ভাবনা এবং স্টেডিয়ামের দাম-এই বিষয়গুলোর ভিত্তিতে রিয়াল ইউরোপের সবচেয়ে দামি দল বলে জানিয়েছে কেপিএসজি।সংস্থাটির প্রতিবেদন অনুযায়ী রিয়াল মাদ্রিদের দাম ৩২২ কোটি ৪০ লাখ ইউরো। ওই দুই মৌসুমে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জেতায় রিয়ালের মূল্য বেড়েছে ১০ শতাংশ। দ্বিতীয় স্থানে থাকা ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের দল ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের দাম ৩২০ কোটি ৭০ লাখ ইউরো।২৬৭ কোটি ৬০ লাখ ইউরো নিয়ে তালিকায় চতুর্থ স্থানে থাকা বার্সেলোনার এক ধাপ ওপরে আছে বায়ার্ন মিউনিখ। জার্মান বুন্ডেসলিগার চ্যাম্পিয়নদের মূল্য ২৬৯ কোটি ৬০ লাখ ইউরো। ২৪৬ কোটি ইউরো নিয়ে পঞ্চম স্থানে আছে ইপিএলের আরেক দল ম্যানচেস্টার সিটি।এরপর আছে চেলসি, গত মৌসুমের চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জেতা লিভারপুল আর্সেনাল, টটেনহ্যাম হটস্পার এবং সেরি আর দল ইউভেন্তুস। সেরা দশে আছে ইংল্যান্ডের ছয় দল, নেই ফ্রান্সের লিগ ওয়ানের চ্যাম্পিয়ন পিএসজি।

নতুন সূচিতে এফএ কাপ

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ মাঠ গড়ানোর অপেক্ষায়। ফুটবলপ্রেমীদের জন্য এবার আরেকটি সুখবর- আগামী জুনের ২৭ ও ২৮ তারিখে এফএ কাপের কোয়ার্টার-ফাইনালগুলো অনুষ্ঠিত হবে। সেমি-ফাইনাল হবে ১১ ও ১২ জুলাই এবং ফাইনাল মাঠে গড়াবে ১ অগাস্ট।এফএ-এর প্রধান নির্বাহী মার্ক বালিংহাম জানান, নিরাপদ পরিস্থিতির উপর ম্যাচগুলোর দিনক্ষণ নির্ভর করছে। ভেন্যু ও ম্যাচ শুরুর সময় পরে জানাবে এফএ। প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কাছে লম্বা সময় খেলা স্থগিত থাকার পর বিভিন্ন দেশে মাঠে ফুটবল ফিরতে শুরু করেছে। গত বৃহস্পতিবার ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ কর্তৃপক্ষ ১৭ জুনে পুনরায় লিগ শুরুর কথা জানায় বিবিসি।এফএ কাপের কোয়ার্টার-ফাইনালের ড্র হয়েছিল ৯ মার্চ। শেষ আটের লড়াইয়ের লেস্টার সিটির প্রতিপক্ষ চেলসি, নিউক্যাসল ইউনাইটেডের বিপক্ষে খেলবে ম্যানচস্টোর সিটি। শেফিল্ড শিল্ডের মুখোমুখি হবে আর্সেনাল। নরিচ সিটির বিপক্ষে খেলবে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড।

মাঠে দর্শক প্রবেশের অনুমতি দিল পোল্যান্ড

করোনাভাইরাস পরিস্থিতিতে দর্শকশূন্য স্টেডিয়ামেই যেখানে ফুটবল ফেরা নিয়ে চলছে তুমুল সমালোচনা, সেখানে মাঠে দর্শক প্রবেশের অনুমতি দিয়েছে পোল্যান্ড।আগামী ১৯ জুন থেকে মাঠে বসে ফুটবল উপভোগ করতে পারবেন পোলিশ ফুটবলের দর্শকরা।দেশটির প্রধানমন্ত্রী মাতেউস মরাভিয়েৎস্কি শুক্রবার বলেছেন, করোনাভাইরাসের বিস্তার এড়াতে ধারণক্ষতার ২৫ শতাংশ দর্শক মাঠে বসে খেলা দেখতে পারবেন।গত মধ্য মার্চে স্থগিত হয়ে যাওয়া পোলিশ প্রিমিয়ার লিগ শুক্রবার পুনরায় শুরু হচ্ছে। প্রতিযোগিতাটির ২০১৯-২০ মৌসুমে বাকি রয়েছে চার রাউন্ডের খেলা।ইউরোপের দেশগুলোর মধ্যে হাঙ্গেরি, চেক রিপাবলিক, এস্তোনিয়া ও ফারো আইল্যান্ড আগেই ঘরোয়া লিগ শুরু করেছে। এই অঞ্চলের শীর্ষ পাঁচ লিগের মধ্যে সবার আগে মৌসুম পুনরায় শুরু করেছে জার্মানি। তবে কোনো দেশই মাঠে দর্শক প্রবেশের অনুমতি দেয়নি।লিগ ফেরার অপেক্ষায় ইংল্যান্ড, স্পেন, ইতালি ছাড়াও ইউরোপের আরও অনেক দেশ। তবে বিশ্বব্যাপি কোভিড-১৯ মহামারীর মাঝে মাঠে দর্শক প্রবেশের অনুমতি দিয়ে বিশেষ নজর কাড়ল পোল্যান্ড।ঝুঁকি এড়াতে মৌসুম বাতিল করার উদাহরণও আছে ইউরোপে। এপ্রিলের শেষ দিকে বাতিল হয়েছে নেইমার-এমবাপেদের ফ্রেঞ্চ লিগ ওয়ান।

নির্ধারিত সূচিতে বিশ্বকাপ আয়োজন নিয়ে শঙ্কায় অস্ট্রেলিয়া

নির্ধারিত সূচিতে বিশ্বকাপ আয়োজন নিয়ে শঙ্কা আরও বেড়ে গেল কেভিন রবার্টসের কথায়। ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার প্রধান নির্বাহী কেভিন রবার্টস মনে করছেন, করোনাভাইরাস মহামারীর জন্য অক্টোবর-নভেম্বরে ২০২০ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ আয়োজন বড় রকমের ঝুঁকির মাঝে আছে। আগামী ১৮ অক্টোবর থেকে ১৫ নভেম্বর অস্ট্রেলিয়ায় হওয়ার কথা টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। এই ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা আইসিসি। শুক্রবার এক ভিডিও বার্তায় রিপোর্টারদের নিজেদের অবস্থান জানান রবার্টস।''অক্টোবর-নভেম্বরে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ আয়োজন নিয়ে আমরা সব সময়ই আশাবাদী। কিন্তু এটা স্বীকার করতেই হবে যে, সেই সময়ে এটি আয়োজনে খুব বড়রকমের ঝুঁকি রয়েছে।''নির্ধারিত সূচিতে আয়োজন সম্ভব না হলে পরের বছর সম্ভাব্য দুটি উইন্ডো দেখালেন রবার্টস, "সম্ভাব্য একটা সময় হতে পারে ফেব্রুয়ারি-মার্চ কিংবা পরের বছরের অক্টোবর-নভেম্বর।"২০২১ সালে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ বসার কথা ভারতে। তারা এবারের আসরের দিকে নজর রেখেছে। শেষ পর্যন্ত বিশ্বকাপ পিছিয়ে গেলে ফাঁকা হওয়া সময়টায় আইপিএল আয়োজনের সুযোগ আসবে তাদের সামনে।

লা লিগা শুরু ১১ জুন

লা লিগা মাঠের ফেরার দিনক্ষণ নিয়ে কদিন ধরেই শোনা যাচ্ছে নানা কথা। এই গুঞ্জনের ইতি টেনে দিলেন হাভিয়ের তেবাস। লা লিগা সভাপতি জানালেন, আগামী ১১ জুন মাঠে ফিরবে স্পেনের শীর্ষ লিগ।স্পেনের দৈনিক মার্কার সঙ্গে আলাপচারিতায় ২০২০-২১ মৌসুম নিয়েও কথা বলেছেন তেবাস। আগামী ১২ সেপ্টেম্বর থেকে তা শুরু হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। ''আমরা প্রস্তুত আছি (লিগ শুরু করতে) এবং যে দিন আমরা লিগ শেষ করতে পারব, সেটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হবে।''প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে গত ১২ মার্চ থেকে স্থগিত রয়েছে লা লিগা।
স্পেন সরকারের কাছ থেকে সবুজ সংকেত পাওয়ার পর থেকে লিগ শুরুর দিনক্ষণ নিয়ে অনেক কথা শোনা যাচ্ছিল।আগামী ৮ জুন লা লিগা পুনরায় শুরুর অনুমতি দেন স্পেনের প্রধানমন্ত্রী। এরপর তেবাস জানান ১২ জুন শুরুর সম্ভাব্য তারিখ। দর্শকশূন্য
স্টেডিয়ামে রিয়াল বেতিস ও সেভিয়ার মধ্যেকার ডার্বি দিয়ে ২০১৯-২০ লিগ মৌসুমের বাকি খেলা শুরু কথাও জানান তিন।৫৮ পয়েন্ট নিয়ে লিগে শীর্ষে রয়েছে বার্সেলোনা। দুই পয়েন্ট কম নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে আছে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী রিয়াল মাদ্রিদ। লা লিগার ১১ রাউন্ডের খেলা বাকি রয়েছে।

গুয়ার্দিওলার সহকারী হওয়ার প্রস্তাবে কম্পানির 'না'

মিকেল আর্তেতা আর্সেনালের কোচ হওয়ার পর থেকে সহকারী খুঁজছেন পেপ গুয়ার্দিওলা। ম্যানচেস্টার সিটি চেয়েছিল সাবেক অধিনায়ক ভিনসেন্ট কম্পানিকে দিয়ে আর্তেতার শূন্যস্থান পূরণ করতে। কিন্তু এক সময়ের কোচের সহকারী হতে রাজি হননি কম্পানি।বর্তমানে বেলজিয়ান লিগের দল আন্ডারলেখটে খেলোয়াড় ও কোচ হিসেবে আছেন তিনি। দলটির সঙ্গে ২০২২ সাল পর্যন্ত চুক্তি রয়েছে গত বছর সিটিকে বিদায় বলে দেওয়া এই ডিফেন্ডারের।১১ বছর ধরে ইংল্যান্ডে থাকা সময়ে অনেক সাফল্য পেয়েছেন কম্পানি। সিটির হয়ে চারটি প্রিমিয়ার লিগ, দুটি এফএ কাপ, চারটি লিগ কাপ জিতেছেন। সিটির ইতিহাসের অন্যতম সেরা খেলোয়াড় হিসেবে ধরা হয় তাকে।দায়িত্ব নিয়ে সিটিতে ফেরার চাওয়াটা কখনই গোপন করেননি কম্পানি। কিন্তু ৩৪ বছর বয়সী এই ডিফেন্ডার বর্তমানে আন্ডারলেখট ছেড়ে গুয়ার্দিওলার সহকারী হয়ে ইতিহাদের আঙিনায় আসতে চান না বলে শুক্রবার জানিয়েছে বেলিজিয়ামের একাধিক গণমাধ্যম।

-ঃ অপরিচিত পুরুষ ব্যক্তির মৃতদেহের সনাক্তকরণ চাই ঃ-

Ref. West Agartala PS U.D. Case No. 2020WAG024 dt. 17/05/2020 U/S 174 Cr. P.C

পাশের ছবিটি একজন অপরিচিত পুরুষ ব্যক্তির মৃতদেহ। বয়স আনুমানিক ৬০ বছর উচ্চতা ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি, গায়েণ রং শ্যামলা। গত ১৭-০৫-২০২০ ইং তারিখ আগরতলা জিবিপি হাসাস্তালে মারা যান। এখন পর্যন্ত কোন ব্যক্তি বা আত্মীয়স্বজন মৃতব্যক্তির দাবি করেন নাই। বর্তমানে মৃতদেহ আগরতাল জিবিপি হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে সনাক্তকরণ করার জন্য। উপরে উল্লেখিত মৃত পুরুষ ব্যক্তির সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্নলিখিত টিকানায় ও ফোন নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হইল।

১। পুলিশ সুপার (পশ্চিম ত্রিপুরা) ০৩৮১-২৩২-৩৫৮৬
২। সিটি কন্ট্রোল - ০৩৮১-২৩২-৫৭৮৪/১০০
৩। আগরতলা পশ্চিম থানা - ০৩৮১-২৩৮-৫৭৬৫

পুলিশ সুপার
পশ্চিম ত্রিপুরা

ICA/D-137/2020-21

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 03/EE/KLSD/2020-21 dt. 22.05.2020

On behalf of the "Governor of Tripura the Executive Engineer, Kailashahar PWD (R&B) Division, Kailashahar Unakoti Tripura" invites percentage rate Sigle Bid System e-tender in PWD form no-7 up to 3.00 P.M. on 17-06-2020 for 05 (Five) no works:-

Sl No	DNIT NO.	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	Cost of Bid Fee
1	06/EE/KLSD/2020	Rs. 6,36,418/-	Rs. 6,364/-	Rs. 1000/-
2	07/EE/KLSD/2020	Rs. 24,25,280/-	Rs. 24,253/-	Rs. 1000/-
3	08/EE/KLSD/2020	Rs. 24,12,374/-	Rs. 24,124/-	Rs. 1000/-
4	09/EE/KLSD/2020	Rs. 11,00,603/-	Rs. 11,006/-	Rs. 1000/-
5	10/EE/KLSD/2020	Rs. 9,52,862/-	Rs. 9,529/-	Rs. 1000/-

"For details visit website http://tripuratenders.gov.in and for any enquiry, please contact by e-mail to eeklspwd@yahoo.in"

ICA/C-407/2020-21

Executive Engineer
Kailashahar Division, PWD(R&B)
Kailashahar, Unakoti, Tripura

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 07 /EE/DWS/DMN/2020-21

The **Executive Engineer, DWS Division Dharmanagar, North Tripura** invites on behalf of the 'Governor of Tripura **percentage rate e-tender** from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Bidders /Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD, having experience in similar nature of work good credential, **up to 3.00 P.M. on 16-06-2020** for the following work:-

Sl No	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	CLASS OF BIDDER
1	DNIe-T No.27/EE/DWS/DMN/2020-21	Rs. 71,81,728.00	Rs. 71,817.00	120 days	Appropriate Class
2	DNIe-T No.28/EE/DWS/DMN/2020-21	Rs. 71,46,348.00	Rs. 71,463.00	120 days	Appropriate Class
3	DNIe-T No.29/EE/DWS/DMN/2020-21	Rs. 71,34,258.00	Rs. 71,343.00	120 days	Appropriate Class
4	DNIe-T No.30/EE/DWS/DMN/2020-21	Rs. 71,25,763.00	Rs. 71,258.00	120 days	Appropriate Class
5	DNIe-T No.31/EE/DWS/DMN/2020-21	Rs. 71,09,976.00	Rs. 71,100.00	120 days	Appropriate Class
6	DNIe-T No.32/EE/DWS/DMN/2020-21	Rs. 70,90,988.00	Rs. 70,910.00	120 days	Appropriate Class
7	DNIe-T No.33/EE/DWS/DMN/2020-21	Rs. 71,18,688.00	Rs. 71,187.00	120 days	Appropriate Class
8	DNIe-T No.34/EE/DWS/DMN/2020-21	Rs. 74,99,109.00	Rs. 74,991.00	120 days	Appropriate Class

* Last Date and Time for Document Downloading and Bidding 16-06-2020 up to 15.00 Hrs
* Date and Time for Opening of BID : 06-06-2020 at 16.00 Hrs
* Document Downloading and Bidding at Application : https://tripuratenders.gov.in
* Bid Fee Rs. 2,500.00 each, (non refundable)

All details are available in the **https://tripuratenders.govin**

Note : *NO NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER*

ICA/C-403/2020-21

Executive Engineer
DWS Division Dharmanagar,
North Tripura.

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 04 /EE/DWS/DMN/2020-21

The **Executive Engineer, DWS Division Dharmanagar, North Tripura** invites on behalf of the 'Governor of Tripura **percentage rate e-tender** from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Bidders /Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD, having experience in similar nature of work good credential, up to 3.00 P.M. on 16-06-2020 for the following work:-

Sl No	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	CLASS OF BIDDER
1	DNIe-T No.16/EE/DWS/DMN/2020-21	Rs. 24,26,944.00	Rs. 24,269.00	90 days	Appropriate Class
2	DNIe-T No.17/EE/DWS/DMN/2020-21	Rs. 24,21,859.00	Rs. 24,219.00	90 days	Appropriate Class
3	DNIe-T No.18/EE/DWS/DMN/2020-21	Rs. 24,26,605.00	Rs. 24,266.00	90 days	Appropriate Class
4	DNIe-T No.19/EE/DWS/DMN/2020-21	Rs. 24,25,679.00	Rs. 24,257.00	90 days	Appropriate Class
5	DNIe-T No.20/EE/DWS/DMN/2020-21	Rs. 24,25,419.00	Rs. 24,254.00	90 days	Appropriate Class
6	DNIe-T No.21/EE/DWS/DMN/2020-21	Rs. 24,21,212.00	Rs. 24,212.00	90 days	Appropriate Class
7	DNIe-T No.22/EE/DWS/DMN/2020-21	Rs. 24,27,135.00	Rs. 24,271.00	90 days	Appropriate Class
8	DNIe-T No.23/EE/DWS/DMN/2020-21	Rs. 24,27,135.00	Rs. 24,271.00	90 days	Appropriate Class
9	DNIe-T No.24/EE/DWS/DMN/2020-21	Rs. 24,20,085.00	Rs. 24,201.00	90 days	Appropriate Class
10	DNIe-T No.25/EE/DWS/DMN/2020-21	Rs. 24,21,501.00	Rs. 24,215.00	90 days	Appropriate Class
11	DNIe-T No.26/EE/DWS/DMN/2020-21	Rs. 24,26,018.00	Rs. 24,260.00	90 days	Appropriate Class
12	DNIe-T No.27/EE/DWS/DMN/2020-21	Rs. 24,26,696.00	Rs. 24,267.00	90 days	Appropriate Class

* Last Date and Time for Document Downloading and Bidding 16-06-2020 up to 15.00 Hrs
* Date and Time for Opening of BID : 06-06-2020 at 16.00 Hrs
* Document Downloading and Bidding at Application : https://tripuratenders.gov.in
* Bid Fee Rs. 1,000.00 each, (non refundable)

All details are available in the **https://tripuratenders.govin**

Note : *NO NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER*

ICA/C-400/2020-21

Executive Engineer
DWS Division Dharmanagar,
North Tripura.

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

■Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020

শুক্রবার আগরতলায় পরমার্থ সাথক সংঘের উদ্যোগে বিশ্বশান্তি যজ্ঞ অনুষ্ঠানে সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক অংশ নিয়েছেন। ছবি ঃ নিজস্ব

করোনা ঃ পরমার্থ সাধক সংঘের উদ্যোগে বিশ্বশান্তি যজ্ঞ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ মে।। করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতি থেকে পরিত্রান পাওয়ার লক্ষ্যে রাজধানী আগরতলা শহরের পরমার্থ সাধক সংঘের পক্ষ থেকে শুক্রবার বিশ্বশান্তি যজ্ঞের আয়োজন করা হয়। বিশ্ব শান্তির লক্ষ্যে এই শান্তির যজ্ঞের আয়োজন করা হয় বলে উদ্যোক্তারা জানান। বিশ্ব শান্তি যজ্ঞ অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম ত্রিপুরা সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক। বিশ্ব শান্তি যজ্ঞ অনুষ্ঠানে সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক রাজ্য এবং রাজ্যবাসীর সুখ-সমৃদ্ধি কামনা করেন। তিনি বলেন এ ধরনের যজ্ঞানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মানুষের মধ্যে আস্থা ও শক্তি বাড়ানো সম্ভব। দীর্ঘ করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতে মানুষের মনোবল ভেঙে পড়েছে। মানুষ কোন কিছুর উপর বিশ্বাস ও আস্থা রাখতে পারছেন না। একমাত্র ধর্ম গুরুরাই মানুষের মনে আস্থা ফিরিয়ে আনতে পারেন। বিশ্ব শান্তির লক্ষ্যে এ ধরনের শান্তি যজ্ঞ অনুষ্ঠানের উদ্যোগকে ভূয়শী প্রশংসা করেন সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক। সকল ধর্ম-বর্ণের মানুষ জনকে বিশ্বশান্তি কামনায় ব্রতী হওয়ার জন্য তিনি আহ্বান জানিয়েছেন।

অসম -আগরতলা জাতীয় সড়কের কানাইবাজার এলাকায় বেহাল অবস্থা, হেলদোল নেই প্রশাসনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ২৯ মে।। পার্শবর্তী রাজ্য অসমের করিমগঞ্জ জেলার কানাইবাজারএআছিমগঞ্জ ৮ নং আসাম আগরতলা জাতিয় সড়কের বেহাল দশা।যে কোন সময়ে ত্রিপুরার লাইফ লাইন বিচ্ছিন্ন হবার সম্ভাবনা।দিনের পর দিন বেহাল হয়ে পড়েছে অসম-ত্রিপুরা ৮ নং জাতীয় সড়কটি।এতে যে কোনও সময়ে দুটি রাজ্যের সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হবার সম্ভাবনা প্রবল হয়ে উঠছে।বিষয়টি নিয়ে স্থানীয়রা সহ এ রুটে চলাচলকারিরা ব্যাপক উদ্বেগ প্রকাশ করলেও এ ব্যাপারে নীরব স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা ও অসম সরকার।সড়কের বেহাল দশা নিয়ে প্রতিবাদের ভাষাও হারিয়ে ফেলছে বিরোধী দলগুলোও।এ নিয়ে স্থানীয় ভুক্তভোগীদের মনে ক্ষোভের দানা বাঁধতে শুরু করেছে।গর্তে ভরা ভাঙ্গা সড়কটি কোন মতে শুকনো মরশুম পার হতেই এবার পড়েছে বরুণ দেবতার কুদৃষ্টিতে।গত কয়দিনের ভারিটি বৃষ্টিতে বিশেষ করে আছিমগঞ্জের বৃহত্তর এলাকা জুড়ে থাকা সড়কের পুকুরসম বড় বড় গর্তে জল জমে টই টুম্বুর হয়ে উঠেছে।বর্তমানে এই জাতিয় সড়কটি যে কোন হালের জমিকেও হার মানাবে বলে অভিমত ভুক্তভোগী স্থানীয় জনগণের।

অসম-ত্রিপুরার লাইফ লাইন হিসেবে পরিচিত প্রায় প্রতিদিনই এই সড়ক যাতায়তকারী মালবাহী লরিগুলোর চাকা ফেঁসে গিয়ে তীব্র যানজটের সৃষ্টি করছে।এমনকি বেহাল এই সড়কের জন্য ঘন্টার পর ঘন্টার জরুরি কালীন পরিষেবার গাড়িগুলোকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়।এতে স্বাভাবিক ভাবে বৃহত্তর এলাকার অর্থনৈতিক ব্যবস্থাও প্রায় পঙ্গু হয়ে পড়েছে।একে তো চলতি লকডাউনে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের ব্যবসা বাণিজ্য লাঠে উঠার উপক্রম তার উপর বেহাল জাতীয় সড়কের এই করুন দশায় স্থানীয় বাজারে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে।শুধু তাই নয়, একই অবস্থা বিরাজ করছে পাথারকান্দির ব্যস্ততম বাজারের উত্তর থেকে দক্ষিণ রেলওয়ে গেইট পর্য্যন্ত।বলতে গেলে বর্তমানে চলার অনুপযোগী হয়ে পড়েছে জাতীয় সড়কটি।সম্প্রতি সড়কটি পুনর্নির্মানের নামে সরকারি ভাবে অর্থ মঞ্জুর হলেও এক অজ্ঞাত কারনে সংশ্লিষ্ট কাজে হাত দিচ্ছে না দায়িত্ব প্রাপ্ত উড়িষ্যার জনৈক ঠিকাদার। লকডাউন এর ফলে রাজ্যে ২০৮ নং বিকল্প জাতীয় সড়কটি পূর্বেই সিল করে দেওয়া হয়েছে। উন্মুক্ত রয়েছে ৮ নং আসাম আগরতলা জাতীয় সড়ক। কিন্তু আসামের করিমগঞ্জ জেলার কানাই বাজার সংলগ্ন এলাকায় ত্রিপুরা সংযোগী ৮ নং আসাম আগরতলা জাতীয় সড়কের বেহাল দশার ফলে যে কোন মুহূর্তে রাজ্যে সড়কপথের একমাত্র যোগাযোগ ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে যেতে পারে। অনতিবিলম্বে সৃষ্ট সমস্যাটির সমাধান না হলে ত্রিপুরা অসম সীমান্ত এলাকার জনগন বৃহত্তর গণআন্দোলনের পথে পা বাড়াবেন বলে জানা গেছে।

রক্তের সংকট নিরসনে সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান সুদীপ বর্মনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ মে।। করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতে রাজ্যে রক্তদানের প্রবণতা তলানিতে এসে ঠেকেছে। রাজ্যের ব্লাডব্যাংক রক্তশূন্যতায় ভুগছে। রক্তের অভাবে চিকিৎসা পরিষেবা মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। এই সংকটময় মুহূর্তে রক্তদানে এগিয়ে এলো রুটি ব্যাংক ফাউন্ডেশন নামে একটি সংস্থা। ফাউন্ডেশনের দ্বিতীয় বর্ষপূর্তি উপলক্ষে শুক্রবার রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। রেড ক্রস সোসাইটি হলে আয়োজিত রক্তদান শিবিরে প্রধান অতিথি হিসেবে

ছয়ের পাতায় দেখুন

ধর্মীয় রীতিনীতি মেনে মায়ের শ্রাদ্ধের কাজ সম্পন্ন করল দশ বছরের নাবালিকা হিমানী

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৯ মে।। বিশালগড় প্রেসক্লাবের তরফে শ্রাদ্ধের জন্য তার হাতে তুলে দেয়া হয় আর্থিক সাহায্য হিমানী দেবনাথ নামে চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রীর হাতে। বিশালগড় মহকুমার এর চড়িলাম বিধানসভার ছেচড়িমাই গ্রাম পঞ্চায়েতের ৬ নং ওয়ার্ডের তার বাড়ি। জন্মের পরই জন্মদাতা পিতা নিরাপদ দেবনাথ জীবন থেকে হারিয়ে যায়। মায়ের সাথে মামার বাড়িতে বড় হতে থাকে হিমানী। জন্মের পর আপন বলতে একমাত্র মামা, দাদু, দিদা এবং জন্মদাত্রী মাকে ই দেখেছে। নিয়তির নির্মম পরিহাস। হঠাৎ করে একমাত্র মামা পৃথিবী ছেড়ে চলে যায়। এর কিছুদিন পরেই দাদু ও দুনিয়া ছেড়ে চলে যায়। অবুঝ মেয়ে হিমানী ও বয়স্ক মা কে নিয়ে কমলা দেবী অনেককে দুঃখ-কষ্টে সংসারের হাল ধরে রেখেছিলেন। পৈত্রিক সম্পত্তি বলতে শুধু ভিটেমাটি ই সম্বল ছিল। কখনো মানুষের বাড়িতে কাজ করে কখনো বা সরকারী রেগার কাজ করে কোন রকমে দিন চালিয়ে যাচ্ছিলেন হিমানীর মা কমলা দেবী । এরই মাঝে গতবছর বয়স্কা মাও মারা যান। ছোট্ট হিমানী কে নিয়ে কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি হয়ে জীবন সংগ্রামের বৈঠা ধরেন কমলা দেবী। একে একে পরিবারের লোকদের হারিয়ে একপ্রকার দিশেহারা অবস্থায় জীবনযাপন শুরু করেন ছোট্ট হিমানী কে নিয়ে। আর এই ছোট্ট হিমানীর ও আপন বলতে শেষ সম্বল জন্মদাত্রী মা। বিধি বাম।কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি জীবন রক্ষার তাগিদে রোজগারের চেষ্টা তার উপর মেয়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা। এরই মাঝে শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন কমলাদেবী বয়স চল্লিশের। কিডনিজনিত কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েন। নুন আনতে পান্তা ফুরায় এরই মাঝে জটিল রোগ। কোথায় পাবে টাকা কে করাবে চিকিৎসা কি হবে ছোট্ট হিমানীর। এসবের কোনকিছুই যেন বুঝে উঠতে পারেনি কমলাদেবী। এলাকাবাসী এবং স্থানীয় পঞ্চায়েতের সহযোগিতায় চিকিৎসার জন্য শিলচরে ও পারি দিয়েছিলেন। কিন্তু শেষরক্ষা হলো না।গত সোমবার ইহলোকের

ছয়ের পাতায় দেখুন

বিলোনীয়া হাসপাতালে ব্লাডব্যাঙ্কে রক্তের সংকট

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২৯ মে।। বিলোনিয়া হাসপাতালে ব্লাড ব্যাংকের অর্থের সংকট চরমে। চাহিদা থেকে রক্ত জোগাড় না থাকাতে মুমূর্ষ রোগীর পরিবারের মধ্যে তীব্র হাহাকার চলছে। মুমূর্ষ রোগীর রক্তের প্রয়োজনে রক্তের জন্য পরিবারের লোকেরা এদিক ওদিক ছোটাছুটি করতে হয় রক্তদাতার খুঁজে। বিলোনিয়া ব্লাড ব্যাংকে রক্তের সংকট দূর করার জন্য ব্লাড ব্যাংকের ইনচার্জ ডাক্তার রাহুল সিনহা রক্তদানে এগিয়ে আসার জন্য সকলের কাছে আহ্বান রাখেন যাতে মুমূর্ষ রোগীর সঠিক সময়ের মধ্যে রক্ত পেয়ে জীবন ফিরে পেতে পারে। দক্ষিণ জেলাতে একমাত্র ব্লাড ব্যাংক বিলোনিয়া হাসপাতাল প্রতিদিন গড়ে প্রায় ১০ থেকে ১৫ ইউনিট রক্ত প্রয়োজন। প্রতিমাসে দেড়শ থেকে আড়াইশো ইউনিট রক্তের প্রয়োজন। সেই অনুসারে বিলোনিয়া ব্লাড ব্যাংকে রক্ত আছে মাত্র ১৫ ইউনিট। এরমধ্যে এ পজেটিভ ১০ ইউনিট, বি পজেটিভ ২ ইউনিট, এবি পজেটিভ নাই, ও পজেটিভ ২ ইউনিট, এ নেগেটিভ নাই, বি নেগেটিভ নাই, এবি নেগেটিভ ১ ইউনিট, ও নেগেটিভ রক্ত এক ইউনিট ও নাই। শুধুমাত্র বিলোনিয়া রোগীরা নয় শান্তি বাজার সাবরুম, উদয়পুর আগরতলা মুমূর্ষু রোগীদের জন্য রক্ত দেওয়া হয়।

বড়পাথরিতে হামলার সুষ্ঠু তদন্ত দাবী করল ডিওয়াইএফআই

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২৯ মে।। বিলোনিয়া মহাকুমাধীন বড়পাথরি পিপারিয়াখলা এলাকায় মঙ্গলবার রাতের ঘটনায় মামলা-পাল্টা মামলায় আক্রান্ত রাকেশ বিশ্বাস ও বিপ্লব পাল জেলে। অপরদিকে আক্রমণকারী বিমল পাল ও তার দলবল শাসক দলের হওয়ার সুবাদে হওয়ার সুবাদে পুলিশি ব্যবস্থায় জামাই আদরে। এমনই অভিযোগ তোলেন ডিওয়াইএফআই এর নেতৃত্বরা।

শুক্রবার বিকালে সিপিআইএম বিলোনিয়া বিভাগীয় কার্যালয়ে বামপন্থী যুব সংগঠন ডিওয়াইএফআই এর উদ্যোগে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে এমনই অভিযোগ তোলে ঘটনার সুষ্ঠ তদন্তক্রমে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করে ঘটনার বৃত্তান্ত তুলে ধরেন ডিওয়াইএফআই এর বিলোনিয়া মহকুমা কমিটির সম্পাদক মধুসূদন দত্ত বলেন লকডাউন এর প্রথম পর্ব থেকেই সিপিআইএম সহ বিভিন্ন শাখা সংগঠনগুলি দুস্থদের মধ্যে ত্রান সামগ্রী বিতরণ করা অব্যাহত রাখলো। দুস্থদের মধ্যে দান সামগ্রী বিতরণ করার উদ্দেশ্য নিয়ে বড়পাথর পিপারিয়া খলা এলাকায় সিপিআইএমের কর্মী রাকেশ বিশ্বাসের বাড়িতে ত্রাণ সামগ্রী প্যাকেট করার কাজ হচ্ছে এই খবর পেয়ে স্থানীয় বিজেপি দলের নেতা বিমল পাল এর নেতৃত্বে সাত-আটজনের বাহিনী রাকেশের বাড়িতে আক্রমণ করে।হামলা হওয়ার সাথে সাথে রাকেশের পরিবারের লোকেরা পিআরবাড়ি থানাতে জানানোর পরেও পুলিশ ঘটনাস্থলে আসেনি। ফলে বিজিবি দুষ্কৃতী বাহিনীরা রাকেশের বাড়ি ভাংচুর সহ রাকেশের পরিবার উপর আক্রমণ করে। পরিবারের লোকেরা যখন দলবদ্ধ ভাবে প্রতিরোধে এগিয়ে আসে তখন বিমল পাল সহ তার দলবল পালাতে গিয়ে আহত হয়।এই ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই বড়পাথর সহ নানা স্থানের বিজেপি দলের বাহিনীরা পিপাড়িয়াখলাতে এসে সন্ত্রাস শুরু করে সিপিআইএম কর্মী সমর্থকদের বাড়িঘর হামলা চালায়। পুলিশ ঘটনাস্থলে আসার পরেও হামলাকারীরা পুলিশের সামনে সন্ত্রাস শুরু করে। অবস্থা বেগতিক দেখে পুলিশ রাকেশ বিশ্বাস ও বিপ্লব পাল কে বেরিকেড

ছয়ের পাতায় দেখুন

কোভিড-১৯ এর প্রভাবে আর্থিক সংকট, বন্ধ করা হল সংবাদপত্র প্রকাশনা

নয়াদিল্লি, ২৯ মে।। করোনার প্রভাব মারাত্মক ভাবে পড়লো সংবাদ মাধ্যমের উপর। দেশের অন্যতম ইংরেজি দৈনিক সকাল টাইমস্ এর ৫০ জন কর্মী কর্মহীন হয়ে পড়েছেন। কারণ এই সংবাদপত্র লকডাউনের কারণে তার প্রকাশনা বন্ধ করে দিয়েছে। এই সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে পুণে এবং তার শাখা গোয়াতে রয়েছে। এই দুই জায়গাতেই প্রকাশনা বন্ধ করে দিয়েছে। এই ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ইন্ডিয়ান জার্নালিস্টস্ ইউনিয়ন।

ইউনিয়নের পক্ষ থেকে বিবৃতিতে বলা হয়েছে, সকাল মিডিয়া গ্রুপের সিইও উদয় যাদব জানিয়েছেন, ব্যাপক আর্থিক সংকটের দরুণ এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

ছেলে প্রতিবন্ধী ভাতা পাচ্ছে না অভিযোগ মা অফুলা খাতুনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৯ মে।। লকডাউন মুহূর্তেও সাধারণ মানুষের বিভিন্ন অভাব-অভিযোগের খবর বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশ পাচ্ছে। জম্পুইজলা আর ডি ব্লকের অধীন চিকনছড়া এডিসি ভিলেজের ৩ নং ওয়ার্ড মোল্লাপাড়ার শহীদ মিয়ার ছেলে আব্দুল কাদের জন্মসূত্রেই বিকলাঙ্গ। প্রতিবন্ধী সার্টিফিকেট রয়েছে তার কিন্তু বারংবার কাগজপত্র সিডিপিও অফিস এবং পঞ্চায়েত অফিসে জমা দেওয়ার পরেও দীর্ঘ প্রায় তিন বছর হয়ে গেল এখন পর্যন্ত ভাতা পায়নি সেই হতভাগা আব্দুল কাদের। সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিদের কাছে অভিযোগ করেন আব্দুল কাদেরের মা অফুল খাতুন। তিনি বলেন তার ছেলে কানে শুনতে পায় না, ভালো করে হাটতে পারে না, মানসিকভাবে খুবই দুর্বল, চলাফেরা করা তার জন্য খুবই দুঃসাধ্য, এত সমস্যা থাকার পরেও কেন তার ছেলে ভাতা পাচ্ছে না এটাই তার প্রশ্ন। আব্দুল কাদেরের মা অফুলা খাতুন এবং পিতার সহিদ মিয়া ছেলেকে নিয়ে ভীষণ চিন্তায় দিন কাটাচ্ছে। কবে কখন সেই হতভাগা ছেলের সরকারি সুযোগ-সুবিধা পাবে জানা নেই তাদের। সরকার জনসাধারনের বিভিন্ন সমস্যার কথা মাথায় রেখে বিভিন্ন প্রকল্প এবং সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে যাচ্ছে কিন্তু কোন অজানা কারণে আব্দুল কাদের তার ভাতা পাওয়া থেকে বঞ্চিত সে কথা জানা নেই তাদের। মা এবং বাবার দাবি অবিলম্বে তাদের ছেলে আব্দুল কাদেরকে ভাতা প্রদান করা হোক। সেই দাবি করলেন এলাকার বিধায়ক এবং রাজ্য সরকারের কাছে।

এখন দেখার সে আব্দুল কাদের ভাগ্য কোন সময় পূরণ হয়। তার জন্য হয়তো আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে আব্দুল কাদেরের পরিবারকে।

যুব দপ্তরের উদ্যোগে সাংবাদিকদের মাস্ক বিতরণ বিলোনীয়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২৯ মে।। দক্ষিণ জেলা যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের উদ্যোগে স্থানীয় কর্মরত সমস্ত সাংবাদিকদের সেনিটাইজার, মাক্স ইত্যাদি বিলি করা হয়। করোনা পরিস্থিতিতে সাংবাদিকদের সুরক্ষায় কথা মাথায় রেখে ক্ষুদ্র প্রয়াসে বুধবার দুপুরে বিলোনিয়াস্থিত জেলা যুব বিষয়ক ক্রীড়া দপ্তরের কার্যালয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অংশ নেন বিধায়ক অরুণ চন্দ্র ভৌমিক, দক্ষিণ জেলার ক্রীড়া আধিকারিক রিতেশ শীল, ভারতচন্দ্র নগর ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন চেয়ারম্যান ভুলন ধর। এছাড়া ছিলেন দপ্তরের সমস্ত কর্মীরা। প্রথমে সাংবাদিকদের গোলাপ ফুল তুলে দিয়ে করতালির মধ্য দিয়ে অভিনন্দন জানিয়ে সংবর্ধনা জানায় দপ্তরের কর্মীরা। ক্রীড়া দপ্তরের আধিকারিক রিতেশ শীল এর স্বাগত ভাষনের পর এদিন অনুষ্ঠানের অতিথীরা স্থানীয় সমস্ত সাংবাদিকদের জেলা যুব বিষয়ক ক্রীড়া দপ্তরের পক্ষ থেকে মাক্স এবং হ্যান্ড ওয়াশ লিকিউড সপ, হ্যান্ড সেনিটাইজার তুলে দেন। বিধায়ক অরুণ চন্দ্র ভৌমিক আলোচনা রাখতে গিয়ে ক্রীড়া দপ্তরের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়ে ভুয়সী প্রসংশা করেন।

জুম চাষের উপর নির্ভরশীল কাঁঠাল বাগান এডিসি ভিলেজের অধিকাংশ লোকজনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২৯ মে।। শান্তির বাজার মহকুমাথেকে প্রায় ২০ কিলোমিটার দুরত্বেঅবস্থিত কাঠালবাগান, পাগলাছড়া ও দেবীপুর এডিসি ভিলেজ। পাহাড়ী এলাকা হবার সুবাদে এই এলাকার অধিকাংশ লোকজন জুম চাষেরউপর নির্ভরশীল। এলাকার লোকজনের সঙ্গে কথা বলে জানাযায় উনারা দীর্ঘ অনেকবছর যাবৎ এই জুমচাষকরেযাচ্ছেন। জুমচাষ উনাদের একমাত্র আয়ের উৎস। এই জুম চাষে উনারা কোনোপ্রকার সার ঔষধ ব্যাবহারকরেননা। জৈবিক পদ্বতীতে উনারা উনাদের এই ফসল উৎপাদন করেন। জুম ক্ষেতের মধ্যে টংঘর বানিয়ে জুমের উৎপাদিত ফসল পাহাড়াদেন। উনারা জানান সরকারী কোনোপ্রকার সাহায্যছারাই উনারা এই ফসল উৎপাদন করেথাকেন। লকডাউন চলাকালীনসময় এলাকার লোকজন রেশন সামগ্রী ছারা কোনো প্রকার সাহায্যপাননি বলে জানান। এলাকার লোকজন জানান উনাদের সরকারিভাবে সহায়তার হাত বাড়ীয়েদিলে উনারা খোবই উপকৃত হবেন।

লাদাখে ভারত-চিন পরিস্থিতি নিয়ে ফের সরব রাহুল গান্ধী

নয়াদিল্লি, ২৯ মে (হি.স.): লাদাখে ভারত-চিন পরিস্থিতি নিয়ে ফের সরব প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধী। প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখায় চিনের সঙ্গে ভারতের বিরোধটা ঠিক কোন পর্যায়ে পৌঁছেছে শুক্রবার ফের জানতে চান রাহুল। এদিন তিনি বলেন, সেখানে কী কী ঘটছে, কেন্দ্রকে কোনও রাখঢাক না রেখে তা দেশের মানুষকে জানান। শুক্রবার টুইটারে রাহুল লিখেছেন, "চিন সীমান্তে পরিস্থিতিটা ঠিক কী রকম, সরকার সে ব্যাপারে মুখে কুলুপ এঁটে রয়েছে। তাতে এক এক জন এক এক রকম ভেবে নিচ্ছেন। এর ফলে, এই সঙ্কটের সময়েও আরও বেশি অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হচ্ছে। তাই কোনও রাখঢাক না রেখে সরকারকে এ বার মানুষের সামনে দাঁড়াতে হবে। ঠিক কী কী হচ্ছে, সব কিছুই জানাতে হবে।" এর আগে একাধিকবার এবিষয়ে সরব হয়েছে রাহুল। উল্লেখ্য, গত ৫ মার্চ থেকেই পূর্ব লাদাখের কাছে নিয়ন্ত্রণরেখা পেরিয়ে চিনা সেনাদের প্যাংগং হ্রদ ও গালওয়ান উপত্যকায় ঢুকে পড়ে বলে সূত্রের খবর। ভারতীয় সেনাদের সঙ্গে তাদের হাতাহাতিরও খবর আসে। গত কাল বিদেশমন্ত্রক জানায়, যত রকম ভাবে যোগাযোগ রেখে চলা হয়, সেই সব রকম ভাবেই চিনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা হচ্ছে। যোগাযোগ রাখা হচ্ছে কূটনৈতিক স্তরেও।

বহির্রাজ্যে যারা বিভিন্ন পেশায় যুক্ত ছিলেন তারা যাতে ত্রিপুরাতেই কাজ করতে পারেন তার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুতি নিতে হবে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ মে।। করোনা ভাইরাস সংক্রমণজনিত পরিস্থিতিতে যারা দেশের বিভিন্ন অংশ থেকে রাজ্যে এসেছেন এবং যারা এখন বিভিন্ন কারণে হোম কোয়ারেন্টাইনে রয়েছেন তাদের খোঁজ খবর নিতে ও এই মারণ ভাইরাসটি সম্পর্কে জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব আজ সিপাহীজলা জেলার অন্তর্গত বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করেন। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত এই সমস্ত এলাকা পরিদর্শনকালে তিনি বিভিন্ন হোম কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে যারা রয়েছেন তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন এবং হোম কোয়ারেন্টাইনের সমস্ত নিয়ম নীতি যথাযথভাবে মেনে চলার জন্য তাদের পরামর্শ দেন। বহির্রাজ্যে যারা বিভিন্ন পেশায় যুক্ত ছিলেন তারা যাতে ত্রিপুরাতেই এই সমস্ত কাজকর্ম করতে পারেন তার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকার পরামর্শ দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রয়োজনে রাজ্য সরকার তাদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে। মুখ্যমন্ত্রী আজ বিশালগড় ব্লকের গকুলনগর গ্রাম প'ায়েত, ব'নগর ব্লকের মাণিক্যনগর গ্রাম প'ায়েত,

কাঁঠালিয়া ব্লকের শ্রীমন্তপুর গ্রাম প'ায়েত, শ্রীমন্তপুর উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, ধনপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ধনপুর কমিউনিটি হল, কাঁঠালিয়া ব্লকের জগৎরামপুর এডিসি ভিলেজে যান এবং এলাকাবাসীর সঙ্গে কথাবার্তা বলেন। তিনি ব'নগর ব্লকের মাণিক্যনগর গ্রাম প'ায়েতের মাণিক্যনগর হাইস্কুলে যে কোয়ারেন্টাইন সেন্টারটি করা হয়েছে তা ঘুরে দেখেন। এরপর প'ায়েত কার্যালয়ে আয়োজিত মতবিনিময় সভায় কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প যথাযথভাবে রূপায়িত হচ্ছে কিনা সে সম্পর্কে এলাকাবাসীর কাছ থেকে খোঁজ খবর নেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের সঙ্গে রাজ্যের জলপথে যোগাযোগ স্থাপিত হলে ত্রিপুরা সহ উত্তর পূর্বের রাজ্যগুলি উপক'ত হবে। করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ থেকে দূরে থাকার জন্য তিনি সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা সহ কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের যে নির্দেশিকা রয়েছে তা যথাযথভাবে মেনে চলার আহ্বান জানান। মাণিক্যনগরে হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকা মিঠুন দাস এবং কেবল মিয়ার বাড়িতে গিয়ে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে মুখ্যমন্ত্রী তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন এবং তাদের সুবিধা অসুবিধা সম্পর্কে অবহিত হন। এরপর মুখ্যমন্ত্রী সোনামুড়া মহকুমার শ্রীমন্তপুর গ্রাম প'ায়েতে যান এবং এলাকাবাসীর সঙ্গে মতবিনিময় করেন। বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা এলাকাবাসী পাচ্ছেন কিনা সে সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী খোঁজ খবর নেন। তিনি শ্রীমন্তপুর উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রে কোয়ারেন্টাইনে থাকা বহির্রাজ্য থেকে আসা ১১ জন শ্রমিকের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন। এই শ্রমিকরা বহির্রাজ্যে কোন কোন কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন সে সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের কাছ থেকে জানতে চান। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই শ্রমিকরা যাতে নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে পারেন সেজন্যে রাজ্য সরকার প্রয়োজনে তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে। এরপর তিনি ধনপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের বিভিন্ন ওয়ার্ড ঘুরে দেখেন। সেখান থেকে তিনি ধনপুর কমিউনিটি হলে এলাকাবাসীর সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে মতবিনিময় করেন। মুখ্যমন্ত্রী এছাড়া কাঁঠালিয়া ব্লকের জগৎরামপুর এডিসি ভিলেজ, মোহনপুর ব্লকের পূর্ব চণ্ডীগড়ে অনুরূপভাবে এলাকাবাসীর সাথে বিভিন্ন বিষয়ে কথাবার্তা বলেন।

মুখ্যমন্ত্রী এরপর নলছড়ে যান এবং সেখানেও এলাকাবাসীর সাথে কথাবার্তা বলেন। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব এরপর চড়িলাম ব্লক কার্যালয়ে যান এবং সেখানে হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকা শ্রমিকদের কাছ থেকে বিভিন্ন বিষয়ে খোঁজ খবর নেন।

মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব আজ সকালে প্রথমে বিশালগড় মহকুমার গকুলনগর প'ায়েতে টি এস আর ক্যাম্প সংলগ কোয়ারেন্টাইন সেন্টার এবং মধুপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। এর আগে সকাল ৮টায় গকুলনগরে মুখ্যমন্ত্রী এক প্রশাসনিক বৈঠকে মিলিত হন। এই বৈঠকে ত্রিস্তর প'ায়েতের জনপ্রতিনিধি সহ বিভিন্ন দপ্তরের উচ্চপদস্থ আধিকারিক এবং জেলাস্তরের আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন। সভায় মুখ্যমন্ত্রী বহির্রাজ্য থেকে এসে যারা কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে রয়েছেন তারা যাতে সব ধরণের সরকারি পরিষেবাগুলি পান তার উপর গুরুত্বারোপ করেন। এ বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখার জন্য তিনি আধিকারিকদের নির্দেশ দেন। একই সাথে লকডাউন চলাকালীন সময়ে সরকারের বিভিন্ন পরিষেবার সুযোগ সুবিধা যাতে মানুষ সময়মত পান সেদিকেও সতর্ক দৃষ্টি রাখতে সভায় উপস্থিত আধিকারিকদের নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। বিশেষ করে রেশন ব্যবস্থা ও স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়ে যাতে জনসাধারণের কোন অসুবিধা না হয় তা দেখার জন্য মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দেন। সভার পর মুখ্যমন্ত্রী গকুলনগরস্থিত টি এস আর ক্যাম্প সংলগ কোয়ারেন্টাইন

ছয়ের পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।